নজরুল-রচনাবলী

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৯১৩

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে) বাংলা একাডেমী সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা পরিষদ-সম্পাদিত নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ড, হস্তলিপি, ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, ২৫শে মে ২০১১। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : অপরেশ কুমার ব্যানার্জী, পরিচালক, গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, বাংলা একাডেমী। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০। মূল্য : ৩০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), Nazrul-Rachanabali, Central Board for the Development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively), Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993). Nazrul Birth Centenary edition : Vol. XII, May, 2011. Manuscript : Compilation Department. Published by : Aparesh Kumar Banerjee, Director, Research, Compilation & Folklore Division, Bangla Academy, 3 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000, Bangladesh. Printed by : Samir Kumar Sarkar, Manager, Bangla Academy Press, Dhaka 1000. Cover design : Dhruba Esh. Print-run : 2250. Price : Taka 300 only.

ISBN-984-07-4921-8

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

দ্বাদশ খণ্ড

হস্তলিপি

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ্‌উল্লাহ্‌
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী নজরুল জন্মশতবার্ষিক উৎসবের পরপরই কবির ইতোপূর্বে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত রচনাবলীর একটি কালক্রমিক, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বিন্যাস ও নবসংযোজনযুক্ত নতুন সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ, নজরুল এমন এক বিস্ময়কর প্রতিভা ও বিপুলপ্রজ কবি যে, স্বল্পসময়ের সাহিত্য জীবনেও তাঁর রচনাসংখ্যা বেশুমার ; এবং সেই অবিরল ধারায় সৃষ্ট রচনা কবি কখন, কোথায়, কীভাবে লিখেছেন তার হদিস পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন কি-না সে সম্পর্কেও নিশ্চিত সংশয় আছে। ধারণা করা হয়, তাঁর সে-সব বিপুল রচনার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন জনের সংগ্রহে অগ্রন্থিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল ; এবং কিছু রচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তা সংগৃহীত না হওয়ায় কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি। জন্মশতবার্ষিক অনুষ্ঠানের পর এদিকে লক্ষ্য রেখে কবির রচনাবলীর একটি পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালে 'নজরুল রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-কাজে কবি আবদুল কাদিরের সুদক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত আদি নজরুল রচনাবলীর ভিত্তিমূলক সংস্করণ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে চারখণ্ডে বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র' এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপর্যালোচনার পর সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

নজরুল রচনাবলির দ্বাদশ খণ্ড মূলত নজরুলের হস্তলিপি, আলোকচিত্র ও প্রতিকৃতির প্রতিলিপির সংকলন। নজরুল রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করার ব্যাপারে নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যে-নিষ্ঠায় সামগ্রিক কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অতীব প্রশংসনীয়। কবি-সমালোচক-প্রবন্ধকার আবদুল মান্নান সৈয়দ, অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁদের স্ব স্ব কাজে যে আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ গ্রন্থ প্রকাশের আগেই অন্যতম সম্পাদক আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থ দেখে যেতে পারলেন না। এ জন্য আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন গসফো-র পরিচালক, সংকলন উপবিভাগের উপপরিচালক ও কর্মকর্তা ফারহানা খানম। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক সমীর কুমার সরকার ও তাঁর সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮॥ ২৫শে মে ২০১১

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিকবার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ

সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে।

'নজরুল-রচনাবলী : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ দ্বাদশ খণ্ড, হস্তলিপি', মূলত নজরুলের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি-সংকলন। কবির হস্তাক্ষর সম্বলিত ছয়টি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে এই খণ্ডের পর্ব বিন্যস্ত হয়েছে। খণ্ডটিতে নজরুলের ছবি, বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত প্রতিকৃতি এবং নজরুলের গ্রন্থের প্রচ্ছদ রয়েছে। 'নজরুল রচনাবলী'র এই সংস্করণে 'গান', 'কবিতা', 'সংগীত-গবেষণা' 'গীতি-আলেখ্য', 'নাটক', 'আধ্যাত্মিকতা', 'চিঠি', 'বেতারভাষণ' এবং 'বিবিধ' পর্ব শিরোনামে তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সংকলিত। খণ্ডটির শুরুতে বার পৃষ্ঠার প্রথম দশ পৃষ্ঠায় নজরুল ও নজরুল বিষয়ক দশটি আলোকচিত্র রয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি আলোকচিত্র কল্যাণী কাজী সম্পাদিত নজরুল অ্যালবাম থেকে নেয়া হয়েছে। বাকী দুই পৃষ্ঠায় আছে 'নজরুল রচনাবলী' দ্বাদশ খণ্ড যে সাতটি পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে বিন্যস্ত হয়েছে সেসব পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদ। এছাড়াও গ্রন্থটির শেষে নজরুল গ্রন্থের ৩১টি প্রচ্ছদ এবং বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত আটটি প্রতিকৃতি রয়েছে। এই খণ্ডে নজরুলের প্রায় ৩১৮টি গানের হস্তলিপি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে।

দ্বাদশ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হিসাবে ব্যবহৃত ছয়টি পাণ্ডুলিপি হলো : সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত 'নজরুল পাণ্ডুলিপি', আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'লেখায় রেখায় রইল আড়াল' এবং 'পাণ্ডুলিপি : নজরুল-সংগীত', আসাদুল হক সম্পাদিত 'কার গানের তরী যায় ভেসে', মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত 'নজরুলের হারানো গানের খাতা' এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার'। 'নজরুল সঙ্গীত সম্ভার' গ্রন্থে জনাব নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের সংগৃহীত ১০৩টি গান রয়েছে। এই ছয়টি পাণ্ডুলিপি ছাড়াও আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত নজরুল' গ্রন্থ থেকে 'আধ্যাত্মিকতা' ও 'তবলাচর্চা' বিষয়ক প্রতিলিপির অংশ এতে সংকলিত হয়েছে। এই খণ্ড প্রকাশের ফলে প্রতিলিপিগুলো অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই সংকলনে প্রতিলিপির পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে, তবে যেক্ষেত্রে প্রতিলিপিগুলোর ভিন্নতা নজরে পড়েছে সেগুলো বাদ দেওয়া হয় নি। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণের এটাই শেষ খণ্ড। তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, নানান সময়ের আলোকচিত্র, বিভিন্ন গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের প্রচ্ছদ, বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি সম্বলিত এই খণ্ডটি প্রকাশের মাধ্যমে জন্মশতবর্ষ সংস্করণটির বারোটি খণ্ড একটি প্রামাণ্য রূপ পেল। হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিগুলোকে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

উল্লেখ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং কিছু রচনা সংযোজন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রয়াত আবদুল মান্নান সৈয়দ এই দ্বাদশ খণ্ডের প্রকাশনা দেখে যেতে পারেন নি। এটি আমাদের জন্য গভীর পরিতাপের বিষয়। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭॥ ২৫শে মে ২০১০

রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
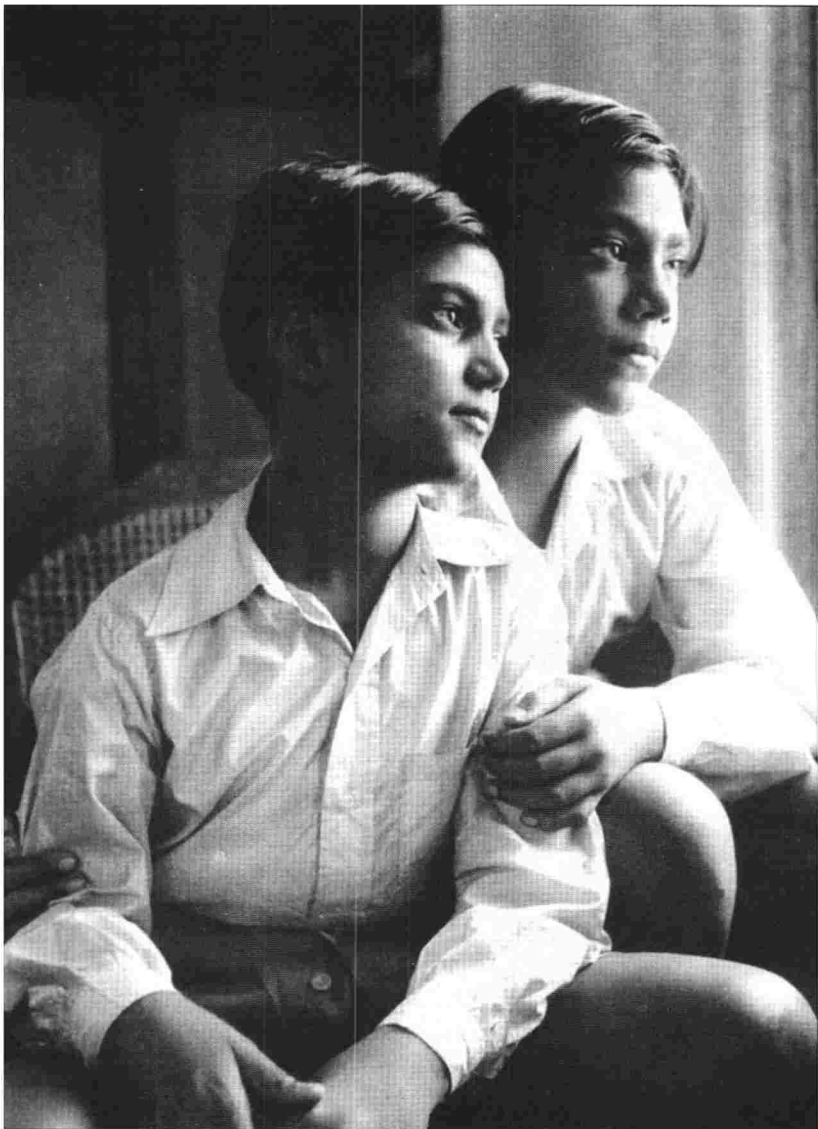
কবি পুত্রদ্বয় সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ

কবিপত্নী প্রমীলা
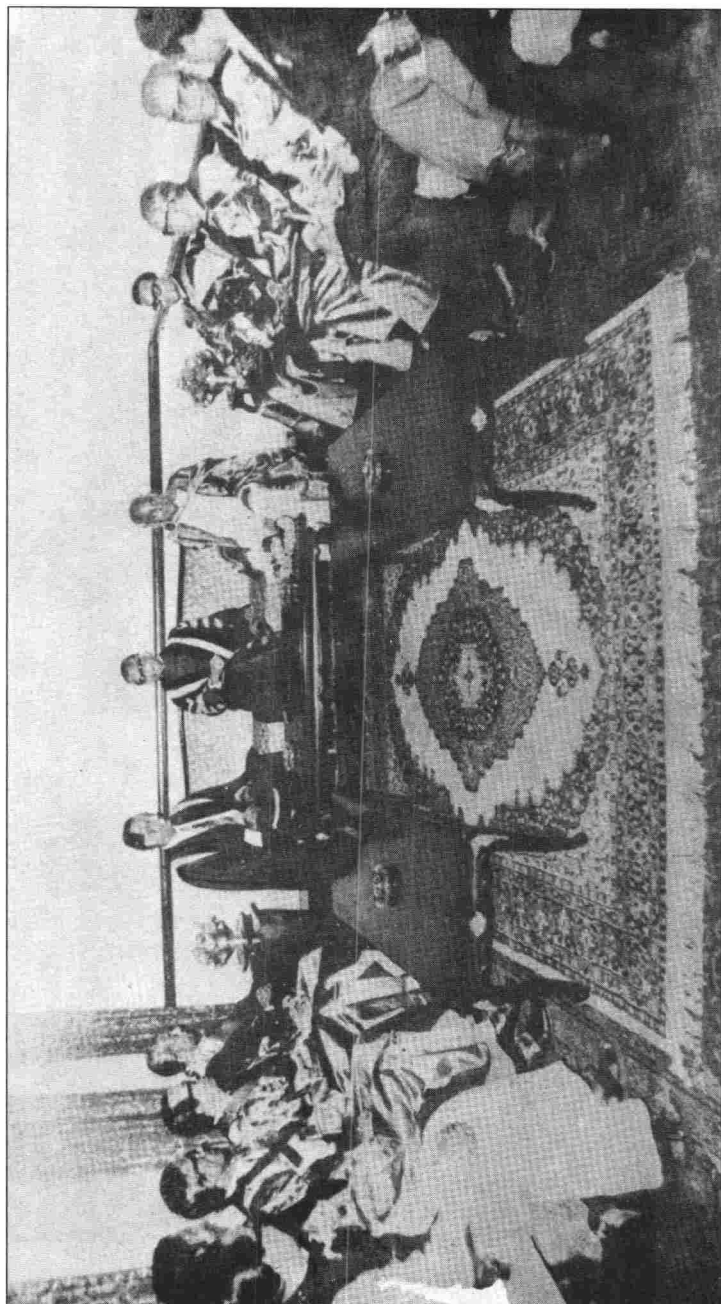
১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান-উপলক্ষে (ডান থেকে বামে) কাজী নজরুল, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর মোহাম্মদউল্লাহ, উপাচার্য আবদুল মতিন চৌধুরী ও অন্যান্য

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে চুরুলিয়ায় স্বগৃহে আত্মীয়-পরিজনদের মাঝে কাজী নজরুল ইসলাম

অসুস্থার প্রথম দিকে নজরুল
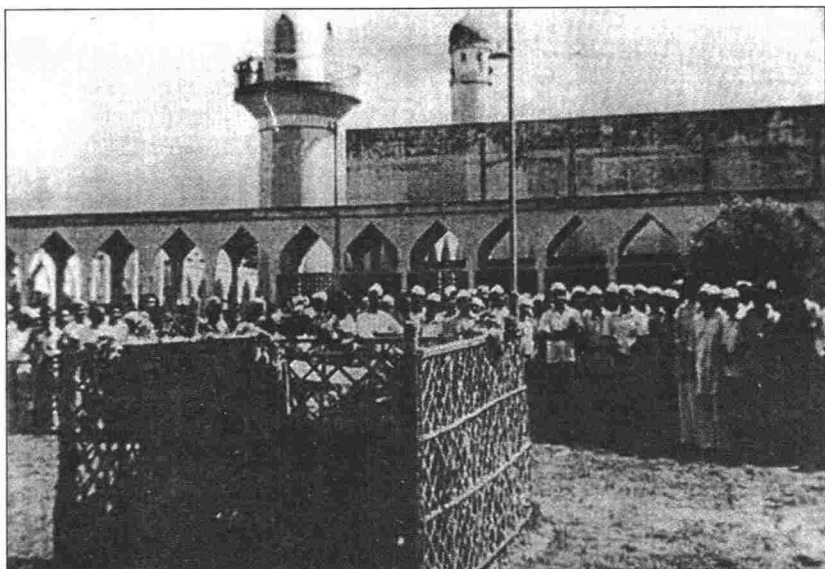
প্রাথমিক অবস্থায় বেড়া দিয়ে ঘেরা নজরুলের সামধি

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধির বর্তমান রূপ

কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিক্ষেত্র
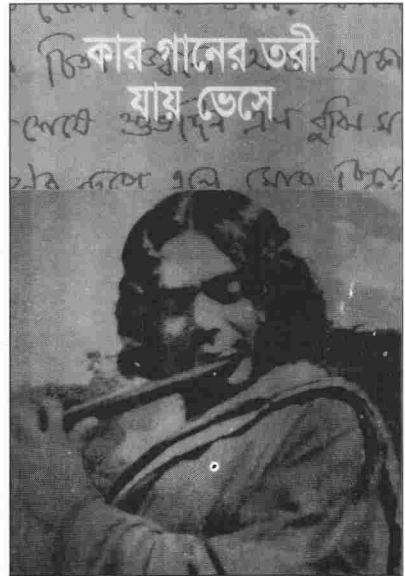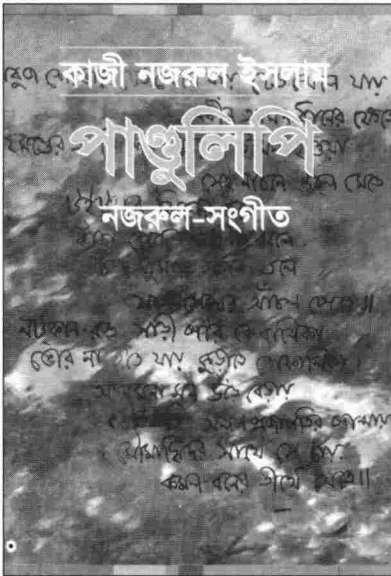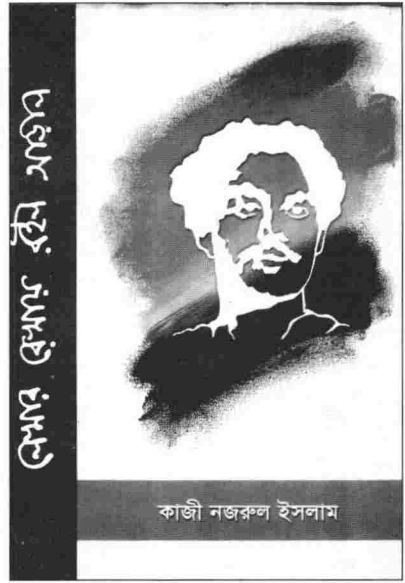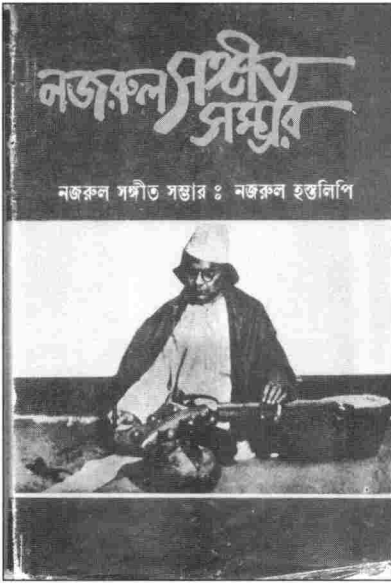
নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ
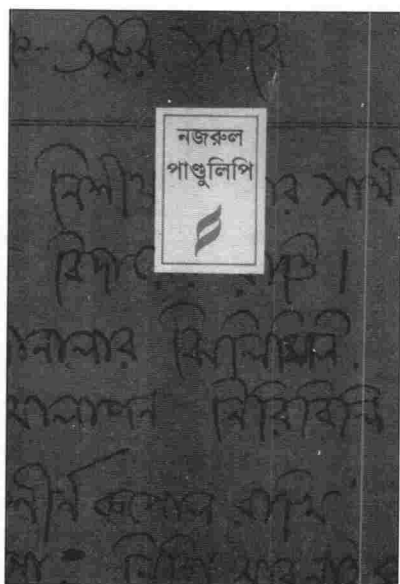
হারানো গানের খাতা

নজরুলের হস্তলিপি সংকলন - গ্রন্থ

গান

অশ্রু বদল করেছিনু মোরা
গিয়াছ ভুলে
স্বপন-মদির ঘুমতী নদীর নিরালা কূলে।
জানে রবি শশী জ্যোতি গ্রহতারা — গিয়াছ ভুলে॥

ভৈরবী — দাদরা

অসুর-বাড়ীর ফেরৎ এমা
শ্বশুরবাড়ীর ফেরৎ নয়।
দশভুজার কিসের পূজো
ভুখরূপে সব জগৎময়॥
নয় গৌরী, নয় এ উমা
মেনকা যার খেত চুমা,
রুদ্রাণী এ, এল ভূমা,
একসাথে এ ভয় অভয়॥
অসুর দানব করল শাসন
এইরূপে মা বারেবার,
রাবণ-বধের বর দিল মা
এই রূপে রাম-অবতারে।
দেবসেনানী পুত্রে লয়ে
যায় এই মা দিগ্বিজয়ে,
সেইরূপে মা'র কর রে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়।

জয়জয়ন্তী মিশ্র – দাদ্‌রা

আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে
দুলে গো আমার দুখের জাগরণে
হুতাশ ভরা বাতাস বহে
কাঁদন ভরা কি কথা কহে
দিনগুলি মোর যায় যে ঝরে ঝরা পাতারি সনে
সুখের যাহারা ছিল গো সাথী গিয়াছে উড়ে
শিয়রে যে বাতী জ্বালিতেছিল গিয়াছে পুড়ে
স্মৃতির মালার ফুল শুকাইয়া
একে একে ঐ পড়িছে ঝরিয়া
বিদায় বেলার শুনি যে বাঁশী ক্ষণে ক্ষণে ॥

কথায় কথায় মিলায়ে মিল
কবি রে তোর ঔষধ কি দিল?
শূন্য হিয়া শূন্য নিখিল –
মিল পেলো প্রাণ ॥

নজরুল ইসলাম

দার্জিলিং
রবিবার – সন্ধ্যা

৪৪১

সাহানা

আজ শেফালির গায়ে হলুদ
উলু দেয় ঝিঁঝি আঙিনায়।
প্রথম প্রণয়-ভীরু কিশোরী
লাজে ওঠে শিহরায়॥

বনভূমি বাসর সাজায় ফুলে আকাশ আর নীরে;
ঝরে শিশির আশীষ-বারি মেঘের ঝারি হাকিয়া॥
বৃষ্টি-ভিজা সবুজ ঘাসের শাড়ি পরে ঝলমল
ননদিনী বৌ কথা কও ডাকে আড়াল থাকিয়া॥
দেখতে এল মেঘ-পরীরা সাদা মেঘের রথে ঐ,
শরৎ-সখীরা মঙ্গল-দীপ জ্বেলে সারা আঙিনায়॥

কীর্ত্তন

আজি প্রথম মাধবী ফুটেছে কুঞ্জে
মাধব এলনা সই।
এই মাধবীর বনমালা কারে দিব
মোর বনমালী কই।।
সারা নিশি জেগে বৃথাই নিরালা
গাঁথিলাম নব মালতীর মালা
অনাদরে হায় সে মালা শুকায়
দেখিয়া কেমনে রই।।

কত আশে গোপী চন্দন ঘসে
লাজ ভুলে সাঁঝ হতে আছি বসে
শুকায়ে যায় সে চন্দন হায়
নন্দদুলাল কই।।
চলিলাম আমি যথা প্রাণ চায়,
প্রভাতে আসিলে মোর শ্যামরায়
বলিস, আঁধারে হারাইয়া, যায়
গেছে রাধা রসময়ী।।

দাদরা ১২৮

আজিকে তনু মনে লেগেছে রং লেগেছে রং।
বহুরি বেশে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং॥
কাননে আলো ছায়া,
নয়নে রঙের মায়া,
দুলে দোদুলি কায়া
পরানে বাজিছে সারং॥
সে রঙের সাগর-কোলে
কত চাঁদ রবি দোলে,
বাজে গগন-তলে
জলদতালে মেঘ-মৃদং॥

For Kamal Gupta

20

"ভাটিয়ালী"

আধো-আধো বোল
লাজে বাধো-বাধো বোলে —
বলো কানে কানে।
যে কথাটি আধো রাতে
মনে লাগায় দোল —
বলো কানে কানে॥
যে কথার কলি সখি আজও ফুটিল না
শরমে মরম-তাতে দোলে আনমনা,
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল —
বলো কানে কানে॥
যে কথা লুকায়ে থাকে লাজ-নত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে
যে কথাটি ধরে রাখে অধরের কোল —
লুকিয়ে রোদনা নিরাশায় ~~বলো কানে কানে॥~~
যে কথাটি বলিতে চাও বেশভূষার ছলে
যে কথা দেয় বাঁশি তব তনু-পানে পানে
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল —
বলো কানে কানে॥

For Acharyamaya

৭

হোরী

আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে
নন্দ-দুলাল খেলে হোরী।
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলিছে রাঙা বিজলি॥
রাঙা মুঠি-ভরা রাঙা আবীর-রেণু
রাঙিল পীতধড়া শিখি-পাখা বেণু
রাঙিল শাড়ি কাঁচলি॥
লচকিয়া নাচে মুচকিয়া হাসে
মারে আবীর পিচকারি,
চাঁদের হাট তোরা দেখে যা রে দেখে যা
রঙে মাতোয়ালা নর নারী।
শিরায় শিরায় সুরার শিহরণ
রাধে অঙ্গে পড়ে ঢলি॥

হোরি — লাউনী

আপনি রঙ্গীলা রাধা
তারে হোরীর রং দিওনা।
ফাগুনের রানী রে শ্যাম
আবীর ফাগে রাঙিয়োনা॥
রাঙা শাড়ীর রাঙা আঁচলে
গালে ফাগের লালী দোলে,
রং সায়রে নেয়ে উঠে
যাচে ঝরে রঙের সোনা॥
অনুরাগ-রাঙা মনে
রঙের খেলা খেলে কেলে,
অন্তরে যার রঙের লীলা
তারে বাহিরের রং লাগিয়োনা॥

আবার কেন আগের মত অমন চোখে চাও।
যে বিরহ গেছি ভুলে, ভুলিতে তারে দাও॥
শান্তি উদাস আমার আকাশ
নাই সেথা আর মেঘের আভাস,
নির্ম্মল সে আকাশ কেন বাদল-মেঘে ছাও॥
বিপুল বিরহ দূরে নিরালায়
একটুখানি পেয়েছি ঠাঁই
নিঠুর, তুমি আবার আগুন জ্বেলোনা সেথাও॥

৬

হোরী — কাফী

আবীর-রাঙা আভীরা নারী সনে
কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরীর মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে
উঠিছে কল-কাকলি॥
শ্যামল তনু হ'ল আবীরে রেঙে
ইন্দ্রধনু-হটা যেন কাজল-মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল চোলি॥

লহ লহ হাসে মুহু মুহু ভাষে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দৌঁড়ে দুহুঁ বিরি মারে পিচকারি
চাঁদমুখে কলঙ্ক লাগে
কুঙ্কুম ফাগের রাগে।
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিমা
ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি॥

হাসির গান

আমরা বাঙালী বাবু।

অস্থি-দন্ত-বিহীন চাকুরী-অধীন আমরা বাঙালীবাবু।
গায়ে খোস, গায়ে ম্যালেরিয়া, বুকে কাসি নিয়ে সদা কাবু॥
ঢিলে ঢোলা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি থুয়ে চলি নিটপিট পায়ে,
আপিসে বসিয়া কলম পিষিয়া ঘরে এসে খাই সাবু॥
রবিবার তবু আছে বলে ভাই—
বাবা বলে চেনে ছেলেপিলে তাই,
নাকে শাঁখ বেঁধে সেদিন ঘুমাই, ঘরে বসে খেলি গ্রাবু॥
হাঁটি টিকটিকি সিল্ক পরিয়া
পরানি পাখীরে রেখেছি ধরিয়া
উই-ঢিবি দেখে উঠি চমকিয়া, ও হয় বুঝি তাঁবু॥
এমপ্লয়মেন্টের লাইন ধরে ধরে
দাঁড়াই আসিয়া আপিসের দোরে
মাহিনা যা পাই তাই দিয়ে খাই কদলী আর সাবু॥
সেলামের ঝুড়ি ফোঁটার এ বোঝা
নামায়ে কোমর হতে দাও সোজা,
পিঠে বাতে হাড়খানা চিরে — বাপপুরে চলে যাবু॥

৩৮

for Kumari Anita Sen Gupta
H.M.V.

আমার আছে অসীম আকাশ,
তোমার আছে ঘর।
তোমার আছে পায়ের তরী
আমার বালুচর।
তোমার আছে কূলের বাসা
আমার অকূল স্রোতে ভাসা,
~~তোমার আছে দখিন হাওয়া~~
~~আমার আছে ঝড়।~~
আমায় ডাকে দূর আলেয়া
তোমায় প্রদীপ-ঘর॥
থাকুক তোমার দখিন হাওয়া
আমার থাকুক ঝড়,
তোমার তরে তরুর ছায়া
আমার তেপান্তর।
তুমি ঘুমাও সুখের কোলে,
আমি ভুলি-যাওয়ার দলে,
হারিয়ে তোমায় মোর ধরণী
হ'ল বিপুলতর॥

আমার আছে এই ক'খানি গান।
তা দিয়ে কি ভরবে তোমার প্রাণ॥
অনেক বেশী তোমার দাবী
শূন্য হাতে তাইত ভাবি
কি দান দিয়ে ভাঙ্গব তোমার
গভীর অভিমান॥

আমার ঋণের বোঝা শ্যামা

রাখলাম তোর পায়ে।

(এবার) তুই দিবি মা ভক্তের দেনা

সকল ঋণ মিটায়ে॥

মাগো সমন হাতে ঘোর মহাজন

ধরতে যদি আসে এমন

তোরই পায়ে পড়ব কাঁদি

ছেলের ঋণের দায়ে॥

ওমা সুদ আসলে এ সংসারে রেখেই চলে দেনা,

এবার ঋণমুক্তির তুই নে মা ভার, রইব তোরই কেনা।

আমি আমার সব দিয়ে ত

আমি তোর পায়ে মা নিবেদি

এমন তুই হলি না জামিন আমার

দেনদার বুঝায়ে॥

আমার ঠনঠনিয়ার চটি।

হায় যাত্রা শুনতে কাহার সাথে গেলি তুই পালটি (রে)॥

হায় মোর শ্রীচরণ-ভরসা গেলি কাহার পায়ে গলে,

তুই দু বছর পায় ছিলি, তোরে জানতাম সতী বলে,

তুই কাহার গোদা চরণ দেখে গেলি শেষে পটি॥

তোরে নিয়ে গেছেন যিনি তাঁর চটি যান ফেলে-

এ চটি ত নয় বাঘ-চটি আছেন বদন মেলে (সদাই)

যেন অষ্টাবক্র বেঁকে গেছেন ঠিক হাঁস-বটী॥

ওরে চামড়া এত লেগেছিল শোনে একটা গরুর

তাঁর পায়ের মাপে মনে হয় সে ওই রাবণের জরুর

এক পায়ে দিয়ে এক পা চলতে তিন পা পিছু হটি॥

চটি কেন তোরে রাখলি কি কানা-দাবা করে,

বুঝি এখন সে চটিতে তোরে ফেলেছে পা ভরে,

শেষে আস্তাকুঁড়ে দেছে ফেলে হয়ত চটি মটি॥

আমি ভাবি এ তাঁর পায়ের জুতো, না তাঁর গায়ের নিমা,

ওরে আমার চটির পাশে ইনি ঠিক যেন দিদিমা

ওরে চটিরে তোর দিদি হলেও চলত জোড়াজুটি॥

তুই চটপটিয়ে আয়রে চলে নয় — ঝাড়ব তোর চাটি॥

For Mrinal

Modern

আমার-দেওয়া ব্যথা ভোলো, ভোলো।
আজ যে যাবার সময় হোলো॥
নিবলে যখন আমার বাতি
আসবে তোমার নূতন সাথী,
আমার কথা তারে বোলো॥
ব্যথা-দেওয়ার ~~[illegible]~~ ব্যথা
জানি আমি, জানে দেবতা।
জানিলেনা কি অভিমান
করেছে হায় আমায় পাষাণ,
দাও যেতে দাও, দুয়ার খোলো॥

—

৭১

গজল

আমার নয়নে নয়ন রাখি
পান করিতে চাও কোন্ হাসি।
আছে এ আঁখিতে উতল আঁখি-জল
মধুর স্মৃতি নাই বেদন-[illegible]॥
ওগো ও শিল্পী, সাজাইয়া মোরে
গড়িতে চাহ কোন মানস-প্রতিমারে।
ওগো রূপপূজারী, কেন এ আরতি
আমাতে আপন-প্রণয়-দেবতারে।
এ দেহ-দেউলে হায় [illegible] নাই
ওগো প্রেমানন্দ ফিরো গো ফিরো॥

আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায় বারে বারে
আমি চিনি তারে চিনি
তার নূপুরে রিনি ঝিনি রিনি ঝিনি
বাজে বনপারে ॥
নিঝুম রাতে ঘুমাই যবে
ডাকে আমায় বেণুর রবে
স্বপন কুমার আসে স্বপন অভিসারে ॥
জল নিতে যাই পথে যখন একেলা
নাম ধরে সে ডাকে
ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায়
বনপথের বাঁকে
বিশ্ব বধূর মনোচোরা
ধরতে সে চায়, দেয়না ধরা
আমি তারি স্বয়ম্বরা
সঁপেছি প্রাণ তারে ॥

To Miss Angurbala (H.M.V.)

১১৪

কাওয়ালী

আমার যাবার সময় হ'ল দাও বিদায়।
মোছ আঁখি দুয়ার খোলো দাও বিদায়॥
ফোটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোর বেলাতে,
আমায় তারা ডাকে সাথে
'আয় রে আয়।'
সজল করুণ নয়ন তোলো, দাও বিদায়॥
অন্ধকারে এসেছিলাম, থাকতে আঁধার যাই চলে,
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলে, চির-কালের না-ই হ'লে।
হ'ল চেনা, হ'ল দেখা
নয়ন-জলে রইল লেখা,
দূর বিরহে ডাকে কেকা বরষায়।
ফাগুন-স্বপন ভোলো ভোলো, দাও বিদায়॥

আমার সুরের ঝর্ণাধারায়
করবে তুমি স্নান।

ওগো বঁধু! কণ্ঠে আমার তাই করে এই গান॥

এবারে বালা
তাই গাঁথি এই গানের মালা।

তোমার উঠবে ভেসে যমুনায়
বইবে উজান॥

K. Gupta

আমার হাতে কালি মুখে কালি।

আমার কালি-মাখা মুখ দেখে মা
পাড়ার লোকে হাসে খালি॥

মোর পড়া লেখা হ'লো না মা
'ম' দেখলেই ডাকি শ্যামায়
'ক' দেখলেই নাচি, কালী বলে
দিয়ে করতালি॥

কালো আঁক দেখে মা ধারাপাতে
ধারা নামে আঁখি-পাতে,
মোর বর্ণ পরিচয় হ'লো না তোর বর্ণ বিনা কালী।

মা তুই যা লিখিস্ বনের পাতায়
সাগর-জলে আকাশ-খাতায়
আমি সে লেখা তো পড়তে পারি
(লোকে) মূর্খ বলে দিলো গালি॥

(মিশ্রভৈরবী)

(তুমি) আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি।
তুমি চাও যদি নিশিদিন তাই
তব নাম ধরি ডাকি॥
হে লীলা-বিলাসী সুন্দরতম
অন্তর-মরু চাহ বুঝি মম
গোপনে করিতে স্নান, তাই বুঝি
অশ্রুবানে সে ঢাকি॥
বিরহ তোমার ছল, কেন নাহি বুঝি,
আমাতে রহিয়া কাঁদাও আমারে,
তবু কেন মরি খুঁজি।
তুমি অন্তরে এলে রাজ-সমারোহে
নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি॥

২

গান

আমি অগ্নি-শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো —
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো॥
মোর দাহন-জ্বালা রবে আমারি বুকে,
তব শিশির-রাতে হব রঙীন আলো॥

হব তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি,
আমি মুছিব প্রাণের তব বিষাদ কালো॥

সয়ে দাহ-দাহ, প্রিয়! করোনা খেলা।
কবে লাগিবে আগুন, হায়, ভাঙিবে খেলা!

শেষে আমার মত কেন মরিবে জ্বলি,
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো॥

মোরে আঁচলে ঢেকে তুমি বাঁচাতে যাবে
আজ তুমিই আবার নিভায়োনা গো॥

২৭-১-৩১
রবিবার সকালে

নজরুল ইসলাম

Dutta

K. Gupta

আমি অলস উদাস আনমনা।
আমি সাঁঝ আকাশে শান্ত নিথর
রঙীন মেঘের আল্পনা॥
অলস যেমন বনের ছায়া
নীড়ের পাখী
যেমন অলস ফুলের মুখে
ভোরের শিশির হিম-কণা॥

নদীর তীরে অলস রাখাল
একেলা বসে রয় যেমন।
তেমনি অলস উদাস আমি
রই বসে রই অকারণ।

যেমন অলস দীঘির জলে
স্থির হয়ে রয় কমল-দলে।
নিঝুম ঘুমে স্বপন সম
অলস আমি কল্পনা॥

আমি উদাসীন, আমি ভুলেছি সবায়।
(হায়) চেনোনা আমায় আর প্রাণের সভায়॥

১০

হাসির গান

আমি কথ্য ভাষা কইতে নারি শুদ্ধ কথা ভিন্ন।
নেহাৎ আমি নিম্ন বলি (চেয়ার) উঁচা বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে কই মোস্বামী।
বনকে বলি বন্য, তাই কানকে কন্য কই আমি।
চাক্ষায় আমি চক্ষু বলি, সাক্ষায় বলি শস্য,
কোটকে বলি কোষ্ঠ আর নাসায় বলি নস্য।
শশারে কই শিষ্য আমি, ভীমারে কই ভীষ্ম,
শিশিরে কই শিষ্টি আর মাসীরে মাহিষ্য।
পুকুররে কই পুষ্করিণী, কুকুররে কই কুক্কু,
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে উড্ডুক্ক।
চড়িলকে কই চণ্ডাল তাই সাড়িলকে কই সাণ্ডাল,
শালারে কই শ্যালক আর ভায়রায় বলি ভাণ্ডালি।
শ্বশুরকে কই শ্বশ্রু আর দাদারে কই দক্ষ,
বামারে কই বক্ষ আর কাকারে কই কক্ষ।
আরো অনেক বাক্য জানি, বুঝলে ভায়া মিন্টু,
ভেবেছ সব শিখে নেবে; বলছিনে আর কিন্টু॥

2nd K Rem
G.

ভৈরব

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি
হ'তাম ময়ূর-পাখা ॥ (সখা হে)
তোমার বাঁকা চূড়ায় শোভা পেতাম
ওগো শ্যামল বাঁকা ॥
আমি হইলে গোপী-চন্দন শ্যাম
অলকা তিলক হ'তাম
ওই চাঁদ-মুখে অলকা তিলক হ'তাম,
ঐ শ্রী অধরেই পরশ পেতাম
হইলে বেণু-শাখা ॥

আমি বৃন্দাবনে বন-কুসুম হ'তাম যদি কালা.
তোমার গলে দুলিতে সাধে পেতাম হয়ে বন-মালা।

আমি নূপুর যদি হ'তাম হরি
কাঁদিতাম শ্রী চরণ ধরি
ধূলি হ'লে রইত বুকে চরণ-চিহ্ন আঁকা ॥

Continued

~~বাবারে কই বব্রু আমি~~

দাদারে কই দদ্রু আমি, বাবারে কই বব্রু,
রামকে বলি রম্ভ্রা আমি, সোমকে বলি সব্রু।
আরো অনেক বাক্য জানি, বুঝলে ভায়া কিছু?
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিছু॥

For Hasan Haldar Bangla Guha

হাসির গান ৩

আমি মূলতানী গাই।

শ্রোতারা বাবুর সব মুখপানে চেয়ে রয়
ধন্য ধন্য বোলে হাঁই॥

জোগাড়ে সুরের দাড়ি সাপটে তান মারি
গমকে ঠমক দিই, মীড়ের মার চটাই॥

বোল-তান খেলি হাড্ডুডু কিৎকিৎ
বাঁটের চাঁটে মেরে সুরে করি চিৎ
তানের শিং দিয়ে বেদম গুঁতাই।

(জুমার) মুখের হাঁ দেখে হিপোপোটেমাস
অ্যালিগেটার কাঁদে ভয় করে বাস
(আমি) যত নাহি গাই তার অধিক বাজাই॥

২২৭
Sm K. C. Burman
(Tune)
শ্যামা সঙ্গীত

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া
বাঁধবি মায়ার ঘোরে।
মোরে কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে
ফেল্‌লি এমন করে॥
ওমা কত জনম করেছি পাপ
কত লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মা তোর নাই কি গো মাপ
ভুলে রবি রে॥
এমনি করে সন্তানে তোর
ফেল্‌লি মা অকূলে,
তোর নাম যে জগন্মাতা
তাও নাই হায় ভুলে।
তাই মা তোর কাছে যদি
তাই কাঁদি দিবস যামিনী,
কবে মুক্ত হব মুক্তকেশী
(তোর) রাঙা চরণ ধরে॥

ইসলামী ধর্ম্ম-সঙ্গীত

আল্লাহ্ আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্ ॥

ফুলে পুছিনু, 'বল বল ওরে ফুল
কোথা পেলি এ সুরভি রূপ এ অতুল?'
'যার রূপে উজালা দুনিয়া' কহে ফুল
সেই আল্লা দিল এ রূপ এই খোশবু —
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥
ওরে কোকিল কে তোরে দিল এ সুর?
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর?
কহে কোকিল পাপিয়া, 'আল্লা গফুর —
তাঁরি নাম গাহি পিউ পিউ কুহু কুহু।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥
ওরে রবি শশী ওরে গ্রহ তারা
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিধারা?
কহে, আমরা তাঁহারি রূপের ইশারা
মুসা বেহোঁশ হ'ল হেরি যে খুবি —
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ ॥ P.T.O.

Continued

যাঁরে খুঁজিয়া আম্বিয়া ফিরে না পায়,
বুলি মনসুর যাঁহার মহিমা গায়,
যাঁর রহমে এসেছি এই দুনিয়ায়,
নাম নিতে নিতে মরি এই আরজু —
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু ॥

পিলু — কার্ফা

উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ-গগনে
এদিকে আমার বিদায়-লগনে ।।
জুঁই-লতা-পাশে চাঁপার শাখে
'বউ কথা কও' পাখী কি ডাকে?
ফুটেছে কি ফুল মালতী বকুল
আমার স্মৃতির কুসুম-বনে ।।
তুলসী-তলায় জ্বলেছে কি দীপ?
পরেছে আকাশ তারকার টীপ?
হারিয়ে-যাওয়া বঁধূ অবেলায়
এল কি ফিরে দেখিতে আমায়?
ঝুরিছে বাঁশী পিলু বাঁরোয়ায়
কেন গো আমার যাবার ক্ষণে ।।

উতল হল শান্ত আকাশ

DEVA-DATTA FILMS

ঊষা এল চুপি চুপি
রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নববধূ সম —

২

গজল

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি আজ
গাইতে এলে গান।
বসন্ত গত মোর আজ পুষ্প-বিহীন-
লতিকা-বিতান॥
এলে কি দানিতে আজ ঝরি চাঁপা
ফুল সমাধি মোর,
নাহি যার চৈতী হাওয়া, বহে গ্রীষ্মের
বৈশাখী তুফান॥
সাজায়ে ফুলের বাসর ছিনু তব পথ চেয়ে,
সে বাসর বাসি হ'ল কেঁদে নিশি
হ'ল অবসান॥
বাজে মোর তোরণ-দ্বারে
খেলা-শেষের বিদায়-বাঁশরী,
ফিরে যাও শেষ অতিথি, দাও যেতে দাও
লয়ে অভিমান॥

গী.

৮৩

মিশ্র — দাদরা

একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনি॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল লয়ে অশনি॥
কেতকী কদম যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেলে চঞ্চলা বালিকা,
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী॥
শাপলা শালুকে সাজাইয়া সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া
অঘ্রানে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনি॥
শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালী গাও মাঝিদের সাথে কীর্তন শোনো রাতে মা
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী॥

একে একে সব মেরেছিস্ জাতটা শুধু ছিল বাকী

৫৪

ভৈরবী – আদ্ধা কাওয়ালী

একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায়।
চলিতে চরন চরনে জড়ায় ॥

জাগেনি চামেলি যূথিকা কুসুম
ভাঙেনি এখনো নার্গিসের ঘুম
গোলাপবালা ঢুলে শিশির-নীর ঢুলে,
বিহগ শাখায় বিহগী ঘুমায় ॥

অভিসার-নিশি এখনই জাগি কোথা
অভিসারিণী চলে মূর্তিমতী ব্যথা,
ভীরু চকিত চোখে করুণ কাতরতা,
রবি না উঠে যেন মিনতি জানায় ॥

এত্না তো করনা স্বামী যব্ প্রাণ তনু সে নিকলে।
গোবিন্দ নাম লেকে তব প্রাণ তনু সে নিকলে॥

মডার্ন

এনেছ রূপের সুধা, তনুর পেয়ালা ভরি'
পিয়াসী আঁখির মম কেমনে বারণ করি ॥
তব মনের লজ্জা টুটে
ওঠে আধ' যে-কমল ফুটে
বসন ভূষণে তাহা ঘিরিতেছ সম্বরি'।
পিয়াসী আঁখির মম কেমনে বারণ করি ॥
তব অন্তর-মধু-নীরব বাহিরে উছলি' যায়—
বল সে কি অপরাধ মম, (যদি) ভ্রমর সে মধু চায়।
জানি হৃদয়ে আমার বাতি—
তুমি কেন জাগ সারা রাতি?
মন-পতঙ্গ মম ঐ চাহে পুড়ে মরি ॥

Kumari Ashrafuzzaman Khanum (Turin)

গজল

এল ঐ পূর্ণশশী চাঁদ ফুল-জাগানো।
বহে বায় বকুল-বনের ঘুম-ভাঙানো॥

সাজিল জাফরানী রং শিউলি ফুলে,
ফুটিল প্রেমের কুঁড়ি পাপড়ি খুলে।
খুশীর আজ আমেজ জাগে মন-রাঙানো॥

চাঁদনী ঝিলমিলায় ঝিলের জলে
আবেশে শাপলা ফুলের মৃণাল টলে।
জাগে ঢেউ দীঘির বুকে দোল-লাগানো॥

এস আজ স্বপন-কুমার নিরিবিলি,
খুলিয়া গোপন প্রাণের ঝিলিমিলি,
এস মোর হতাশ প্রাণের ঘুম-ভাঙানো॥

৫৮

কীর্ত্তন

এস মাধব এসে পিও মধু।
এস মাধবী-লতার কুঞ্জ-বিতানে
মাধবী রাতে এস বঁধু।
মধু-মাধবী রাতে এস বঁধু॥
এস মৃদুল মধুর পা ফেলে
এস ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায়ে
শ্রবণে অমিয়া মধু ঢেলে,
এস বাজায়ে বাঁশরী সে সুর-লহরী
শুনি কুল ভোলে ব্রজবধূ॥
এস নিবিড়-নীরদ-বরণ শ্যাম
নয়ন-কোণে কাজল বুলায়ে
দুলায়ে চাঁচর চিকুর-দাম।
এস বামে হেলায়ে শিখী-পাখা
ত্রিভঙ্গ ঠামে এস বঁধু॥
এস নারায়ণ, এস অবতার!
পার্থ-সারথি বেশে এস পাপ-কুরুক্ষেত্রে আরবার।
রচি মহাভারতের ভাগ্য-বিধান,
গীতা-উদ্‌গাতা নহ শুধু॥

শিশু বিশ্বের দাদু

এস শারদ প্রাতের পথিক
এস শিউলি-বিছানো পথে
এস ধুইয়া চরণ শিশিরে
এস অরুণ কিরণ রথে ॥
দলি' শাপলা শালুক শতদল
এস রাঙায়ে তোমার পদতল,
নীল লাবনী ঝরায়ে ঢলঢল
এস অরণ্য পর্বতে ॥
এস ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে
কেতকী পাতার তরনী,
এস বলাকার ঝরা পালক কুড়ায়ে
গাহ' ছায়াপথ-সরণি।
শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া
এস হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া,
এস ধরনীরে ভালোবাসিয়া
দূর নন্দন-তীর হতে ॥

Fol 30
manikmala

নাচ

ঐ চলে তরুণী গোরী গরবী।

~~চমকে-কবরী উর্মিল তরণী~~
~~চলে [illegible] তরুণী যৌবন গরবী।~~

ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন-পার,
লালসে ঝরে তার পায়ে রাঙা করবী॥
চলে বালা দুলে দুলে,
এলোখোঁপা পড়ে খুলে,
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে
তনুর তার সুরভি॥

নাচের ছন্দে দোদুল
টলে তার চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ-ভুল,
মায়া-লোক-বিহারিণী রতি চলে ছায়া-ছবি॥

For Indumati

ঠুমরী

ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়
নামল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া॥
তমাল-তালের বুকের কাছে
কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে।
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আদুল ঢলঢল কায়া॥
তার ছায়া দোলে অতল কালো
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়
আমলকী বন ঝিমায় ব্যথায়
ধেনায় কাঁদন গগন-সীমায়।
তার বেদনাই তারে দিক
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
আকাশ-জোড়া শুধু তারি
অসীম রোদন বেদন-ছায়া॥

[illegible] ৭/৯/৪২

Ranjit Roy

ও তুই উল্টো বুঝলি রাম।

P.T.O.

continued

বারোয়াঁ মিশ্র — খেমটা

ওকে কলসী ভাসায়ে জলে আনমনে
তীরে বসে কি ভাবে আর ঢেউ গোনে ॥
নিয়ে শিথিল আঁচল ফেলে উতল সমীর
তার অলকা পায়ে ধুয়ে দেয় নদী-নীর
খুলে কবরী জড়ায় হাতের কাঁকনে ॥
সে জল কে আমার দুলে নদী-তীরে
শুধু ওপার পানে চাহে ফিরে ফিরে
খুলে পায়ের নূপুর ফেলে দেয় সে নীরে
আসে ঘরে ফিরে নিয়ে জল নয়নে ॥

পাহাড়ী — কাহার্বা

ওকে দূর উদাসী হায় ডাকে আয় আয়
গোধূলি-বেলায় বাজায়ে বাঁশরী।
তার পাহাড়ী সুরে মোর নয়ন ঝুরে,
মম ভুলি লাজ গৃহকাজ (যাই) পাসরি
তার সুরের মায়ায়
আকাশ ঝিমায়
চাঁদের চোখে তিমির ঘনায়।
তারি বিরহে মরি মোহে
জীবন মরণ গেছে বিসরি॥

ইসলামী ধর্ম-সঙ্গীত

ওগো গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়।
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী পরী লাজ পায়॥

নর নহে নারী ইসলাম 'পরে প্রথম আনে ঈমান,
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান।
পুরুষের সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়॥
নবি নন্দিনী ফাতেমা মোদের সতী নারীদের রানী-
যাঁর ত্যাগ সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে কওসর-পানি,
যাঁর গুণ গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নর নারী আজো গায়॥
রহিমার আজো গাহিছে মহিমা তাপস সতী ক্ষেমা,
নারী নয় যেন মূর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি-সেবা।
মোদের খাওলা জগতের আলো বীরত্বে গরিমায়॥
রাজ্যশাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়
শৌর্যে সাহসে চাঁদ সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়,
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায় জ্ঞানের তপস্যায়॥
মোদের সকিনা, জাহানারা যেন ধৈর্য মূর্তিমতী,
বারো বছরের বালিকা লায়লা ওহাবীর দলপতি,
জয়নব আর আয়েশা জননী অতুল নারী-সভায়॥
যেদিন হেরেমে বন্দিনী হ'ল সহসা আলোর মেয়ে,
মোদের মহিমা সেইদিন হ'তে গিয়াছে আঁধারে ছেয়ে,

৯৪৪

To Kamal Dasgupta (H.M.V.)

আগমনী

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দে রে শঙ্খ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর।
(এস মা, এস মা)॥

মাকে ভুলে ছিলি ওরে
কাঁদিয়ে মায়ে সারা বছর,
আজ বরষ পরে মা কে ডাকো মিলিলি সকলে।
(এস মা, এস মা)॥

মা ছিল না বলে সবাই গেছে পায়ে দলে
মার ছেলেদের যত ও ডেকেছি মা বলে।
মা এসেছে হুঁশ রে তাই
ভয় নাই রে আর ভয় নাই,
মা সঙ্গে এনেছে রে দশ হাতে তাঁর বর।
(এস মা, এস মা)॥

৪৬

ভৈরবী

ওরে ও স্রোতের ফুল!
ভেসে ভেসে হায় এলি অসহায়
কোথায় পথ-ভুল।
কোন যাদু করে কোন্ শিকার
নিঙাড়িয়া নয়নের জ্যোতি কার
কূলের কুসুম অকূল পাথারে
খুঁজিয়া ফিরিস কূল॥
ভবনের স্নেহ নারিল রাখিতে
ঠেলে ফেলে দিল যারে,
সারা ভুবনের স্নেহ কি কখনো
তাহারে বাঁধিতে পারে?
জনিনয় তোর জননীরে ছুঁই
অভিমানী! শিখর চনি ফিরে তুই।
দুলিতেও যদি ঝরিস সেথায়
স্বর্গ সেই অতুল॥

(৫৭)

কথা কও, কও কথা, হে দেবতা!
তুমি ত জান হে স্বামী আমার প্রাণের ব্যথা॥
মোর তরে আজি সকল দুয়ার
হইল বন্ধ, হে প্রভু আমার
তুমি খোলো দ্বার, সহেনা যে আর
সহেনা এ নীরবতা॥
(শুনি অসহায় মোর ক্রন্দন
(গলিবেনা পাষাণের নারায়ণ?
তোলো অভিমান, দাও ফুটাও তোমার
পূজারিনী আশা-[illegible]

Nilima Banerji !

মধুকিরি (ঝাপতাল) ২০

R

রুমঝুমঝুম বাদল-নূপুর বোলে।
শ্যামল-বরণ কে নাচে কে নাচে
গগন-কোলে॥
তার মেঘের আঁচল যেন ঝরে অবিরল
(হায়) শীতল মেঘলা-মতির ধারা জল
কদম ফুলে পীত উত্তরী তার
পূব হাওয়াতে দোলে।
ঝিলিমিলি ঝিলিকে তার বনমালার
আভাস দোলে
বনকুন্তল ঘিরে ছিল শ্যাম মনোহর
তাহারি অনুরাগে
তারে হেরি পাপিয়া "পিয়া পিয়া" গাহে
সাগর কাঁদে, নদীজল বহে,
ময়ূর ময়ূরী বনশবরী নাচে চলে চলে।

মার্চের সুর

কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে উঠিছে গান —
জয় আর্য্যাবর্ত্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান॥
শিরে হিমালয় প্রহরী চাঁদ বন্দে সাগরে যাঁর
শ্যাম বনানী-কুন্তলা রাণী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু ঊষর মরুতে
কখনো শ্যামল লতায় তরুতে
কখনো ঈশানে জলদ মন্দ্রে বাজে মেঘ-বিষাণ॥
সকল জাতি সকল ধর্ম্ম পেয়েছে হেথায় ঠাঁই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা
মার কোলে আজি সন্তান তারা
তাই মার কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান॥
জৈন পার্সী বৌদ্ধ শাক্ত খৃষ্টান বৈষ্ণব
মার মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
যদিও বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে — "আমার স্বদেশ।"
শতদলে মিলি' শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্য দান॥

৭

বেহাগ-খাম্বাজ – দাদ্‌রা

৮

কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ।
জাগালে জোয়ার, ভাঙিলে আমার
সাগর-কূলের বাঁধ॥
তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ডোবাও জাগাও ভুলে-যাওয়া স্মৃতি,
এড়াইতে গিয়ে পরালে জড়ায়ে
তোমার রূপের ফাঁদ॥
চাহিনা তোমায়, তবু তোমারেই
ভাবি বাতায়নে বসি,
আমার নিশীথে তুমিই এনেছ
শুক্লা চতুর্দশী।
সুন্দর তুমি, তবু ভয় মনে –
থাকে কলঙ্ক জ্যোৎস্নার সনে,
মুখোমুখী বসি' কাঁদে তাই বুকে
সাধ আর অবসাদ॥

(Twin) ১৫৭

হাসির গান

কলির রাই কিশোরী কলিকাতাইয়া গোরী
"বেবি অস্টিনে" চড়ি চলিছে সাঁঝে।
ঢাকুরিয়ার লেকে ভিড়িয়া সে সাথে [illegible]
হাঁটে সে এঁকে বেঁকে আধুনিক ছাঁদে॥

প্যাঁকাটির মত ফীগর, ওড়ে বসন ফিনফিনে,
"গোকুল চন্দ্র বিনা" গুন্ গুন্ গুন্ ভাঁজে॥

মুখে তার মাখন খড়ি, চোখে চশমা-খড়খড়ি,
হাতে তার কব্জি-ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্ বাজে॥

ঢলান [illegible] এঁদেরে দেখে পুরুষ হুতো ঢেকে,
বলে, "ও বাবা, একে [illegible] বাঘা যে॥"
"মডার্ন"

কাছে আমার নাই বা এলে
হে বিরহী দূরই ভালো।
নাই কহিলে কথা তুমি,
বলো গানে — সুর ভালো॥

নাই দাঁড়ালে কাছে আসি
দূরে থেকেই বাজিয়ো বাঁশী
চরণ তোমার নাই বা পেলাম
চরণের নূপুর ভালো॥

পরশ তোমার চাইনা প্রিয়
তোমার হাতের আঘাত দিও।

নাচ

কার বাঁশরী বাজে বেণু-কুঞ্জে উদাস সুরে।
সেই সুরে মোর মন উড়ে যায় দূর সুদূরে॥
নাচে সে সুরে কুরঙ্গ
হয় তটিনীর ক্ষীণ তরঙ্গ,
জাগে প্রাণে তারি সঙ্গ
হৃদি জড়ায় তারি নূপুরে॥
সেই সুর-অনুরাগে
নভে উজল ঘন রাগে,
নীপ-শাখে দোলা লাগে
সখি এনে দে সেই বঁধুরে॥

কালো কালিন্দী-সলিল-কান্তি চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যাম রূপে শ্যামল হ'ল সংসার-ব্রজধাম॥

Komal Gupta (H.M.V.)   ভজন   ১০২

কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী।
চিত-কিশোর-আরাধিকা শ্রীমতী॥
কমলা গোলোকে গোপিনী ভূলোকে
গোবিন্দ প্রকৃতি পরমা সতী॥
শ্যাম ভুবন কালো রাই ভুবন আলো
হরি-প্রমোদিনী প্রেম মূরতিমতী॥
ব্রজধাম-বাসিনী লীলা-বিলাসিনী,
শ্যাম নাম সাধিনী বিরহ-আরতী॥
শ্যাম মেঘ-গগনে রাই-বিজলি দোলে,
শ্যাম তরু-কোলে রাই ফুল-আরতি।
লয়ে যাঁহার নাম হরি হন বংশীশ্যাম,
সুর-নর অবিরাম করে যাঁর প্রণতি॥

Miss Harimati (H.M.V.)

কিশোরী! মিলন-বাঁশরী
শোনো বাজায় রহি' রহি' বনের বিরহী
নাচে কিশোরি' চল জলকে
চল জলকে ॥
ওরে বাঁশরী শুনি' কদম কুঞ্জ (জেগে ওঠে).
জেগে ওঠে কুহু কুহু মুহুমুহু.
রস-যমুনা-তীরে হ'ল অধীর রহোসিয়ে.
ওঠারে দুকূল হাওয়ায় তরঙ্গ-দল ওঠে দুলে
চল জলকে ॥
কেন লো চমকে দাঁড়ালি থমকে
পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তমে।
দেখে ওরি কি দেয়া
ডাকিছে কেকা.
হ'ল উতলা মৃগ কি দেখে চলিতে
চল জলকে ॥

৮২

কুড়িয়ে কুসুম ছড়িয়ে ফেলি অভিমানে।
কিসের তরে, কে জানে তা
কে জানে॥
অনাদরে অঞ্জলিতে
জড়াও কেন জীবন দিতে,
ঝরবে যাতে তাও জেনেও
পায়ের পানে॥

ছড়ানো ফুল কুড়িয়ে আবার বসে মালা গাঁথি
চাঁদ বসে একলা জাগে রাতি।

ধারে কেবার সাথে যেতে
চমকে দাঁড়াও কাহার খোঁজে,
পথিক বঁধু কাঁটার রূপে
আঁচল কি টানে॥

৩৭

ভৈরব-সিন্ধু-কার্ফা

কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী।
যে কৃষ্ণনাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর,
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর,
এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার পায়নাকো খুঁজি,
আমি জীবনে মরণে মন সেই নামই ভজি —
কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী।

যাঁর অনন্ত লীলা, যাঁহার অনন্ত রূপলোক,
মধু কৈটভ মুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
যিনি পাণ্ডবের হলেন সখা, সারথি সাজি
এই মন কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারে খুঁজি —
কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী॥

যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়,
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
ফেরে প্রেম-যমুনার তীরে চির-রাধিকায় খুঁজি,
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি —
কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী॥

খাম্বাজ — দাদরা

কে তুমি এলে হেলে দুলে।
অন্তরে গাঙে লহর তুলে॥

তোমার নূপুর চরণ-ছন্দে
ঘর-মন্দির নাচে আনন্দে।
ঝরে ফুলদল বেণীর বন্ধে
মেঘের মাধুরী এলোচুলে॥

আমার গানে আমার সুরে
শুনি আবার তব নূপুরে
বাঁধ তরঙ্গ মেতেছে রঙ্গে
আকুল তনুর দুলে দুলে॥

৪৪

কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশী।
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্বনাশী।।
বন ঢেকে দেয় ডানায় ধরে
সুরের ডানা চরণ পরে,
নীল গগনে আসে ছুটে মেঘের রাশি।।
বিপুল ঢেউ-এর মাঝে দোলায় সাগর দুলে,
বান ডেকে যায় শীর্ণ নদীর কূলে কূলে।।
তোমার দোলায় মহোৎসব
বন্ধু ওগো জাগবে কবে?
ভাঙবে আমার ঘরের বাঁধন কাঁদন হাসি।।

For Kumari Katayani Chatterjee

কে বলে গো তুমি আমার নাই।
তোমার গানে পরশ তব পাই॥
তোমায় আমায় নাই নীরবে
জানাজানি অনুভবে।
তোমার সুরের গভীর রবে
আমারি কথাই॥

হে বিরহী! আমায় বারেবারে
স্মরণ কর সুরের সিন্ধু পারে।

ওগো ওরী! তোমার আমায়
যদি তোমার গান গেয়ে যায়,
উঠবে কাঁদন সুরের সভায়,
চাইনা কাছে তাই॥

ভৈরবী — [illegible]

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
নভে উদিল না চাঁদ, মিটিল না সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রে দীপ নিভিল যবে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
বনের আঁখি-লোর॥

সাঁঝের নয়নে নয়ন রাখি
চাহে শুকতারা নিছনি আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি
কোথা রেখে চিত-চোর॥

Bina chatt[illegible]

ঠুংরী

কেন জল নয়নে
কে হবে জানিয়া বল (কেন জল নয়নে)।
তুমি ত ঘুমায়ে আছ সুখে ফুল-শয়নে॥
১। নিশীথে পাপিয়া পাখী যেমনি ত ওঠে ডাকি,
তেমনি মুছিছে আঁখি বুঝি এ যতনে॥
২। কে শুধায় বল্ তারে চকোরী কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক তরে মেঘ ঝুরে গগনে॥

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
নভে উঠিল না চাঁদ মিটিল না সাধ
ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শেষের দীপ নিভিয়া আসে,
ভোরের বাতাস কাঁদে হুতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে
যেন মোর আঁখি-লোর॥
আমার নয়নে নয়ন রাখি'
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি'
এস এস চিত-চোর॥

(রাগ) দুর্গা — আদ্ধা কাওয়ালী

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া।
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥
এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি,
আমার ভাঙা ঘাটে আমার বাদি-তটে
চাপিতে গেলে ওঠে দুকূল ছাপিয়া॥
নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি' মাখি।
ছলনা করে হাসি অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া॥
গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি — সে আসে ফুল লয়ে!
কী করি রে, জনাবি এ তাহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে জীবন ব্যাপিয়া॥

২৭-১-১৯২৭
দুপুর

কোন্ নামে হায় ডাক্‌ব তোমায়
নাম-না-জানা অ-নামিকা
জলে স্থলে গগন-তলে
তোমার মধুর নাম যে লিখা
গ্রীষ্মে কনক-চাঁপার ফুলে
তোমার নামের আভাস দুলে
ছড়িয়ে যায় বকুল মূলে
তোমারি নাম, হে ক্ষণিকা ॥
বর্ষা বলে, অশ্রু-জলের মানিনী সে বিরহিনী।
আকাশ বলে, তড়িৎ-লতা ধরিত্রী কয় চাতকিনী।
আষাঢ়-মেঘে রাখ্‌ল ঢাকি
নাম যে তোমার কাজল-আঁখি,
শ্রাবণ বলে, যূঁই বেলা কি?
কেকা বলে, মালবিকা ॥
শারদ-প্রাতে কমল-বনে তোমার নামের মধু পিয়ে
বাণী দেবীর বীণার সুরে ভ্রমর বেড়ায় গুনগুনিয়ে।
তোমার নামের মিল মিলিয়ে
ঝিল ওঠে গো ঝিলিমিলিয়ে,
আশ্বিন কয়, তার যে বিয়ে
গায়ে হলুদ শেফালিকা ॥

৪৭

খাম্বাজ - ঠুমরী

কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
দুলালি - চাঁপার ফুলেল শাখে॥
যাহার দরশ লাগি'
একেলা কুটীরে জাগি,
মোর সাথে পাপীয়া কি ডাকিছে তাহাকে॥

চাঁদিনী নিভে যায় আমার চোখে
চাঁদে মনে পড়ে চাঁদের আলোকে।
কুহুস্বর প্রাণে মোর
বাজিতেছে তীর সম,
চাঁদিনী রাতি মম বিষাদ-মেঘে ঢাকে॥

রসিয়া

খুলেছে আজ রঙের দোকান
বৃন্দাবনে হোরীর দিনে।
প্রেম-রঙিলা ব্রজের বালা
যায় গো হেথায় আবীর কিনে॥
আজ গোকুলের রং-মহলায়
রসবিন্দু ঐ রং কিনে যায়,
সন্ধ্যা সকাল রাঙতো না গো
এই হোরীর কুঙ্কুম বিনে॥
রং কিনিতে আসে হেথায়
রবি শশী আকাশ বেয়ে,
এই ফাগুনী ফাগের রাগে
অশোক শিমুল ওঠে রেঙে।
আসে হেথায় রসি-নাগর
এই রঙেরই পথ চিনে॥

For Miss Harimati (H.M.V.)

নাচ

৮২

খেলিছে জল-দেবী সুনীল সাগর-জলে
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে॥
দুল দুল ঊর্মি-নূপুর
স্রোত-নীরে বাজে সুমধুর,
চল-চঞ্চল বাজে কাঁকন কেয়ূর,
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে॥
আনমনে খেলে জল-বালিকা
খুঁজে পায় মুক্তা-মালিকা,
হেরিতে-তারাধারে ধূনী জাগে,
লাজে চাঁদ লুকালো গগন-তলে॥

K. Gupta

ভজন

খেলো না আর আমায় নিয়ে প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেল এবার, ফুরায় খেলার বেলা॥
অন্ধকারের আড়াল হ'তে
লও হে টানি বাহির পথে,
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে
দাও ভাসায়ে ভেলা॥
সবার চেয়ে ভালোবাস আঘাত যারে হানো,
মরণ যারে কর, তারে মরণ-টানে টানো।
চাঁদ যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাও তায় সুখের ছলে,
মালার নামে দাওনা গলে
প্রেমের অবহেলা॥

হোরী — সাদ্রা

গগনে পবনে লাগে ডালিম-ফুলী রং।
নিখিল রাঙিল অপরূপ ঢং ॥

চিত্তে কে নৃত্যে মাতে দোল-লাগানো ছন্দে,
মদির রঙের নেশায় অধীর আনন্দে
নাচিছে সমীরে পুষ্প-দোলন বসন্ত
বাজে মেঘ-মৃদং ॥
প্রাণের গন্ধে কামোদ-নাট সুর
বাজিছে সুমধুর।
দুলে অলকানন্দা রাঙা তরঙ্গে
শিখী কুরঙ্গ নাচে রঙ্গিলা ভ্রূভঙ্গে,
বাজিছে বুকে সুর সারং
কবির সঙ্গে ॥

Twin

দাদ্‌রা

গত রজনীর কথা পড়ে মনে
রজনী-গন্ধার মদির গন্ধে।
এই সে ফুলেরই মোহন মালিকা
জড়ায়েছিল সে কবরী-বন্ধে॥
বাহুর বল্লরী- জড়ায়ে তার গলে
বসেছি তরু-তলে আবেশ-আঁচলে
দুলেছে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে॥

মুখরা "বউ-কথা-কও" ডেকেছে বকুল-ডালে,
লাজে ফুটেছে লালী গোলাপ-কুঁড়ির গালে।
কপোলের কলঙ্ক মোর মেটেনি আজো যে সই
জাগিছে তারি স্মৃতি চাঁদের কপোলে ঐ।
কাঁদিছে নন্দন আজ নিরানন্দে॥

নাচ

গলে টগর-মালা কাদের ডাগর মেয়ে
যেন রূপের সাগর চলে উজান বেয়ে ॥
তার সুঠাম তনু বিনোদ বাহুর পরে
চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ে
ওকি বিজলি-পরী এই দেখি পালাবি
চাঁদ ডুবে যায় লোক তারে নয়ন চেয়ে ॥

যেন রূপ কথার দেশের সে রাজকুমারী
রামধনুর রং ঝরে অঙ্গে তারি
তারি
মদন রতি করে তার আরতি
তারি রূপের মায়া দুলে ভুবন ছেয়ে ॥

কীর্তন

গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
গাও দেহমন সুখ সারি গাও রে ব্রজের নরনারী
গাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
গাও তাঁরি নাম যমুনার বারি
গাও কুহু কেকা বেণু বন-চারী
গাহ রে শ্রীদাম গাহ সুদাম ॥
গাহ রে সজল শ্যামল গগন
কদম্ব-তরু তমাল-কানন
গাহ রে ভ্রমর মাধবী-লতা কৃষ্ণ-প্রেম
শ্রবণ-অভিরাম ॥
গাহলো বিশাখা গাহলো ললিতা
গাহ শ্যাম-দয়িতা চন্দ্রাবলী (শ্যাম নাম)
গাহ লো চন্দ্রাবলী।
তুমি রাধিকায় সকল ব্যথায় ডুবায় তাঁহারে
নাম - কাকলি।
(শ্যাম - নাম কাকলি)।

ওরে গেয়ে যা গেয়ে যা
হয়ে শ্যাম-নামে বিবাগী পথে পথে চলে যা।
ঘনশ্যাম-সলিলে মনো-তরী বেয়ে যা।

Sri Kamal Dasgupta (H.M.V.)

ভজন

গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নাম।
* মহাকাল যে নামের করে প্রাণায়াম।।

যে নামের গুণে কংস-কারার খোলে দ্বার,
বসুদেব সে নামে যমুনা হ'ল পার,
* যে নাম গাহি' হ'ল তীর্থ ব্রজধাম।।

দেবকীর বুকের পাষাণ গলে
সে নাম দোলে যশোদার কোলে।

যে নাম লয়ে কাঁদে রাই কিশোরী,
কুরুক্ষেত্রে যে নামে হ'ল পার্থের জয়ী,
* গোলোকে নারায়ণ ভূলোকে রাধাশ্যাম।।

গজল

গুল্‌বাগিচার বুলবুলি আমি
রঙীন প্রেমের গাই গজল।
অনুরাগের লাল শারাব ঘোরে
চোখে ঝলে ঢলঢল ॥
আমার গানের মদির ছোঁয়ায়
গোলাপ-কুঁড়ির ঘুম টুটে যায়,
সে গান শুনে প্রেম-দীওয়ানা
কবির আঁখি ছলছল ॥
গান শেরাজীর গেলাস হাতে- তন্বী সাকী পড়ে ঢুলে
আমার গানে মিঠাপানির লহর বহে নহর-কূলে,
আনার-কলি ফুটে ওঠে-
নাচে ভ্রমর রং-পাগল ॥
সে সুর শুনে দিশাহারা
ঝিমায় গগন ঝিমায় তারা
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা-
বনের আঁখি হিম-সজল ॥

Angurbala

গজল – দাদরা ১৫

গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ-গগনে
বিবাহের বাঁশী বাজাও আজি বিদায়ের লগনে ॥
নূতন করে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে
সুন্দর লাগে ধরা নিবু নিবু মোর নয়নে ॥

ডেকেছি নিঠুর মরণে এতদিন কেঁদে কেঁদে
আজি যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে ॥

আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে ॥
হইল ধন্য প্রিয়! মরণ-জীর্ণ মম
সুন্দর মৃত্যু এলে বরের বেশে
শেষ জীবনে ॥

বাউল — লোফা

গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায়
একা বাউল আনমনা।
তার সুরে সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলিয়া
যায় সাথে চপল ঝরনা।।
চলে নূপুর-ঘুঙুর পায়
সুর বাজিয়ে একতারায়
তালে তালে হাততালি দেয় সাথে উনমনা।।
শান্ত নদীর কূলে
হঠাৎ জোয়ার উঠে দুলে
বালুচরে চমকে চখা চখির নয়ন খুলে।
ওঠে রেঙে আকাশ-কোল
লাগে শাখায় শাখায় দোল, লাগে দোল
মনের মাঝে এঁকে সে যায় সুরের আলপনা।।

নজরুল

ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি
দেখিতে আসিনি ঘুম।
কেউ জেগে কাঁদে, কারও চোখে নামে
নিঁদালীর মরসুম॥
দেখিতে এলাম হয়ে কুতূহলী
চাঁপা ফুল দিয়ে তৈরী পুতলী।
দেখি শয্যায় শুয়ে হয়ে আছে জ্যোৎস্নার ফুলঝুরি।
(আমি না, ঐ কলঙ্কী চাঁদ নয়নে হেনেছে চুম॥)

রাগ করিয়োনা, অনুরাগ হতে রাগ আরও ভালো লাগে
ইষ্টিকুটুমে কেউ ভোজ চায়, কেউবা শিরণী মাগে।
মনে করো, আমি ফুলের সুবাস,
চোর জ্যোৎস্না, লোলুপ বাতাস,
ইহাদের সাথে চলে যাব প্রাতে
অজানার নিরুদ্দেশ॥

Angurbala

গজল

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধুলায়
জাগায়োনা উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখী ধীরে গাহ গান
দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও॥
এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ঢলঢল,
প্রভাত-রবি শুকায়োনা তায়
ধীর কিরণে তাহার নয়নে চাও॥

সায়লে পথিক ফেলিয়ো চরণ
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন,
তুলিয়া দলোনা ঝরা পাতা গুলি
ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও॥

—

চল্ চল্ চল্ । চল্ চল্ চল্ ॥

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্ রে চল্ রে চল্ ॥
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত·
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

~~চল রে নৌ-জোয়ান, শোন রে পাতিয়া কান~~
~~মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।~~

নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নও-জোয়ান শোন্ রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ রে ভাঙ্ আগল চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্ ॥

নজরুল ইসলাম

Dhiren (হিন্দী) মার্চ ৮৫

চল্‌ চল্‌ চল্‌।
নওজওয়ান্‌ চল্‌
আদ্‌মিয়ত্‌ কি শৌজ্‌ তুম্‌
দরয়া কি হো মৌজ্‌ তুম্‌
কুওত্‌ কে হো ফৌজ্‌ তুম্‌
তুম্‌ হো শক্তি বল্‌।
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥
শ্যাম্‌ কে রাত কা নকীব
সাত দিন্‌ কা আফ্‌তাব ,
জওয়ানে কে তুম হো খাব ,
তুম্‌ হো দীন সাম্বল্‌।
তুম্‌ আলী কে জুল্‌ফিকার , তুম হো নূর তুম হো নার,
জনজীরকে তুম তোড়কর জুল্‌ম্‌ কে আঁচল্‌।
চল্‌ মচাকে শোর জোর জমি রে জোর
উঠ্‌ খড়া হো তন্‌ সাবান গাফ্‌লিয়ত্‌ কো ছোড়্‌।
আরাম কা শিশ্‌ মহল
তোড়্‌ জওয়ান্‌ চল্‌
চল্‌ চল্‌ চল্‌॥

১৮

মার্চের সুর

চল রে চপল তরুণ দল বাঁধন-হারা।
চল ঘরে সবারে চল ভেঙে কারা
জাগায়ে কাননে নব পথের ইশারা॥

প্রাণ-স্রোতের নির্ঝরা
বহায়ে তোরা ওরে চল,
জোয়ার আনি' মরা নদীতে
পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা॥

ডাকে তোরে মায়ার ঘোরে জননী তোর –
'ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়।'
ওরে ভোল ওরে ভোল
তোরা যে ঘর-ছাড়া॥

তাজা প্রাণের মঞ্জরী, দুলায়ে পথে তোরা চল,
বহে কে ভুলি' বৈরী ধূলিতে
তাদের পরাণে দে রে সাড়া॥

~~[illegible]~~ বন-মাদল সঘনে ঘন বাজে
গুরু গুরু
আঁধার ঘরে কে যাবে পড়ে P. T. O.

Continued

—

তোমার দুয়ারে দে রে নাড়া।

নাচ

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে
আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
সয়েছি বুকে নিবিড় সুখে
তোমার যন্ত্রের সূচীর জ্বালা॥
আজিও জাগে স্মৃতির রাগে—
রঙ্গন গোলাপে তাহারই ব্যথা
তব ও গলে দুলিবে বলে দিয়াছি ছুঁলে
কণ্ঠের মালা॥
যদি ও গলে দোলো না ভুলে কেন বিঁধিলে
ফুলের পরান।
অভিমানে হায় মালার প্রায়
ঝরে ঝরে যায় দারুণ নিরালা॥

K. Mallik

৩৯

চন্দ্রমল্লিকা।

চাঁদের দেশের পথ-ভোলা ফুল চন্দ্র-মল্লিকা।
রং-পরীদের সঙ্গিনী তুই অঙ্গে চাঁদের রূপ-শিখা।।
উষার হাওয়ায় আপনি ভুলে তুষার দেশের রঙ্গিনী,
হিমেল দেশের চন্দ্রিকা তুই শীত-শেষের বাসন্তিকা।।

চাঁদের আলো চুরি করে আনলি তুই মুঠি ভরে
দিলাম চন্দ্র-মল্লিকা নাম তাই তোরে আদর করে।
শুভ্রিমা তোর গরব-ভরা
রক্তিমা তোর হৃদয়-হরা,
ফুলের দলে ফুলরানী তুই তোরেই দিলাম জয়টিকা।।

—

নাচ　　　　　১৫

চাঁদের নেশা লেগে　ঢুলে নিশিথিনী।
মদির হাওয়ার তালে নাচে আধো ভাবে ভাবে,
ঝিল্লি-নূপুর পরি' পায়
　　নাচে কানন-বিহারিণী॥

নেশার ঘোর লাগে,
বনে পাপিয়া জাগে,
"চোখ গেল চোখ গেল"
　　গেয়ে ওঠে উল্লাসে।
একেলা বাতায়নে হায়　জাগে বিরহিণী॥

মহুয়া বকুল ফুলে মদির সুবাস ঢালায়,
চাঁদের ঐ সুধা-মদের পেয়ালা ছিটে লাগে কনক-চাঁপায়।
শান্ত হৃদয় মম
ভুলিছে সাগর সম,
এমন রাতে সে কোথায়　সে কোথায়
　　আমি যার অনুরাগিনী॥

Twin নতুন ২১

চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-শিরাজী ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশীথিনী সে শারাব পান ক'রে॥
সবুজ বনের জলসাতে-
তৃণের গালিচা পাতে
উতল হাওয়া বিলায় আতর চাঁপার আতরদানী ভ'রে॥

সাদা মেঘের গোলাব-পাশে
ঝরিছে সোনার-পানি,
রজনী-গন্ধার গেলাসে
রজনী দেয় সুরা আনি'।
কোয়েলিয়া কুহু কুহু
গাহে গজল মুহু মুহু
সুরের নেশা সুরার নেশা
লাগে আজি চরাচরে॥

৬)

ভজন

চির আপনার তুমি হে হরি।
তুমি ভুলো না যদি আমি রই পাশরি॥
আমি ভুলিয়া যদি কভু রহি ঘুমে
তুমি ঘুম ভাঙাও মোর আঁখি চুমে
তুমি আমি এক তরীতে তরি॥
আমার বাঁধন মোচন মাঝে,
হরি হে তোমারও মুকতি রাজে,
তুমি জীবনে আমার আছ প্রাণ ধরি॥

১০

খাম্বাজ — দাদ্‌রা

চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন ঝিনি বীন্ বাজায়ে চলে।
শুনি নদীর নীর জলে জোয়ার উথলে॥

বাজে পায়ে পাঁইজোর ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর,
গাহে পাপিয়া পিয়া পিয়া শুনি সে সুর,
শত পরাণ হতে চায় ও চরণে নূপুর
যদি হতে চায় ছবি তাহার আঁচলে॥

দেখিতে বাহিতে কি নদীতে সে জল নিতে যায়,
ছল ছল বলি তাহার কলসীকে কথা দুলিয়ে যায়,
কাজল-কালো চোখে বিজলি-খেলা খেলিয়ে যায়—
মন-পতঙ্গ হায় ও আঁখির অনলে॥

"ওয়াল্টেয়ার"

স্বদেশের ধূলি

জননী মোর জন্মভূমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা॥

তোমার স্নেহ যায় বয়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে,
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল-পাটি পাতা॥
স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধূলিমাখা পথে,
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইকো তাহা ভূ-ভারতে।
ঊর্ধ্বে আকাশ, নিম্নে সাগর গাহে তোমার জয়-গাথা॥

যদি জগদ্ধাত্রী তুমি, জগতের প্রথম প্রাতে-
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে।
তোমার কোলের লোভে মা গো দেব ফিরে আসেন বিদেশে।

ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে,
তারাই দিল তোর সন্তানে চির-দাসীর তিলক এঁকে।
দেখে শুনে হয় মা মনে, নেইকি বিচার, নেই বিধাতা॥

৬৪
৭ম
নাটক

কোরাস

জয় মীরা জয় গিরিধারি লাল।
আজি এক হয়ে গেল রাধা কিশোর রাখাল॥
অনন্ত লীলা [illegible] লোকে
হেরি যুগে যুগে ধরায় গোলোককে,
অভিমান বিরহ প্রেম মহোৎসব
দেবতা মানুষ হল প্রেমের কাঙাল॥

আসে ধরাধামে লয়ে শত রূপ নাম
ত্রেতায় সীতারাম দ্বাপরে রাধাশ্যাম
কলিতে নদীয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই
যুগল রূপ হেরি দোলে চিরকাল॥

৩৭

Kamal Dasgupta (H.M.V.)

ভজন
(ইমনকল্যাণ - আদ্ধা)

জাগো অমৃত-পিয়াসী চিত, আত্মা অ-নিরুদ্ধ,
কল্যাণ-প্রবুদ্ধ ॥
জাগো শুভ্র জ্ঞান পরম
নব প্রভাত পুষ্প সম
আলোক-স্নান-শুদ্ধ ॥
সকল পাপ কলুষ তাপ দুঃখ গ্লানি ভোলো,
পুন প্রাণ-দীপ-শিখা স্বর্গপানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে, জাগো তিমির-কারারুদ্ধ ॥
ফুলের মত আলোর মত
ফুটিয়া ওঠ হৃদি মম
রূপ রস গন্ধে
অনায়াস আনন্দে
জাগো বন্ধন-বিমুক্ত ॥

জাগো জাগো —
জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে
জাগে ঊষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায়
রবি রাঙা মহিমায়
গাহে প্রভাতপাখী হেরে নিশি পোহালো।
জাগো ঊর্দ্ধে চাহি শিশু স্বপ্ন-আতুর
নব বিস্ময় লোকে জাগো সৃজন বিধুর।
রাঙা গোধূলি-বেলায় এই দীপ্তি হিন্দোলায়
আনো কল্পমায়া নাশো গহন কালো।

মার্চ-সঙ্গীত

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী,
(জাগো জাগো!)
ঐ পোহাল তিমির-রাত্রি ॥
দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্ রণ-ডঙ্কা ঘোষে বোলে-
নাহি শঙ্কা,
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী ॥

অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান,
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান,
আমরা সৃজিয়া যাই নূতন যুগ ভাই,
মোরা নবতম ভারত-বিধাত্রী ॥

সাগরে শঙ্খ ধ্বনি ধ্বনি বাজে-
রণ-প্রাঙ্গণে চলি কুচকাওয়াজে,
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে,
ভারত-রক্ষী মোরা নব যাত্রী ॥

For
K. Mallik

১১

যোগিয়া – একতালা

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ীরূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে মা গো॥
বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই
হৃদয়ে মা তোর আগমনী গাই,
সেই কবে মা আসিলি হেথায়
আর আসিলিনা গো॥
কোটি নয়নের নীল পদ্ম মা *
ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর।
আসিলিনা তুই, এলিনে ধরায়
মা কবে হয় হেন কঠোর।
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি'
আয় মা দশ দিক আলো করি'
দশ হাতে আন কল্যাণ ভরি'
নিশীথ-শেষে ঊষা গো॥

জ্বালিয়ে আবার দাও
আমার নিভিয়ে দেওয়া দীপ।
পরিয়ে আবার দাও
শুভ সীমন্তে মোর টীপ॥
খোলো খোলো রুদ্ধ দ্বার

মম অশ্রু-বরষায়

প্রেম-কদম্ব-আশায়
আবার দুলিয়ে তোলো নীপ॥

For Sachin Das Gupta

Twin : গজল

জ্যোৎস্না হসিত মাধবী নিশি আজ।
পরো পরো প্রিয়া বাসন্তী-রঙা সাজ॥
রাঙা কমল-কলি দিও কর্ণমূলে,
পরো সোনালি চেলি নব সোনাল ফুলে,
স্বর্ণ-লতার পরো সাতনরী হার
আজি উৎসব-রাত, রাখ রাখ গৃহ-কাজ॥

পরো কবরী-মূলে নব আমের মুকুল,
হাতে কাঁকন পরো গেঁথে অতসীর ফুল,
দূরে গাহুক ডাহুক সখি মুখর বিলাপে॥

[বনস্পতির গান]

ভজন

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে
কাঁদিয়া যেন ডাকে।
বেরিয়ে এল তরুণ পাতা
পল্লব-হীন শাখে॥
ক্ষুদ্র আমার শুকনো ডালে
দুঃসাহসের রুদ্র তালে
কচি পাতার নাচন নাচে
ভীষণ ঘূর্ণিপাকে॥
পৃথ্বীর আমার ভয় টুটেছে
গভীর শঙ্খ-রবে।
মন মেতেছে আজ নূতনের
ঝড়ের মহোৎসবে।
কিশলয়ের জয়-পতাকা
অম্বরে আজ মেলল পাখা,
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো
অভয়-মহাশাখে॥

মার্চ্চ্-সঙ্গীত

ঝড় ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান
ঘন বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে
সাজ সাজ রণ-সাজে॥
দিকে দিকে ওঠে গান—
অভিযান অভিযান।
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটাবে মরুতে ফুল-চমন।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল?
কে রবি পড়ে লাজে॥
বহে স্রোত জীবন-নদীর
চল চঞ্চল অধীর,
তায় ভাসিবি কে আয়,
দূর সাগর ডেকে যায়।
হবি মৃত্যু-সাগর পার
সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে॥
পাঁওদল দলে দল চল বলে চল।
মরুতে ফুটাতে পারে ঐ জাগিল
প্রাণ-শতদল।

Continued "ঝড় ঝঞ্ঝার" ---

বিঘ্ন বিপদে করি সহায়
না জানা পথের যাত্রী যায়,
স্থান দিতে হবে যদি সবায়
বিশ্ব-সভা-মাঝে ||

৫১

আশাবরী মিশ্র — দাদ্‌রা

ঝর্‌ল যে ফুল ফোটার আগেই
তারি তরে কাঁদি হায়।
মুকুলে যার মুখের হাসি
চোখের জলে নিভে যায়॥
হায় যে বুলবুল গুল-বাগিচায়
গোলাপ-কুঁড়ির গাইত গান
আকুল ঝড়ে আজ সে পড়ে
পথের ধূলায় মূরছায়॥
সুখ নদীর উপকূলে
বাঁধিল যে সোনার ঘর
আজ কাঁদে সে গৃহহারা
বালুচরে নিরাশায়॥
যাবার যারা যায়না তারা,
থাকে কাঁটা ঝরে ফুল,
শুকায় নদী মরুর বুকে
প্রভাত-আলো মেঘে ছায়॥

৮০

Kumari Binapani Debi (Twin)

দেশ মিশ্র — তেতালা

ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু।
জাগি একা ভয়ে
নিঁদ নাহি আসে,
ভীরু হিয়া কাঁপে দুরু দুরু॥

দামিনী ঝলকে, ঝনকে ঘোর গগন,
ঝরে ঝরঝর নীল ঘন।
ঝিঁ ঝিঁ দূরে কেঁদে ফেরে ঝিল্লী মেলে
মেঘ-পারে ঘন বাজে ডম্রু॥

অতন্দ্র তিমিরে বাদলের বায়
জীর্ণ কুটীরে জাগি দীপ নিভায়ে,
দূরে দেয়া ডাকে গুরু গুরু॥

৪০

সিন্ধু-মিশ্র – দাদ্‌রা

ক্ষীণ তনু যৌবন-ভার বইতে নারে
ধীরে চলে গোরী ধীরে ধীরে ॥

টলে চিকন কাঁখে ভরা গাগরি
ভরে তায় ঘাগরি,
দেহ টুটে না যায় দেখ নাগরি।
নীল চেলি ভিজিয়া না যায় নীরে ॥

কঠিন ধরা হানে বেদনা কোমল পায়,
ঘুঙুরে দিল বাধা বস এ বকুল হায়,
'না' বলি মুরছিয়া হেলো না ফিরে ফিরে ॥

দাঁড়াও ওগো পথিক বহিতে দেই ভার তব
যদি চাহ গো সখি ভার তব আমি লব
দাও আমারে ঠাঁই তব ঐ তনুর তীরে ॥

৪৭

গজল

ঢলঢল তব নয়ন-কমল
কাজল তোমারেই সাজে।
শোভে তোমারেই চাঁদের হাসি
হিঙুল অধর-মাঝে।।
ফিরোজা রং সাড়ি চাঁপা রঙের তব
মিলেছে আসিয়া ঊষা ও সাঁঝে।।

For Kumari Uma Roy — কীর্তন

তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায়
শরণ দিও হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে গ্লানি ঘুচায়ে শ্রান্তি
শান্তি-বিছানায় দিও (প্রাণে)॥
বরণের ডালা সাজায়ে হে স্বামী
সারাটি জীবন চেয়ে আছি আমি
তুমি নিমেষের তরে মোর দ্বারে থামি'
সে ডালা চরণে নিও॥
তারপর যাবে মোর চির সাথী-
আকুল আঁখির অনন্ত রাতি
ফোটে নাই যদি নিভে যায় বাতি
তুমি এসে নিভাইও॥
যে যাহা [illegible] চেয়েছে পেয়েছে কে কবে
আশা মরে যায় নিরাশে নীরবে
আঘাত বেদনা [illegible] বঁধু সব স'বে
একবার দেখা দিও (শুধু)॥

For
Parul Sen
(H. M. V.)

তব মাধবী-লীলায় কর মোরে সঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী।
তব সোহাগে হব রঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥
মোরে জাগাবে, আলো
তব বাসরে আলো,
মোরে নূপুর করি বাঁধি চরণ জড়ি-
নাচে তোমার সভায় যে কুরঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥
তব সুর-প্রত্যাশা মোরে ডাকে গো ডাকে
হে বন-লক্ষ্মী,
তব রঙের স্বপন মোর নয়নে মাখে
হে বন-লক্ষ্মী।
তব রূপের দেশে
নব বরণ-বেশে
যেন ফিরে নাহি যাই দখিন-প্রসাদ পাই,
হব কোলে তব হেরি ভুজঙ্গী
হে বন-লক্ষ্মী॥

৭২

সিন্ধু-মিশ্র — কাহার্বা

তব যাবার বেলা বলে যাও মনের কথা।
কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা॥

কেন এনেছিলে ফুল আঁচলে দিতে কাহারে,
কেন মলিন হইয়া ছড়ালে সে ফুল অযথা।

পরি খয়েরী সাড়ি আসিলে সাঁঝের আঁধারে,
ও কি ভুল সখি ভুল, নয়নের ও বিহ্বলতা॥

তুমি পুতুল লয়ে খেলেছ বালিকা-বেলায়,
বুঝি আমারে লয়ে তেমনি খেলিলে খেলা।

তব নয়নের জল সে কি ছল জানাইয়া যাও,
এই ভুল ভেঙে যাও সহেনা এ নীরবতা॥

=

(সিন্ধুকাফি মিশ্র) ঠুংরী — আদ্ধা কাওয়ালী

— । —

তরুণ তমাল-বরণ এস শ্যামল আমার।
ঘন শ্যাম তুমি লুকায়ে মেঘ-দলে
এস দুয়ারে আঁধার ॥
তপ্ত গগনে ঘনায়ে ঘন দেয়া
ফুটায়ে কদম কেয়া,
আমার নয়ন-যমুনায় এস জাগায়ে জোয়ার।
কাঁদে নিশীথিনী তিমির-কুন্তলা
আমারি মত সে উতলা,
এস তরুণ দুরন্ত ভাঙি হৃদয়-দুয়ার ॥

—

৩৫

তিমির বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ-মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল নিখিল পাগল-
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়
বসুধা-যশোদার স্নেহ-ধার উথলায়
কাল-রাখাল নাচে থৈ থৈ॥
বিশ্ব ভরি ওঠে স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী মাঝে এল অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন,
কারার মাঝে এল বন্দী-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ আসিল অনাগত
জাগিয়া ব্যথা-হত ডাকে, মাভৈঃ॥

ভজন

তুমি দিয়াছ দুঃখ শোক বেদনা,
হে শ্যাম তোমারি দান।
তুমি ভালোবাসো যারে কাঁদাও তাহারে
এমনি হে নিঠুর মন।।
তোমারি দান।।
তুমি কাঁদায়েছ বসুদেব দেবকীরে
নন্দ যশোদা ব্রজের গোপীরে,
কাঁদাইলে তুমি শত শ্রীমতীরে
হে নিরদয়।
তোমারি দান।
তোমারে চাহিয়া কোটি নয়নের
বিরহ-অশ্রু ঝুরে
ধরণী যে আজ ডুবুডুবু শ্যাম
সাগর-সলিলে ঘুরে।
ভক্তে কাঁদাও হে ব্যথা-বিলাসী
যুগে যুগে আসি বাজাইলে বাঁশী
তবু এ পরান তোমারি পিয়াসী
মানে না ভয়।।
তোমারি দান।।

সিন্ধু খাম্বাজ কার্ফা

তুমি নন্দন পথ-ভোলা
মন্দাকিনী ধারা উতরোলা ॥
তোমার প্রাণের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে মধু উঠিল জেগে
দোলন চাঁপাতে লাগে দোলা ॥
তোমারে হেরিয়া পুলকে ওঠে ডাকি
বকুল-বনের ঘুম-হারা পাখী
ধরার চাঁদ তুমি চির-উতলা ॥

তুমি পালিয়ে যাবে গো
যদি দ্বার খুলে আর রাখবনা।
জানবে সবে গো
নাম ধরে আর ডাকবনা॥
এবার পূজার প্রদীপ হায়
জ্বলবে [illegible] দেবালয়ে,
জ্বালিয়ে যাবে গো
আর আঁচল দিয়ে ঢাকবনা॥
হার মেনেছি গো
হার দিয়ে আর বাঁধবনা।
দান এনেছি গো
প্রাণ চেয়ে আর কাঁদবনা।
আমার তোমায় বন্দী করে
রাখবে আমার ঠাকুর-ঘরে,
যদি রইবে কাছে গো
আর অন্তরালে থাকবনা॥

Kamala Hazra

গ্রাম্য (কৌতুক)

তুমি পীরিতি কি কর হে শ্যাম
তৈল মেখে গায়।
তাই ধরতে গেলে হাত পিছলে
যাও হে পালায়॥
ননী চুরি করে করে হাত পাকিয়ে শ্যাম
নারীর মন চুরি ক'রে বেড়াও অবিরাম,
~~শ্যাম তোমার তরে ঘরে ঘরে সতীর নিন্দ জাগে~~
~~হায় সতীর নিন্দ জাগে॥~~
তাই রাই দিয়েছে নূপুরেরই বেড়ী বেঁধে পায়॥
তুমি দিনের বেলা চরাও ধেনু, ভ্রমর রাতে
আর ফুলবধূর রইলনা কুল এলে মধুরাতে।
শ্যাম তোমার তরে ঘরে ঘরে সতীর নিন্দ গায়,
হায় সতীর নিন্দ গায়॥
তোমার হাতের বাঁশী রাতের বেলা সিঁদ কাটিতে হয়,
তোমার চুরি কে ধরিবে হে চোর মহাশয়।
বাঁধ আমার ঘরে বন্দী হয়ে রইবে চুরির দায়॥

R

৩৫

(H.M.V.)

তুমি যখন এসেছিলে
তখন আমার ঘুম ভাঙেনি।
মালা যখন চেয়েছিলে
বনে তখন ফুল জাগেনি॥
আমার সকাল আঁধার কালো
তোমার তখন রাত পোহালো.
তুমি এলে তরুণ আলো
আমার তখন মন রাঙেনি॥
রুদ্ধ ছিল মোর বাতায়ন
পূর্ণশশী এলে যবে.
আঁধার রাতে একলা জাগি
হে চাঁদ, আবার [illegible] কবে!
আজকে আমার ঘুম টুটেছে
বনে আমার ফুল ফুটেছে,
ফেলে-যাওয়া তোমার মালায়
বেঁধেছি মোর বিনোদ বেণী॥

A. Karim
R
1/-

ইসলামী

তুমি রহিমুর রহমান আমি গুনাহ্গার বান্দা।
হাত ধরে মোর পথ দেখাও, হায় আল্লাহ্
আমি অন্ধ॥
(মোর) সারা জীবন গেল কেটে
পাঁচ দুশমনই বেগার খেটে,
(এখন) শেষের বেলা ঘুচাও আল্লা
এই দুনিয়ার ধান্দা॥
(আল্লা!) আমি তোমার বনের পাখী,
কেন আমায় ধরে
রাখলে মায়ার শিকল বেঁধে
এই দেহ-পিঞ্জরে।
বসে একের কাঁদি খুলি
আল্লা তোমায় গেছি ভুলি
(এবার) শিকল কেটে কাছে ডাকো
তোমার করি নাও বান্দা॥

২৩৮

ভজন

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরই ভার।
আজকে যে চিত্ত আমি বইতে নারি আর ॥
একা বইতে নারি আর ॥
সংসারের তরে খেটে
জনম আমার গেল কেটে,
তবু আজও ঘুচল না হায়
আঁধারই হল সার।
শুধু আঁধারই হল সার॥
বিফল যখন হইলাম, গেল সবার কাছ হতে,
তখন তোমায় পড়ল মনে, হে অনাথের নাথ!
আজকে হতে ত্রিভুবন তো
(এবার) তোমার ভার বয়ে নিয়ে,
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে মায়াময়
তোমারি সংসার॥

Kumari Gita Bose

তোমায় ফেলে এসেছিলাম
সুদূর ভাটীর দেশে।
কে জানিত, আসবে আবার
উজান স্রোতে ভেসে॥
যে মণিহার অবহেলায়
হারিয়েছিলাম দুখের খেয়ায়
সে হার কেন আবার গলায়
জড়ায় বেলা-শেষে॥
আর মোর না শাখায়, যে ফুল
ধূলায় পড়ে খসে।
তবু যেন কিসের আশায়
ফুলে হিয়ায় বসে।
বহুদিনের ধূলি মেখে
ছিল যে স্মৃতি ঢেকে,
সেই বেদনা ভোলেনে কে
থাকত ভালোবেসে॥

For Narayan Bose (Twin)

ওরা ২৭

তোমার আঘাত শুধু দেখল ওরা.

দেখলনাকো তোমাকে।

দেখলনা হে করুণাময় তোমার স্নেহ

আছে ঐ আঘাতে॥

ওরা একটু কিছু যদি হারায়

কোন সময় কেঁদে ভাসায়.

ক্ষতি শুধু দেখল ওরা দেখলনাকো তোমাকে॥

মায়ের মারকে ভয় করেনা মাকে ভালোবাসে যে.

সেই সে মায়ের স্বরূপ চিনে শাসন দেখে হাসে সে।

দুঃখ দেওয়ার দারুণ দুখে

কাঁদে তোমার হিয়ার বুকে

(ওরা দেখল না তা দেখল না)

ওরা দেখলনা ভৈরবের পাশে

সুন্দরী উমাকে॥

১৬৭

Nishirani

Sengupta

তোমার দেওয়া ব্যথা সে যে তোমার হাতের দান।
তাইত সে দান মাথায় তুলে নিলাম, হে পাষাণ॥
তুমি কাঁদাও তাইত বঁধু
বিরহ মোর হ'ল মধু,
সে যে আমার গলার মালা, তোমার অপমান॥

(আমি) বেদী-মূলে কাঁদি, তুমি পাষাণ অবিচল,
জানি হে নাথ, সে যে তোমার পূজা নেওয়ার ছল।
তোমায় দেখাবার মোরে
রাখলে পূজারিণী করে
সেই আনন্দে ভুলেছি নাথ সকল অভিমান॥

তোমার ফুল-ফোটানো সুর
তোমার মন-কাঁদানো গান।
তোমার বাণী ব্যথাতুর
আমার উদাস করে প্রাণ॥
তুমি মন্দ-গতি ধীর
তব ছন্দে গভীর
বঁধু যমুনার উজান।
তব আঁখি সকরুণ সদা উদাস ছলছল
তোমার আনমনা মন আমার চোখে আনে জল।

Dhanapati Sanyal

আশাবরী — দাদ্‌রা

তোমার ফুলের মত মন।
ফুলের মত সইতে নারে একটু অযতন ॥
ভুল করে এই কঠিন ধরায়
তুমি কেন আসিলে হায়,
একটী রাতের তরে হেথায়
ফুলের জীবন ॥

আদর করে তুলবে তোমায়
গাঁথবে মালা পরবে গলায়
ফেলে দেবে পায়ের ধূলায়
মিটলে প্রয়োজন ॥

২১

ইসলামী ধর্ম্মসঙ্গীত

— • —

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা করো হজরত্।
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমার দেখানো পথ॥

বিলাস বিভব দলিয়াছ পায়ে ধূলি সম তুমি প্রভু,
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা নওয়াব কভু।
এই ধরণীর ধন সম্ভার —
সকলের তাহে সম অধিকার,
তুমি বলেছিলে, ধরণীতে সবে সমান পুত্রবৎ॥

তোমার ধর্ম্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন ধর্ম্মীর পূজা-মন্দির
ভাঙিতে আদেশ দাওনি হে বীর,
আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনাকো পরমত্॥

তুমি চাহ নাই ধর্ম্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্ম্মান্ধতা,
বেহেশ্ত্ হতে ঝরেনাকো আর তাই তব রহমত্॥

—

২৭

তোমার বুকের ফুল-দানীতে ফুল হব বঁধু আমি।
শুকাও যদি শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থামি ॥
ঐ নয়নের জ্যোতি হব, টিপ হব ঐ কপোলে।
দুলব মণি-মালা হয়ে ঐ গলে দিবস যামী ॥
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো, দীপ হব মিলন-রাতে,
তোমার প্রেমের সিংহাসনে রাণী হব রাজা মোর,
চরণ-তলের দাসী [illegible] জীবন-স্বামী ॥

আঁখির স্বপন হব, জল হব নয়ন-পাতে।

Mrinal
(H.M.V.)

তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাত কভু।
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই ত কাঁদি প্রভু॥
সিন্ধুর জল পাহাড় - চূড়ে
মেঘ হয়ে যায় আবার উড়ে
নদী হয়ে যায় ত ফিরে
বুঝিনাক তবু।
বুঝেও বুঝিনাক তবু॥

For Nitai Ghatak

তোমার হাতের সোনার রাখী
আমার হাতে পরালে।
আমার বিজন বনের কুসুম
তোমার পায়ে ঝরালে॥
খুঁজেছি তোমায় তারার চোখে
কত সে গ্রহে কত সে লোকে,
আজ কি তৃষিত মরুর আকাশ
বাদল-মেঘে ভরালে॥
দূর অভিমানের স্মৃতি কাঁদায় কেন আজি
মিলন-বাঁশী সহসা ওঠে উদাসী বাজি।
হেনেছ হেলা, দিয়েছ ব্যথা,
মনে কেন আজ পড়ে সে কথা,
মরণ-বেলায় কেন এ লীলায়
মালার মতন জড়ালে॥

তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢেকে রাখে ও রূপ কোটি চন্দ্র ও তপন॥

জৌনপুরী — [illegible]

থেকোনা আর দূরের প্রিয়া
থাকিতে দাও নিরালা।
বিদায়-বেলায় কি হবে আর
এনে সুখের পিয়ালা॥
সুখের দেশের পাখী তুমি
কেন এলে এ বনে,
আজো এ বনে জাগে শুধু
কাঁটার স্মৃতির জ্বালা॥
মরুর বুকে যে মেঘ তৃষায়
ভাবনা হয় মেঘ-পরী,
মিটিবে না আমার তৃষা
ঐ চোখের জলে বালা॥
[illegible] তুমি
প্রাণের আমি আলেয়া,
[illegible] আমি
ফিরিয়ে নাও এই [illegible]॥

mrinal (H.M.V.)

দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা।
মৃদু মাধবী সুরে চৈত্র পূর্ণিমা রাতে
বাজো বেণুকা॥
(বাজো) শীর্ণ স্রোত নদী-তীরে
ঘুম যবে নামে বন ঘিরে,
(যবে) ঝরে এলোমেলো বায়ু ধীরে
ফুল-রেণুকা।
বাজো বেণুকা।
মৃদু-মালতী বেলা-
বনে দোলাও দোলা।
স্বপন মায়া জাগাও মদিরা-মেলা।

মন যবে রহে না ঘরে
বিরহ-শোকে সে বিহরে,
যবে বিরলায় বালুচরে
ওড়ে বালুকা।
বাজো বেণুকা॥

হাসির গান

দু পেয়ে জীব ছিল গদাই বিবাহ না করে।
কুক্ষণে তার বিয়ে দিয়ে দিল সবাই ধরে॥

আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত,
হালকা দু খান পা নিয়ে সে নাচত কুঁদত ঘুরত,

বিয়ের পরেই গদাই
দেখলে, সে আর উড়তে নারে, ভারী ঠেকে সদাই!
এ্যাডিশনাল দুখানা ঠ্যাং বেড়ায় পিছে নড়ে॥

তার ঠ্যাং দুখানা মোটা আর বৌর দুখানা সরু,
ছোটবড় চারখানা ঠ্যাং ঠিক যেন ক্যাঙারু!
ধরে নরে জরু
দেখলে গদাই মানুষ সে নাই, হয়ে গেছে গরু!
দড়বড়াত রেসের ঘোড়া, এখন সে নড়বড়ে॥

আপিসে সে আদবুদ্ধি হয়না, ধরে দি বইয়ে
পারবেনা! গড়গড়িয়ে দু চারখান করে!
বৌ শোনেনা মানা
হচ্ছে হয়ে করছে আসে, মা ষষ্ঠীর ছানা! P.T.O

Continued

দেখে শুনে হতাশ হয়ে গদাই থাকে পড়ে।

মানুষ থেকে চারপেয়ে জীব, তারপর দু পেয়ে মাছি
আটপেয়ে মাকড়ে তার পরে, গদাই বলে, পেচি!
কেন্নোর জন্যে গদাই
ছুঁলেই এখন জড়সড়, জবড়জং সদাই!
বিয়ে করে মানুষ কি এই কেলেঙ্কারির তরে॥

১৮
For Suprabhati

নজরুল

দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে
আজ শরতের ভোর-হাওয়ায়।
শিশির-ভেজা শিউলি ফুলের
গন্ধে কেন কান্না পায়॥
সন্ধ্যাবেলার পাখীর সম
মন উড়ে যায় নীড়-পানে,
নয়ন-জলের মালা গাঁথে
বিরহিনী একলা হায়॥
~~অশ্রু-নদীর বালুচরে জাগে হাসি কাশের ফুল~~,
কোন্ সুদূরে নওবতে কার বাজে সানাই যোগিয়ায়॥
উদাসমনি উঠেছে মন [illegible] শিশির-প্রায়॥
ফেরেনি আজ ঘরে কি সে, ঘরে যে আর ফিরবেনা
কেঁদে কেঁদে তারেই যেন ডাকে বাঁশী ফিরে আয়॥

For Indubala

গজল

দূর বনান্তের পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি ঘুমঘোরে
আসিলি হায়।
হায় আনন্দের কুঞ্জে যে তুই, শুধু তোর চোখে কেন জল
কি ব্যথায়॥
কোথায় দিই ঠাঁই তোরে ভীরু পাখী
বেদনায় আমারো আঁখি,
এ মরুতে নাই তরু নাই তোর তৃষার তরে জল
[illegible]॥
নিকুঞ্জে কার গাহিতে গেলি গান
ঝিঁঝিঁ বুক কণ্ঠে
হায় পুড়িয়া বৈশাখে এলি ভিজিতে
অশ্রুর এ বরষায়॥

দেবতা কোথায়, স্বর্গের পানে চাহি অসহায়
কাঁদি বৃথাই।
নাই সমব্যথী, নাই বিশ্রাম, মন্দিরে নাই
তীর্থ নাই।।
কংস-কারায় পাষাণ-পুরীতে
বন্দীর সাথে দেখেছি ঝুরিতে,
ওরে চল্ সবে সেই তীর্থ-ভূমিতে
সেথা গিয়ে মোরা কেঁদে লুটাই।

দুয়ারে যে শিশু নারায়ণ
দেবতা জাগাতে আরো মলিন
আরো অসহায় দীন চাই।।

দেশ-প্রিয়ের তিরোভাবে

(পাহাড়ী মিশ্র – একতালা)

"দেশ-প্রিয় নাই" শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি।
আকাশে সবাই হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী॥

মায়ের লাগিয়া প্রাণ দিয়া বলে - যাঁরি কোলে মাথা রাখি'
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী; জাগায়োনা তারে ডাকি।
দেশের লাগিয়া দিয়াছে সকল, দেখনি নিজেরে ফাঁকি
তাঁহারি শুভ্র শান্ত হাসিটী অধরে রয়েছে লাগি॥

স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান -
মায়ের চরণে দিয়াছে সে বীর অকাতরে বলিদান,
রাজ-ভিখারীর ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
সেই অঞ্জলি দিল তাই দিয়ে দানবীর বৈরাগী॥

আপনার ঘরে আপনি থাকিতে প্রিয় স্বজনের পাশে
কাটালি জীবন বন্ধু ভেবে বন্দী প্রাচীর-পাশে।
আজি সে মুক্ত, তিনি নিয়েছি ঊর্ধ্বে দাঁড়ায়ে হাসে,
বন্ধন হ'ল বন্দির মুক্তি হায় তার দৌড় লাগি'॥

P.T.O.

Continued

দেশবন্ধুর পার্শ্বে জ্বলিছে দেশপ্রিয়ের চিতা,
ক'দিন পরে [illegible] ফিরিয়া এসেছে দুঃখের সাথী মিতা।
বহিছে অশ্রু-গঙ্গা, জ্বলিছে শোকের দীপান্বিতা,
নিভে যাবে চিতা, র'বে যবে তুমি চিরদিন বুকে গাঁথা!

এক যতীন্দ্র কোটি পরাণে ছড়ায়ে পড়েছে আজি,
জনসমুদ্র-কল্লোলে তাঁরি শঙ্খ উঠিছে বাজি।
হে বীর, তোমার সাধ অপূর্ণ
মোরা যেন তারি করিগো পূর্ণ,
মৃত্যু-তীর্থ হ'তে এসো পুনঃ সমর-জীবন-সাথী!!

R -- 31-1-40

10

দোলন-চাঁপা বনে দোলে
দোল্-পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে।
শ্যাম পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা
লতার দোলনাতে॥
যেন দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি'
আরতির মৃদু-জ্যোতি প্রদীপ-কলি
যেন দোলে দেউল-আঙিনাতে॥
বন-দেবীর ও কি রাজাসনে চামর
চৈতী সমীরণে দোলে।
রাতের সলাজ আঁখি-তারা
যেন তিমির-আঁচলে (দোলে)।
ও যেন স্মৃতি-ভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে প্রেয়সীর খোঁপার আনন্দ
ও কি রে চুরি-করা শ্যামের নূপুর
চন্দ্রাবলীর মোহন হাতে॥

২০

ইস্‌লামী ধর্ম্মসংগীত

ধর্ম্মের নামে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী আনিয়া মোরাই বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি॥

পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যারা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তি-ধারা,
উচ্চ নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি' —
আমরা সেই সে জাতি॥

কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিকো ইস্‌লাম,
সত্য যে চায়, আল্লায় মানে, মুসলিম তারি নাম।
আমীর ফকীরে ভেদ নাই, সবে ভাই, সব একজামাতী —
আমরা সেই সে জাতি॥

নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর সম অধিকার,
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার,
আঁধার রাতের বোরকা উতারি' এনেছি আলোর ভাতি —
আমরা সেই সে জাতি॥

For Miss Satyabala

১১০

সারং — দাদরা

ধীর চরণে নীর ভরণে
চলে তন্বী নাগরী।
চরণ-ছন্দে নাচে আনন্দে
বাহুর বন্ধে গাগরী॥
হেরি' তাহার অঙ্গভঙ্গ
উছল হংস নদী-তরঙ্গ
পাগল বায়ু করিছে রঙ্গ
উড়ায়ে ওড়না ঘাঘরী॥
বিজন পথ মুখর করি'
যায় কি রাঙা সন্ধ্যা-পরী,
এল সহসা সাগর তরি'
দূর নীল-কোনাগরী॥

Nilima Banerji   মিশ্র ~~[illegible]~~ (খাম্বাজ)   19

~~[illegible]~~ নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে।
কে এলে গো কে এলে গো চপল পায়ে॥

R

ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল-আঁখি
উঠল ডাকি' বনের পাখী উঠল ডাকি'।
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না মাখি'
সোনার-আঁচল দোল দুলায়ে॥

শুনালি তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি দিয়ে-
পাতার দোলে, সকাল ওঠে ঝিলিমিলিয়ে।
পিয়াল-বনে উঠল বাজি তোমার বেণু
ছড়ায় পথে পুষ্প-চূড়ার অরুণ-রেণু।
ময়ূর-পাখায় বুলিয়ে চোখে
কে দিলে গো ঘুম ভাঙায়ে॥

১৭

কীর্তন

নন্দকুমার বিনে সই নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি' গোকুলের অশ্রুবারি॥

শীতল জানিয়া মেঘ-বরন শ্যামের শরন লইলাম সই
তৃষিত চাতকী-প্রাণে মরি সখি
বিরহ-দাহনে ভস্ম হই।
শীতল মেঘে অশনি থাকে,
কে জানিত সখি, সজল কাজল শীতল মেঘে অশনি থাকে।

ব্রজে বাজেনাকো বেণু আর চরেনা ধেনু
আর ওড়েনা গোধূলে শ্যাম-চরণ-রেণু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম,
ফিরে মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক শারী কৃষ্ণের নাম
আর শুনিনাকো, চল সখি যথা মোর শ্যাম॥

—

ইসলামী
১

নবীর মাঝে রবির সম
আমার মোহাম্মদ রসুল।
দীনের নকীব খোদার হবিব
বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল॥

পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোদা-নবীর উম্মত আমি তাঁর,
পেয়েছি অকূলে কূল॥

আনিলেন যিনি খোদার কালাম
তাঁর কদমে হাজার সালাম,
ফকীর দরবেশ জপি সেই নাম
ঘর ছেড়ে হ'ল বাউল॥

জানি, উম্মত আমি গুনাহ্‌গার
হব তবু পুলসরাত পার,
আমার নবী হযরত আমার
কর মোবারাক্‌ কবুল॥

—

নাই চিনিলে আমায় তুমি
রইব আধো চেনা।
চাঁদ কি জানে কোথায় ফোটে
চাঁদনী রাতে হেনা॥
আধো-আঁধার আধো-আলোকে
একটু চেনার আলাপ পথে
জানিতাম তো ভুলবে তুমি
আমার আঁখি ভুলবেনা॥

ভৈরব

নাচত নন্দ-দুলাল
শ্যামল মুখে হাসি মনোহারি
নওল কিশোর কানাইয়া গোপাল॥

নাচত গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি',
নাচে গোপী-সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজত ঘুঙুর-তাল॥

নাচে চরণ ঘিরি' বিশ্ব মাতোয়ারা,
আলোক ঝাঁঝর নাচে, নাচে গ্রহ তারা,
হয় প্রাণে প্রীতি নব নব সৃষ্টি
গোকুল-চন্দ্র নাচে কুটির রাখাল॥

৫৭

ভজন

নাচত নন্দ দুলাল।
শ্যামল সুন্দর মদন মনোহর
নতুন কিশোর কানাইয়া গোপাল ॥
নাচত গিরিধারী ময়ূর-মুকুট পরি'
দিকে দিকে ছন্দ-আনন্দ পড়িছে ঝরি,
নাচে গোপী-সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজত ঘুঙুর-তাল ॥

নাচে ঘন ঘিরি বিশ্ব মাতোয়ারা
আলোক আঁধার নাচে নাচে গ্রহ তারা
হয় পায়ে হৃদিচর নব নব সৃষ্টি,
মীরার প্রভু নাচে কুঞ্জর রাখাল ॥

—

ভৈরব

নারায়ণ ! নারায়ণ !

যে-নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা বাগেশ্বরী,
(যে) নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর,
সীমা যাঁহার নাহিক খুঁজি অসীম চরাচর,
যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন
নারায়ণ ! নারায়ণ !!

যাঁর অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
কভু বৈকুণ্ঠ পুরী কভু ব্রজে যুগে যুগে করেন বাস,
কভু [illegible] ভীষণ কভু মদন-মোহন
নারায়ণ ! নারায়ণ !

যাঁর মুখে গীতা, হাতে বাঁশী, নূপুর রাঙা পায়,
কভু শ্রীচৈতন্য গোকুলে, কভু গোরা নদীয়ায়,
তাঁরে মন যোগিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুক্ষণ
নারায়ণ ! নারায়ণ !!

৪৮

ভজন

নারায়ন। নারায়ন॥

(যে) নাম জপেন ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর

(যে) নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর।

সীমা যাঁহার পায়না খুঁজি অসীম চরাচর।

[illegible] জীবনে ~~[illegible]~~

যাঁর করে শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র সুদর্শন।

নারায়ন। নারায়ন॥

যার অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ

মধু কৈটভ মুর বংশে যুগে যুগে করেন নাশ,

কভু করেন তাড়ন কভু মদনমোহন

নারায়ন। নারায়ন॥

যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশী নূপুর রাঙা পায়

কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,

মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী- তাকে অনুখন

নারায়ন। নারায়ন॥

ভৈরব

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু-সাগর মন্থন শেষে আসে মৃত্যুঞ্জয়॥
কৃষ্ণ তিমির তিমির-হরন
আসিল কৃষ্ণ তিমির-বরন,
দিকে দিকে ঐ গাহে জনগন
জয় হে জ্যোতির্ময়॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার।

ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়,
ধ্বংসের মাঝে বংশী বাজায়,
নিখিলের হৃদি-বেদনা মাঝে
নবীন অভ্যুদয়॥

নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
কোটি নয়নে জল ঝরে ঝরে অবিরল
ধরণী ভীতি-মগন॥
ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝননন
প্রলয় বিষাণ বাজে বজ্রে ঘনঘন
ত্রাহি ত্রাহি ডাকে ভয়ার্ত জনগণ
দাও দাও বরাভয় বিপদ-বারণ॥
কত আর সহিব ব্যথা অপমান-বিমলিন
রাতের তপস্যা কি আনিবে না শুভদিন?
দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব
অধর্ম নিধনে এস অবতার নব,
বাজাও আবার এসে অভয়-শঙ্খ তব
জাগিছে ভুবন জাগো নারায়ণ॥

=

Radharani
R. 5-2-40

প্রভাত বরালী — মাধব দেওয়ালী
— Classical

নিশি-রাতে রিম্‌ঝিম্‌ ঝিম্‌ বাদল-নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর॥

দেয়া গরজে, বিজলি চমকে,
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে,
আঁখি ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে,
"কে এল কে এল" বলে ডাকিছে ময়ূর॥

'বীর মুনি' পড়শী ঝিয়ারী মেয়ে যায় চেয়ে
মেঘের পানে যায় চেয়ে,
কারে দেখি আমি তারে দেখি,
মেঘলা আকাশ, না ঐ মেঘলা মেয়ে।

যায় নদী-জল মহা-সাগর পানে
বাহিরে ঝড় যেন আমায় টানে,
আমারও হায় যাচে বুকের কাছে
নিশীথ আকাশ যেন মেঘ-তানপুর॥

নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে।
শ্রবণে শুনিনি আহ্বান তব,
পবনে শুনেছি বনে বনে॥
হে বিরহী, তব [illegible]-আভাস
পান্ডু করেছে আমার আকাশ,
বিজনে তোমার করিয়াছি ধ্যান
শুধায়ে ফিরিনি জনে জনে॥

সকলে যখন ঘুমায়ে পড়েছি আঁধি-রাতে—
স্মৃতি-মঞ্জুষা খুলিয়া দেখেছি নিরালাতে।
যদি তব ছবি ম্লান হয়ে যায়,
অশ্রু-সলিলে ধুয়ে রাখি তায়,
দেবতা! তোমারে গোপন পূজায়
নীরবে ধেয়াই নিরজনে॥

নিশীথ রাতে ডাকলে আমায়
কে গো তুমি কে।
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের বন্ধুটিকে।
কে গো তুমি কে॥

তোমার আকুল করুণ স্বরে
আজকে তারেই মনে পড়ে
এমনি রাতে হারিয়েছি যে হৃদয়-মণিকে॥

দুয়ার খুলে চেয়ে আছি তারার পানে দূরে-
আরেকটিবার ডাকো ডাকো তেমনি করুণ সুরে।
একটি কথা শুনব বলে
রাত কেটে যায় চোখের জলে
দাও সাড়া দাও. জাগিয়ে তোলো
আঁধার পুরীকে॥

—

পথিক-বন্ধু এস এস

মন হয়েছে উদাসী গো

তোমার আশা পথে চেয়ে ॥

পরজনম থাকে যদি

ভজন

পরমাত্মা নহ তুমি
(তুমি) পরমাত্মীয় মোর। ×

হে বিপুল বিরাট! মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিত-চোর॥

তোমারে যে ভয় করে হে বিশ্বপাতা
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ড-দাতা
প্রেমময় বলে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলা-কিশোর।

দেখে ভীরু চোখ আঁধারের মেঘে বজ্র তব বিপুল
মোর মনে হয় সেই মেঘে দোলে ফোটায় নব মুকুল।

আকাশের নীল অসীম পাথার পারে
চরণ রেখেছ হে মহান, লীলা-ভরে
সেই চরণ জানিনে কেমন করে
আমার হৃদয়ে যেন ঝিকিমিকি ভোর॥

১৩

For Binapani

গজল

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি'
পিয়াব অমিয়া তোমারে পিয়া।
চাঁদিনী রাতের চাঁদোয়া-তলে
বুকের এ আঁচল দিব পাতিয়া॥
~~[illegible]~~ মুকুরে তোমার
তুলিব আমার সজল ছবি,
সবুজ ঘাসের শিশির ছানি'
মুক্তা-মানিক দিব গাঁথিয়া॥
পিরোজা আকাশ আবেশে ঝিমায়
দীঘির বুকে কমল ঘুমায়,
নীরব যখন পাখীর কূজন
আমরা দু'জন রব জাগিয়া॥
হাতিম তরুর শীতল ছায়ায়,
ঘুমাব মোরা প্রিয়া ঘুম যদি পায়,
~~[illegible] শাখা দুলাবে পাখা~~
~~[illegible]~~
ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া॥

[illegible] - দাদরা ৫১

পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ
বউ কথা কও উঠল ডেকে।
শিস্ দিয়ে যায় উদাস হাওয়া
নেবুফুলের আতর মেখে॥

এমন পূর্ণ চাঁদের রাতি
নেই গো আমার তোমার সাথী।
ঘুমহারা মোর কুঞ্জ-বীথি
কাঁদার স্মৃতি গেছে রেখে॥

শূন্য মনে একেলা গুনি
কান্নাহাসির পান্না চুনী।
বিদায়-বেলার বাঁশী শুনি
আসছে ভেসে ওপার থেকে॥

22/7W

Bindraban ঠুংরী – আদ্ধাকাওয়ালী

পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া
বুকে তার প্রিয়ারে চাপিয়া
বোলে পাপিয়া ॥

বাতাবি নেবুর ফুলেল কুঞ্জে
মাতাল সমীরণ প্রলাপ গুঞ্জে
ফুলের মহলায় চাঁদিনী শিহরায়
নদীকূলে ঢেউ ওঠে ছাপিয়া ॥

এমনি নেবু ফুল এমনি মধু রাতে
সেরাতে বঁধু মোর বিনোদ-খোঁপাতে
বাতায়নে পাখী করিত ডাকাডাকি
মনে পড়ে সে উঠি কাঁপিয়া ॥

২৩ Sm. Angurbala (H.M.V.)

ভজন

পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল।
হে দেবতা, রাখ সেথা তোমার পদতল॥
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ, হে নাথ, আমায় লহ!
যে অন্তরে আমায় দহ
সেই অন্তরে আরতি-দীপ জ্বেলেছি উজ্জ্বল॥

যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদায়ে পলে পলে,
অর্ঘ্য মঙ্গল-ঘট ভরেছি নাথ সেই নয়নের জলে।

যে চরণে কর আঘাত
প্রণাম সহ সেই পায়ে, নাথ!
রিক্ত তুমি করলে যে হাত,
হে দেবতা লও সে হাতের অর্ঘ্য সুমঙ্গল॥

[illegible]

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহু-বন্ধন আছে, মালায় কি সাধ॥
ফুল যদি নিতে না ভোলে,
কেশের সুবাস তব ভোলাক মনে,
হৃদয়ের শশী মোর হৃদয় কাঁদে —
চন্দন লাগে বিস্বাদ॥
খোলো উত্তরী, ফেলো দাও আভরণ,
হাতে রাখো হাত, তোলো আঁখি নয়ন।
বাহিরে বহুক বাতাস,
বুকে লাগুক মোর তব নিশ্বাস
~~[illegible]~~
চম্পার ডালে বসি মোদের দেখে
~~[illegible] বাঁধ।~~
কুহু স্বরে অভিমানে উঠুক বিষাদ॥

H.M.V.

ভজন

(ভৈরোঁ — গীতালী)

প্রভাত-বীণা তব বাজে হে।
উদার অম্বর মাঝে হে ॥
তুষার-কান্তি
তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে ॥
তব আনন্দিত গভীর বাণী
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত-পাণি।
মন্ত্র-মুগ্ধ ভোর-সাঁঝ
নিস্তরঙ্গা লাজে হে ॥

প্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা নদীর গান।
সেই সুরে বাজে আমার করুণ বাঁশীর তান॥
সাথী-হারা করুণ পাখী
যে সুরে যায় বনে ডাকি
সেই কাঁদনের বেদন মাখি
ফিরে আমার প্রাণ॥
দিন-শেষের ম্লান আলোতে ঘনায় যে বিষাদ,
আমার সুরে জড়িয়ে আছে তারি অবসাদ।
ঝরা পাতার মরমরে
বাদল-রাতের ঝরঝরে
বাজে আমার সুরে
গোপন অভিমান॥

গান

প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর।
প্রাণ কাঁদে ব্যথায় বিরহ-বিধুর ॥
স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিলাইলে কোন্ ঘুমের দেশে,
তড়িৎ-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে আঁধারি' হৃদি-পুর ॥
আপনা নিয়ে ছিনু একেলা,
কেন সে ভুলে ভিড়ালে ভেলা,
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর ॥
ঊষার সাজে সাজন করি'
দাঁড়ালে নভে রাঙের পরী,

প্রেমের অরুণ উদিবে যবে
মিলাবে নভে হে ম্লান-চন্দ্র ॥
কাঁদি মোরা আজ এ-কূল ও-কূল,
মাঝে বহে স্রোত বিরহ বিপুল,
নাহি পারাপার, বেদনা-বিথার
কাঁদন-পাথার লুটায় ব্যথাতুর ॥

কলিকাতা
জুলাই ১৯৩৭

(H. M. V.)

ভৈরবী

প্রেমের প্রভু ফিরে এস, শিখাও আবার ক্ষমা।
ধরণীর বুকে আবার বহু পাপ হয়েছে জমা।।
ভোগনদীর ফেনিল জলে
ডুবল কি সত্য তলে,
ভরল বিশ্ব হলাহলে
ঘিরল নিশীথ অমা।।
শিশুর রূপে আবার এস, খেলনা নিয়ে ভাই
কি করে হানাহানি, ভাইকে মারে ভাই।
তোমার প্রেমের মন্ত্র দিয়ে
ওদের এদের যাও বাঁচিয়ে,
ভোগক্লান্ত কি (প্রভু, রণক্লান্ত কি)
আবার হউক বিশ্ব রমা।।

প্রেমের হাওয়া বইল, যখন
মুকুল গেল ঝরে।
প্রদীপ নিভে রইল, যখন
তুমি এলে ঘরে॥

তোমার আমার স্বপ্ন এল
যেদিন আশা ফুরিয়ে গেল
মন দিয়েছি যারে, যখন
পেলাম মনোহরে।

আঘাত দিয়ে দিয়ে যেদিন করলে পাষাণ মোরে
সেদিন নিয়ে বসালে হায় তোমার ঠাকুর-ঘরে।

তোমার শুভ দৃষ্টি লাগি'
কত সে যুগ ছিলাম জাগি'
আজকি বেলাশেষে তুমি
এলে স্বয়ম্বরে॥

৪০ ভৈরবী - কার্ফা

ফিরে ফিরে কেন তারি স্মৃতি মোরে কাঁদায় নিতি
সে ফিরিবে না আর।
ফিরায়েছি যায় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় আমায় বারবার॥
তার-দেওয়া ফুলমালা যত দলিয়াছি পায়
সেই ছিন্ন মালা জড়ায়ে নিরালা
রজনী রহিয়া হিয়ায়।
বারেবারে ডাকি প্রিয় নাম ধরি তার॥
হানি অবহেলা যারে দিয়াছি বিদায়
সদা তারেই খুঁজি, সে কোথায় সে কোথায়!
জ্বালি নয়ন-প্রদীপ তারি বাতায়নে
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে
রাতি স্বর্গ শূন্য মোর তার বিহনে
কাঁদি আকাশ বাতাস মোর
করে হাহাকার॥

ভীমপলশ্রী — দাদ্‌রা

ফুট্‌ল সন্ধ্যামণির ফুল
আমার মনের আঙিনায়।
ফুল ফোটাতে কে এলে
ফুল-ঝরানো সাঁঝ-বেলায়॥
আজ কি মোর দিনের শেষে
উঠল চাঁদ মধুর হেসে
কৃষ্ণা রাতের তৃষ্ণা মোর
মিটিল ঐ জোছনায়॥
আজ যে আঁখি অশ্রুহীন,
কি দিয়ে ধোওয়াই চরণ
সুন্দর বরের বেশে
এলে কি আমার মরণ।
ব্যর্থ বসন্তের পাখী
উড়িয়া গেছে ডাকি
আনন্দের দূতী তুমি
ডাকিয়া এনেছ তায়॥

১৪

নাচ

ফুল চাই, চাই ফুল টগর চম্পা চামেলি।
ফিরি ফুল-ওয়ালী নিয়ে ফুল-ডালি
মল্লিকা মালতী যুঁই বেলি॥

যার প্রাণে বিরহ-জ্বালা,
সই এ অশোক মাধবী মালা,
এ হাস্নুহানা নেবে সে বালা
কাটিবে জীবন তার হাসি খেলি॥

ভোরে এই বকুল-মালা পরে সে আদর করে-
বঁধু তার ব্যাকুল হয়ে ফিরিয়া আসে ঘরে।
আমার এই পলাশ জবা রঙন ও কৃষ্ণচূড়ায়
বিনোদ-বেণীতে খোঁপায় পরে নববধূরা।

শুনি মোর ফুলের বাণী ঐ সন্ধ্যারাণী
পরে গোধূলি-রাঙা চেলী॥

সিন্ধু ভৈরবী মিশ্র — কার্ফা

ফুলের বনে ফুলের সনে
ফুলেল্ হাওয়া নাচে দুলিয়া দুলিয়া
টগর হেনা চামেলি মালতি বেলি
ফুটিল দল মেলি শরম ভুলিয়া॥

মউ বিলাসী প্রজাপতি
নেচে ফেরে অথির-মতি
নাচে হরিণ চপল-গতি
চটুল আঁখি তুলিয়া॥

ভৈরবী — কার্ফা

ফুলের মতন ফুল্ল মুখে
দেখছি এ কি ধূলি।
হাসির বদল ঝুলছে সেথা
অন্ধকারের ঝুলি॥

রোদের দাহে বালুচরে
মরা নদী কেঁদে মরে,
গাইতে এসে কাঁদছে বসে
বান-বেঁধা বুলবুলি॥

ভোর-গগনে পূর্ণ চাঁদের
এমনি মলিন মুখ,
ঝড়ের রাতে এমনি কাঁপে
প্রদীপ-শিখার বুক।

ম্লান-মাধবী মালার ফুলে
এমনি নীরব কান্না দুলে,
কবি তুমি বিসর্জনের
দেবীর সমতুল॥

Radharani

ঠুংরী — দাদ্‌রা

বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ
এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে আসি তত এ হিয়া
কি যেন অভাব রহে॥
বারেবারে মোরা যে ভুবনে আসি
দেখিয়া নিমেষে দুই জনে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা
কেন চলিয়া গিয়াছি দোঁহে॥
আমরা বুঝি গো বাঁধিবার ঘর
অভিশাপ বিধাতার,
শুধু চেয়ে থাকি কেঁদে কেঁদে আসি
চাঁদ আর পারাবার।
মোদের জীবন-মঞ্জরী দুটী হায়
শতবার, ফোটে শতবার ঝরে যায়,
আমি কাঁদি ব্রজে, তুমি কাঁদ মথুরায়
মাঝে আঁধার যমুনা বহে॥

মিশ্র সিন্ধু - দাদ্রা

বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশী কে বাজায়।
সে বাঁশরী শুনে কিশোরী
সহসা যেন গো যৌবন পায়॥
সেই বাঁশীর সুরে রয়না মন ঘরে
দূরে ভেসে যেতে চায়,
পরান ঘুরে মরে তাহার রাঙা পায়॥

১৪৮

ঝুলন

বন-তমালের শ্যামল ডালে

রাগিণী - পিলু - কাওয়ালী

বনে মোর ফুল ঝরার বেলা
আসিল এ কি চঞ্চলতা (অবেলায়)
এল ঐ শুকনো ডালে ডালে
কোন্ অতিথির ফুল বারতা ॥
বিদায় নেওয়া পাখী সহসা এল ফিরে
জোয়ার উঠে দুলে মরা নদীর তীরে
মৃদু গুঞ্জিয়া বহে দখিন হাওয়া ধীরে
বলে ওঠে মধুর কথা (পরানে)
যেন কুঁড়ির মালা পরে তেমনি করে
কৈশোরের প্রিয়া ঝলকি রূপ ধরে
হারালো সুর আজি কণ্ঠে উঠে ভরে
শাদি ভুলে বঁধু কহিল কথা (গোপনে)
সন্ধ্যা আকাশে উষার রং লাগে
যৌবন ফিরে পুনঃ কিশোর মনে জাগে
আসিল ফিরে যেন নব অনুরাগে
শূন্য দেউলে মোর দেবতা ॥

বরন করে নিওনা গো
চিত্ত হরন করে।
ভীরু আমায় আর কেন গো
তোমার সব ঘরের দোরে॥
পরাণ ব্যাকুল তোমার তরে
চরন শুধু বারন করে,
লুকিয়ে আছি তোমার আশায়
রঙীন [illegible] পরে॥
লজ্জা আমার ননদিনী
জাগে আমারই প্রায়।
[illegible] (উপরে)
দাঁড়িয়ে রয়ে চায়।
চাইতে নারি চোখে চোখে
দেখে যদি কোনো লোকে।
নয়নে তাই আসন করি
স্বপ্নলোকে [illegible] ওরে॥

Mrinal Kanti Ghose (H.M.V.)

শ্যামা-সঙ্গীত

বল্ রে জবা বল্।
কোন্ সাধনায় পেলি
শ্যামা মায়ের চরণ-তল॥
মায়া-তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি উঠলি ফুটে
আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল॥

কোটি গন্ধ-কুসুম ফোটে বনে মনোলোভা,
কেমনে মা'র চরণ পেলি তুই তামসিক জবা।

তোর মত মা'র পায়ে রাতুল
হব কবে প্রসাদী ফুল,
কবে উঠবে রেঙে
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁওয়া লেগে
মোর মলিন চিত্ত-দল॥

XV. From Simla.

১৬

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইবনা আর পথ হারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।
মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল ~~ছিল যেন যদি~~ হারায়ে জলধি
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা
শ্রান্ত পথের ক্লান্ত পথিক লুটায় তোমার দ্বারে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয় লয়ে বাঁধ এ বন্দীরে।
জগতের ~~এই প্রেম~~ বিষ-তিয়াসা,
মিটিবেনা তাহে অমৃত-সুধায়,
হে প্রেম-সিন্ধু, পিয়াও পিয়াসা, ~~চাহিনা বন্ধু সুত দারা~~।

কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ ভাঙনের ঘর
তুমি ভেঙে যাও তবু শিশুপ্রাণ খেলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্তি আলোকে
তব আনন্দ-নন্দিত লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন আর সহে না নয়নে লোরা।।

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগ ধ্রুবতারা॥
মায়াবন্দী হায় কত স্নেহ নদী
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেল হারাইনু যদি
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
শ্রান্ত পথের প্রান্তে পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।
জগতের এই প্রেম বিনিময়
মিটিবে না তারে অনন্ত-হিয়া
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা
চাহি না বন্ধু সুত দারা॥
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ ভাঙা ঘর,
টুটে ভেঙে যায় তবু শিশু প্রায় ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে।

২৬

তিলককামোদ মিশ্র - দাদ্‌রা

বহে বনে সমীরণ ফুল-জাগানো।
এস গোপন সাথী মোর ঘুম-ভাঙানো॥
এস আঁধার রাতের চাঁদ
আমার স্বপন-সাধ
এস [পরানে] পাতি মায়ার ফাঁদ।
ধীরে এস আঁখি-নীরে [এস হৃদি সায়রে] দোল-জাগানো॥

বনে মোর ফুলগুলি আছে সব পথ চেয়ে,
পরানে জাগিয়া পিউ পিউ ওঠে গেয়ে।
এস নূতন তরুণ আলোছায়া পথ বেয়ে,
এস আমার হৃদয়-আকাশ রাঙানো॥

২৫২

Twin

Indu Sen (Twin)

ভজন

বাঁশরী কিশোর! ব্রজ-গোপী চিতচোর এস গোকুলে ফিরে।

তোমা বিনে গোপী-সখা

ঘিরিল গোকুল ঘোর ঘন তিমিরে॥

বেণু নাহি গোঠে যায়,

শুক সারি নাহি গায়,

শিরে কর হানি হায়

গোপ-বালিকা কাঁদে যমুনা-তীরে॥

খুঁজিছে আনন্দ-চাঁদ,

আসে রাতি নাহি শ্যাম,

শুনিয়া তব কৃষ্ণ নাম

ভাসিল ব্রজের খেলা নয়ন-নীরে॥

৪১

কীর্তন

বাজে মঞ্জুল মঞ্জীর রিনিকিঝিনি
ধীর গমনে চলে রাধা বিনোদিনী।
তার চঞ্চল-নয়ন উঠে উন্মন
যেন দুটী ঝিনুক-ভরা সাগর-পানি।
ও আঁখি না পাখী গো —
সে কার আশে উড়ে যেতে চায় থাকি থাকি

রাই ইতি উতি চায়
কভু মাধব-বনে কভু কদম-তলায়।
রাই অঙ্গ দুলে ধীরে পথ চলে
কভু কাঁটা বেঁধে চরণে।
কেশ-বসন আঁচল জড়ায়, কবরী খুলে অকারণে।
গিয়ে যমুনার তীরে চাহে ফিরে ফিরে
আনমনে বসে মনে ভেবে,
চকিতে কলস ভরি' লয় তায়
[illegible] যবে হয় আসে কেউ।
হায় হায় কেউ আসে না,
"ভোলো অভিমান রাধিকারাণী" বলি'
কেউ এসে সম্ভাষে না।

P.T.O

Continued

রাই, চলিতে পারেনা পথ আর,
বিবশ বদন, অবশ চরণ,
শূন্য কলস কাঁখে তার।
বলে, কালা নাই এথা, যমুনাতে ছিল
লইয়া শ্যামের কালো রূপ,
কেন ডুবিয়া সে জলে উঠিবে আবার
কাঁদিয়া ভাসাতে পথতল ॥

78
বাজে মৃদঙ্গ বরষার
দিকে দিকে দিগন্তরে।
নীরস হিয়া সরস হ'ল কাহার যাদু-মন্তরে॥
মধুর সুখে মন্তরে॥
আসিল প্রিয়-দরশা
বন্ধু-মিলন-হরষে
গাহে দাদুরী প্রান্তরে।
এল আষাঢ় সুন্দর
ফুল-চন্দন করে মন্থরে॥

নাচ

বাদল মেঘের মাদল-তালে
ময়ূরী নাচে দুলে দুলে।
আকাশে নাচে মেঘের পরী
বিজলি-জরীন ফিতা পায়ে খুলে॥

কদম্ব-ডালে ঝুলনিয়া ঝুলায়
বনের বেণী কেয়াফুল দুলায়;
জল-তমাল-বনে কাজলি বুলায়
বর্ষারাণী নাচে এলোচুলে॥

তরঙ্গ-রঙ্গে নাচে নটিনী-
ভরা-যৌবন-ভাদর-তটিনী,
পরি ফুলমালা নাচে বন-বালা
সবুজ সুবীর লহরে দুলে॥

৪

To Dhiren

দাদরা

বাসন্তী রং শাড়ী পরো
খয়ের রঙের টীপ।
সাঁঝের বেলায় সাজবে যখন
জ্বালবে যখন দীপ॥
বেল-যূথিকার গেঁথে মালা
দোলন-খোঁপায় পরবে বালা.
দুলিয়ে দিও কপোলতটে
শিউরে-ওঠা নীপ॥
কর্ণমূলে দুলিয়ে দিও দুলান-চাঁপার কুঁড়ি
বন-অতসীর কাঁকন পরো. কনক-চাঁপার চুড়ি।
আধ-খাওয়া চাঁদ গরব ভরে
হাসে হাসুক আকাশ পরে
তুমি থাকো আধ-খাওয়া চাঁদ
হিয়ার মণি-দীপ॥

—

ভজন

বহুপথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা।
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়
তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা॥
মায়াকাশী হায় এ স্নেহ নদী
ভুলাইয়া মোরে ছিল নিরবধি
সব ছেড়ে গেলে হারাইব যদি –
তুমি এস প্রাণে প্রেমধারা॥
শ্রান্ত পথের প্রান্তে পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
আরো যদি কিছু থাকে মোর প্রিয়, লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।
জগতের এই প্রেম বিষ-মিশা,
মিটবে না তারে অশান্ত-তৃষা,
হে প্রেম-সিন্ধু মিটাও পিপাসা,
চাহি না বন্ধু সুত দারা॥
কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর,
টুটে ভেঙে যায় তবু শিশু প্রায় ভোলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে বুকে আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন-কারা॥

(H. M. V.)

বিকাল বেলার ভুঁই-চাঁপা গো
সকাল বেলার যুঁই।
কারে তোমায় দিব আসন-
তাই ভাবি নিই।।
ফুলদানীতে রাখি কারে
কারে বাঁধি খোঁপা-হারে,
কারে দেবো দেবতারে
কারে বুকে থুই।।
সমান অভিমানী তোরা
সমান সুকোমল-
চাঁপা আমার আঁখির আলো
যূথী আঁখি-জল।
বর্ষামুখর শ্রাবণ-প্রাতে
কাঁদি আমি যূথীর সাথে,
চাঁপায় চাই চৈত্রী-রাতে
প্রিয় আমার দুই।।

For Miss Hanumati (H.M.V.)

নাচ

বিদেশিনী ! চিনি চিনি ঐ চরণের
~~ঐ চরণের~~ নূপুর-রিনিঝিনি॥
দ্বীপ জেগে ওঠে সাগর-জলে তোমারি চরণ-ছন্দে,
নাচে সাদা-চিল সিন্ধু-কপোত তোমারি সুরে আনন্দে,
মুকুতা কাঁদিছে হার হ'তে ওগো তোমার বেণীর বন্ধে,
স্বপনে শুনেছি তোমার বলয়-চুড়ির রিনিঠিনি॥

সাগর-সলিল সুনীল হ'ল তোমার তনুর বর্ণে,
তোমার আঁখির আলো ঝলমল দেবদারু-তরু-পর্ণে,
অস্ত-তপন রঙিন হ'ল তোমার হাসির স্বর্ণে,
~~[illegible]~~
শঙ্খ-ধ্বনি বেলা-ভূমে যেন সাগর-নটিনী॥

২০১

বিধুর তব অধর-কোণে মধুর হাসির রেখা।
তারি লাগি ভিখারী মন ফেরে একা একা॥
সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ
থির হয়েছে অধীর পবন,
তুমি কথা কইবে কখন
গাইবে কুহু কেকা॥
কখন তুমি চাইবে প্রিয় সলাজ অনুরাগে
শিশির-তীরে অরুণ ঊষা তারি আভাস জাগে।
কেমন করে চাঁদ কে টানে
সিন্ধু-জলের জোয়ার জানে;
দেখতে আসি, আসিলে কোথা
দিতে তেমন দেখা॥

৩৪

মার্চের সুর

বীরদল আগে চল
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল॥
আয় ওরে আয় তিমির তীরে আয় আয়
আশা জাগায়ে নিরাশায়।
আয় ওরে আয়, প্রাণহীন মরুভূমে
আয় নেমে বন্যার ঢল॥
ধ্বংসের বাজে রণ-মাদল
চল চল
ভোল্ ভোল্ জননীর স্নেহ-অঞ্চল॥
ডাকে বিধুর প্রিয় মধুর
ভোল্ তারে, ডাকে রে তোরে দূর-সুর।
দল দলি আয় ঐ ভাবনায়
পাষাণে জাগা প্রাণ সাগর-ভোলা আবেগে

জয়জয়ন্তীমিশ্র — দাদ্‌রা

বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝরে
নাম-না-জানা বনের পাখী
তোমার গানের সুরে॥
জানাতে হায় এলে কোথা
বনের হিয়ার মনের ব্যথা,
তরুর স্নেহ ফেলে, এলে মরুর বুকে উড়ে॥
এলে চাঁদের তৃষ্ণা নিয়ে কৃষ্ণা-তিথির রাতে,
পাতার বাসা ফেলে, এলে সজল নয়ন-পাতে।
ওরে পাখী, তোর সাথে হায়
উড়তে নারি দূর অলকায়
বন্ধনে যে বাঁধা আমি মলিন মাটির পুরে॥

বুলবুলি কি এলে ফিরে আবার গোলাপ-বনে।
ভুলে-যাওয়া ফুল-বাগ কি পড়্‌ল আজি মনে॥
ঝরা গোলাপ-পাপড়ি তুলি
ঢেকেছে এক মরুর ধূলি,
আধা-ঢাকা সমাধিতে ঘুমায় নিরজনে॥
দিলরুবা আর পেয়ালা হাতে নিরলা-সাকী আসি'
ফিরে গেছে নিরাশ হয়ে কান্না হ'য় বাসি।
ধূলায় লুটায় ফুলের ডালি,
চাঁদের চোখে পড়িল কালি,
শেষ গোলাপের নজরানা নিও
বন্ধু, বিদায়-ক্ষণে॥

বেদনা-বিহ্বল পাগল পূবালী পবনে।
হায় সিন্ধু-পারে কার অভিসার লাগে
আনমনা এলো বনে বনে ॥
ঝরিছে অঝোর নভে বাদল
হিয়া দুরু দুরু মন উতল
কাজলের বাঁধ নাহি মানে হায়
অশ্রুর নদী দুনয়নে ॥
মন চলে গেছে দূর সুদূর
এসো প্রিয় যথা কুহু বিধুর
এ বাদল রাতি
কাঁদে বিনা সাথী
তারি কথা শুধু জাগে মনে।

বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রাণী!
আনো, আনো, ওরে সুধা-অমৃত-পাণি ॥
রোদন-সাগরে তুমি পুষ্প-তনু
এস অশ্রুর বরষায় ইন্দ্র-ধনু,
হের দুলে অনুরাগে জীবন-দেবতা আগে
দাঁড়াবে বরিয়া তব পদ্ম-পাণি ॥

তব দুখ-রাত্রির তপস্যা শেষ, এল শুভদিন,
হতে তমসা-পারে প্রভাতের প্রায়, আনো সম্মিলন।

সুর-লোক-বাসী গো তুমি অমরার
এস এস [illegible] হয়ে এবার [illegible],
অশ্রুত অশ্রুর নীরবতা কর দূর
কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি ॥

বৈকালী সুরে গাও চৈতালী গান।
বসন্ত হয় অবসান॥
বাতাসে কাঁদে সকরুণ মূলতানে।
বসন্ত হয় অবসান॥
নীরব আনমনা ফিকে
চেয়ে আছে দূরে অনিমিখে,
ধূলি-ধূসর হল দিক
আসে বৈশাখ-অভিযান।
বসন্ত হয় অবসান॥
ঝরা-মালা বিমলিন লুটায়
ফুল-ঝরা বন-বীথিকায়।
ঢেলে দাও সঞ্চিত প্রাণের মধু
যৌবন-দেবতার পায়।
অনন্ত বিরহ-ব্যথায়
ক্ষণিকের মিলন হেথায়।
ফিরে যদি আসে যাহা যায়
নিমেষের মধু কে পান।
বসন্ত হয় অবসান॥

৮৪

সাহানা – দাদ্‌রা

ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিওনা।
দলিত এ হৃদি মোর দলে যেয়োনা॥
লয়ে শত সাধ আশা
তোমার দুয়ারে আসি,
বঁধু দিলে যদি ভালোবাসা, ফিরে নিয়োনা॥
স্রোতের ফুলের প্রায়
ভেসে আসি অসহায়,
তুলে নিয়ে বুকে হায় ফেলে দিলে পুনরায়
নিদয় এ ছিনিখেলা –
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
খেলার লাগিয়া ভালো বাসিতেনা॥

[illegible]

ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা
দুয়ার ছেড়ে দাও দ্বারী।
তোমাদের রাজা, আমাদের সেই
কানাই গোষ্ঠ-বিহারী॥
রাজার দণ্ড কেমন মানায়, শোভিত যে হাতে বাঁ[illegible]
মুকুট মাথায় কেমন দেখায় - শিরে শিখিপাখা[illegible]

শ্যামলী ধেনুর দুধের ক্ষীর এনেছি কানুর লাগিয়া,
পাঠায়েছে [illegible] মাখন ননী, যশোদা নিশীথ জাগিয়া
[illegible] বাঁশি নব নীপমালা আনিয়াছি মোরা গাঁথিয়া
নয়ন-যমুনা ছানিয়া এনেছি আকুল অশ্রু-বারি॥

ব্রজের দুলাল রাখাল বসেছে রাজার আসন 'পরে
সারা গোকুলের আনন্দ তাই এনেছি তাহার তরে।
পাঠায়েছে গোপী- চন্দন রাই তাই অনুরাগ-ভরে
কুড়ায়ে এনেছি ফেলে এসেছিল যে বাঁশরী বন-চারী॥

৩৩

আগমনী

ভারত-লক্ষ্মী মা, আয় ফিরে এ ভারতে।
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে সকল আশার
সোনার রথে।।
অশ্রু-গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি,
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধন-গীতি।
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয়-বিছানো পথে।।

বিজয়া তোর হ'ল কবে শতাব্দী চলিয়া যায়
ভারত-বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আয়।
বিসর্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা
সফল কর এ তপস্যা মা
স্থান দে স্বাধীন জগতে।।

৭১

হোরী

ভবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রং।
রঙিন সাজিল ধরা অভিনব ঢং॥

রাঙা কাপড় হাসে নন্দন-আনন্দে,
চিত্ত-শিখী নাচে মদালস ছন্দে,
নাচিছে পরানে আজি তরুণ দুরন্ত
বাজায়ে মৃদং॥
কামোদে নাচে আমোদে ওঠে গান
মাতিয়া ওঠে প্রাণে।
উতল যমুনা-জল-তরঙ্গ
অঙ্গে অপাঙ্গে আজি মেলিছে অনঙ্গ
পরানে বাজে সারং সুর
কাফির সঙ্গ॥

—

১৪ Twin

ভুল করিলে বনমালি এসে ফুল ফোটাতে

পারলে না হায় ফুল ফোটাতে

বুলবুলি ন ফুলত ফোটাতে

আঘাত দিলে দিলে বেদন,

রাঙাতে হায় পারলে না মন,

প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই, পড়ল ঝরে নিরাশাতে।

আমায় তুমি দেখলে নাকো দেখলে আমার রূপের মেলা

হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, সব দিয়ে মোর করলে [illegible]।

শয়ন-সাথী হ'লে আমার, রইলে নাকো নয়ন-পাতে।

ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা

জাতি যুথী পিয়ে সুরা হ'লে তুমি মাতোয়ালা।

নিশ্বাস ফেলে নিভাইলে যে দীপ আলো দিত রাতে॥

শ্যামা সঙ্গীত

ভুল করেছি ও মা শ্যামা
বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ
এলাম মনের পশু নিয়ে॥
তুই যে বলিদান চেয়েছিস
কাম-ছাগ, ক্রোধরূপী মহিষ,
তোর পায়ে দিলাম লোভের পশু
মোহ-রিপুর দীপ জ্বালায়॥

দিলাম হৃদয়-কমণ্ডলুর
মদ-সলিল তোর চরণে
আশোকের পূর্ণাহুতি দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে।
ষড়রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস বারেবারে,
সেই পূজারই মন্ত্র মাগো
ভক্তেরে তোর দে শিখায়ে॥

৫০

জংলা – দাদরা

ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা লহ অর্ঘ্য লহ কয়োনা কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া থাক,
মন্দির বেদী হতে হিয়ার তৃষা দেখোনাকো,
তুমিতো মাটির মানুষ বুঝাবে দিতে ব্যথা॥
সহিবে সকলি স্বামী, যেনো যেনো ব্যথা দিও,
সহিয়েনা অপমান আমার ভালোবাসার, প্রিয়।
থাক তুমি হিয়ার মাঝে, তোমার মন্দির যথা॥

৪১

গজল

খাম্বাজ

ভেঙোনা ভেঙোনা ধ্যান হে মম ধ্যানের দেবতা।
পূজা নাহি অর্ঘ্য নাহি কয়োনা কথা॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া রও,
মন্দির-বেদী হতে ফিরে ধূলায় নেমোনাকো,
তুমিও মাটির মানুষ বুঝায়ে দিয়োনা ব্যথা॥
সহিবে সকলই স্বামী যেনো যেনো ব্যথা দিও
সহিবেনা অপমান আমার ভালোবাসার প্রিয়।
থাক তুমি হিয়ার মাঝে তোমার মন্দির মাঝে॥
হেথায় মিলন-মালা ম্লান হয়ে যায় মলিন ধূলায়,
সুন্দর ভালোবাসা শুকায়ে যায় হেলাফেলায়,
মাঝে থাক বিরহ নদী এই চির-নীরবতা।

ইসলামী সঙ্গীত ৮০

ভেসে যায় পরাণ আমার মদিনা পানে।
যেখানে রসুলে-খোদা ঘুমায় সেখানে॥
উঠিল যেখানে বাণী
প্রথম তকবীর-ধ্বনি,
জাগিল নিখিল ভুবন যাহার তুফানে॥
যেথা হেরার গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি: জ্বলিল পরম,
ঝরে আবের ঝরনা যেথা খোদার রহম,
শুভ্র দীনের বাণী যেথা কোরানে॥
সেথা আম্বিয়া আউলিয়া দরবেশ পীর
যেথা যুগে যুগে আসি করিল ভিড়,
সেই দুলিছে নুরের মিনার শিরে,
নিশিদিন শুনি তাঁর ডাক আমার পরানে॥

ভৈরব

মদন মনোহর শিশু নটবর শ্যামল সুন্দর
যশোদা-দুলাল।
নেচে নেচে চলে, মঞ্জু চরণ-তলে বাজে সুমধুর
মণি-মঞ্জীর তাল।।
সেই সুন্দরেরই অনুরাগে
পল্লবে ফুটিছে পরাগে
ধরণীতে উৎসব লাগে,
সাগর-তরঙ্গে হিল্লোল লেগে
সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল।।
কোটি গ্রহ-তারা ভানু আলোক-ধেনু
আসে গগন-গোঠে শুনি তাঁরি বেণু।
নাচে দিবা শ্বেত রাজ-হংসী
তিমির-কেকা নাচে শুনি তাঁরি বংশী
পায়ে হয় বৃষ্টি সমস্ত সৃষ্টি
শোভে নব জীবনে মৃত কঙ্কাল।।

কীর্তন

মনে যে মোর মনের ঠাকুর
তারেই আমি পূজা করি।
আমার দেহের পঞ্চভূতের
পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরি ॥
ফকির যোগী হয়ে বনে
ফিরিনা তার অন্বেষণে,
মনের দুয়ার খুলে দেখি
রূপের জোয়ার মরি মরি ॥
আছেন যিনি ঘিরে আমায়
তাঁরে আমি খুঁজি কোথায়,
সাগরেরে খুঁজে বেড়াই
সাগর বুকে ভাসিয়ে তরী ॥
মন্দিরের ঐ বদ্ধ খোপে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে
আসেন নেমে প্রেমের হরি ॥

(H. M. V.)

শ্যামা-সঙ্গীত

মহাকালের কোলে এসে
গৌরী হ'ল মহাকালী।
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে
ম্লান হ'ল মা'র রূপের ডালি।
তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়,
মায়ের রূপের আরতি হয়
নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি' ॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায়
বরণ করে ভৈরবের,
হেরি' শিবের শিরে জাহ্নবীরে
শ্মশানে মশানে ফেরে।
অন্ন দিয়ে ত্রি-জগতে
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজ-দুলালী ॥

৮৭

মহুয়া বনের মদির ঘন সুবাস
বয়ে নিয়ে আসে॥
মহুয়ার চাঁদিনী জোছনা রাতে
দোলন-চাঁপার স্বপন-সায়রে
ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় মন উদাসে॥
নিদাঘ ছাইয়া চৈতালী হাওয়া
স্বপনের ঘোর লাগে আকাশে
মৌ-মাছি পাখা জড়িয়ে আসে॥

শ্যামা সঙ্গীত

মা কালি সেজে ফির্‌লি ঘরে
কোটি ছেলের কাজল মেখে।

ভৈরবী

মা গো ভুল করেছি চোরের রাজায় ছেড়ে দিতে বলে।
সে এবার এলে শক্ত করে বাঁধিস উদূখলে
(সেই ননী চোরে) বাঁধিস উদূখলে॥
মা জানত কে, যে এমনি করে
সে হাত পেলেই পালিয়ে যাবে,
মা! ভুলবোনা আর সেই মায়াবীর
কাজল-চোখের জলে॥
প্রেম প্রীতি-ডোর বাহির বাঁধন
করুণ চোখের জল
অন্তরে মা সে বাঁধতে তারে
(অন্ধ) যার যাহা সম্বল।
তারে নীল যমুনা, বন উপবন-,
সবাই মিলে ঘিরবে যখন
দেখব কেমন করে তখন
পালায় সে চোর ছলে॥

রাধিকার কুলভঞ্জন

(শ্রী কুমারী রাধিকা ঘোষের প্রতি শ্রীমতী দিদিমা...)

কীর্ত্তন

মাথা খাস্ রাধে, কথা শোন্,
বলি কুল আর তুই খাস্নে।
গোকুল ঘোষের কন্যা যে তুই
কুলগাছ পানে চাস্নে।
ওরে কুলগাছ পানে চাস্নে॥

ও কুলগাছে বড় কাঁটা
তোর গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা।
সে যে গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি যার তরে কুল চুরি করে।
তুই ভাবিস্ এখনো বয়স হয়নি, কারণ বেড়াস্ ঘুরে ঘুরে।

ঐ কুলগাছ আগায় ভীমরুল চাক,
তোর মুখ খাওয়া বের হবে, ফুলে হবি ঢাক
যাবে ফুলে হবি ঢাক।

বলি, পড়্ তো, না তুই দ্যাখ ছোট যদ
রোজ রোজ ইস্কুলে,
কুলের কাঁটায় দুকুল ছিঁড়িস
কেন আসিস খুলে।

Continued

খাস তুই টোপা কুল
খাস নারকুলে কুল,
যত কুল খেয়ে রাধে পেট ডাকে কুলকুল।
যারে কুলোতে নারি,
কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি!
ছিল কুলুঙ্গীতে কুলের আচার
তাও মেরেছিস্ কুল-খোয়ারী।

তুই কুলগাছ ধরে কোঁদাকুঁদি করে
[illegible] লেঠে!
কুলপত্নী শালী হবি কি নাতিনী
কুলগাছে ভেসোরেসে ॥

782 ~~Mr.~~ Mrs. Mrinal Ghosh

স্বদেশী

মানবতা-হীন ভারত-শ্মশানে
দাও মানবতা, হে পরমেশ!
কি হবে লইয়া মানবতা-হীন
ত্রিশ কোটি এই মানুষ-মেষ॥

কলের পুতুল এরা প্রাণহীন
আপনার প্রতি বিশ্বাস-হীন,
নিজেরে ইহারা চেনে না, কেমনে
চিনিবে ~~ইহারা~~ নিজের দেশ॥

~~[illegible]~~ ভারত-শ্মশানে মোরা প্রেত-পাল,
নর নাই শুধু নর-কঙ্কাল,
এই চির-অভিশপ্তের মাঝে
জাগাও হে প্রভু প্রাণের লেশ॥

ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেমলেশ
কেবলি কলহ কেবলি বিদ্বেষ,
~~[illegible]~~
নাশিছে নিজেরে নিজের হিংসা।
হে দেশ-দেবতা! দূর করে এই
লইও নাশি এ দীন বেশ॥

খাম্বাজ - দাদ্‌রা

মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া আসা।
ঝরা পাতায় বাজে -
মৃদুল তাহার পায়ের ভাষা ॥
আসার কথা জানায়
ঐ যে ফুলের আসর সবুজ পাতায়
ঐ দোয়েল শ্যামার কূজন কয় যে বাণী -
ঐ ঐ ঐ তার ভালোবাসা ॥
মদির সমীরণে
তনুর সুবাস পাই যে ক্ষণে ক্ষণে।
সবুজ বসন ফেলি
সরল কোমল কুসুমী-রঙা চেলি
~~[illegible]~~
তাই বসুন্ধরায় জাগে অরুণ আশা,
ঐ ঐ ঐ যে আলোকের পিপাসা ॥

For Kumari Parul Sen (H.M.V.)

মালা যদি মোর ধূলায় মলিন হয়।
অঞ্চলে নিয়ে বসে আছি তাই
কুসুমের সঞ্চয়॥
ফুলহার যদি কর অবহেলা,
তাই ভাবি যবে বয়ে যায় বেলা,
হৃদয়ে থাকুক লুকানো আমার
হৃদয়ের পরিচয়॥

বিফল যদি গো হয় পূজা নিবেদন
মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাই,
আমাদের নারায়ণ!

[illegible]
কেন কাছে আসি, এসে ফিরে যাই—
যদি চেনো মোরে, ভয় মানি তাই,
অশ্রু-সায়রে [illegible], সহিতে নারিব
হৃদয়ের পরাজয়॥

Maya Mukherjee (H.M.V.)

ম্লান আলোকে ফুটলি কেন
গোলক-চাঁপার ফুল।
দুখিনী হীনা বনদেবী
কার হবি তুই দুল?
হায় হবি কার কবরীতে?
সন্ধ্যারানী দূর নিভৃতে
বসে আছে অভিমানে ছড়িয়ে এলোচুল?

সাঁঝের ঝরার ফুল-দানীতে
হবে কি তোর ঠাঁই?
আদর কে আর করবে তোরে
বসন্ত আর নাই।
গোলক-চাঁপা ঝুঁকিস কারে
কোন্ গোলোকের দেবতারে?
সেই দেবতা নাই রে হেথা
শূন্য আজি গোকুল।

মান্দ্‌ ঝিঁঝিট - [illegible]

মিলন-রাতের মালা হব তোমার অলকে।
সজল কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে।।
কলঙ্কে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
[illegible]
[illegible] করে [illegible] বক্ষ ছুঁয়ে যাব ছলকে।।
গলায় তোমার হার হব গো, নূপুর চরণে,
গোপন প্রেমের দাগ হব ঐ হিয়ার ঝলকে।
তাম্বুল-রাগ হব তোমার চিকন অধরে,
ঢুলিব স্বপন-কমল হয়ে ঘুমের সায়রে।
জ্যোতি হব তোমার রূপের বিজলি-ঝলকে।।

মুখের কথায় না-ই জানালে
জানিও গানের ভাষায়।
এসেছিলে মোর কাছে, হে পথিক,
কিসের আশায়॥
তোমার মনের কামনারে
রাখলে গোপন অন্ধকারে,
আপনি তুমি করলে হেলা
আপন ভালোবাসায়॥
সাধ ছিল যে হাত দিয়ে সে
পরিয়ে দেবে হার,
দ্বিধা ভরে সেই হাতে হায়
করলে নমস্কার।
নিশুতি রাতে বলো সুরে
কেন থাক দূরে দূরে,
কেন এমন গোপন কর
বুক-ভরা পিপাসায়॥

ভজন — সাদ্রা

মুরলিধ্বনি শুনি ব্রজনারী
যমুনা তটে আসিল ছুটে
কুল মান যৌবন দিল চরণে ডারি ॥

পবন গতি-হীন রহে,
যমুনা উজান বহে,
বাঁশরী শুনি বিসরে গীতি
ময়ূর ময়ূরী শুক সারি ॥

চকিত হয়ে ধেনুগণ তৃণ নাহি চরে লো,
গগনিয়া থামে মেঘ সুর শুনি হরষে।
বেদুঈন সাহারিনী
চেয়ে থাকে উদাসিনী
বাঁশরী শুনি পাসরি গেল
নিতে গাগরী ভরি ॥

কোরাস

Chitta + Amaresh + Shefali Basu 25

মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা।
মর রে, মেনে শুধু হবি মৃত্যুপথের যাত্রী যারা ॥
যারা আশাহীন ভাগ্য-হত
শক্তি-বিহীন মুমূর্ষু,
মর রে সবাই মর!
মর এই মুহূর্তে উঠবি বেঁচে জীবন্মৃত সর্বহারা ॥
ওরে এই শক্তির গঙ্গা-স্রোতে
মুক্ত মনে এই সে দেশে
মৃত সগর-বংশ বেঁচে উঠেছিল
এক নিমেষে।
এই গঙ্গোত্রীর তরঙ্গ লেগে
মহা-ভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য-স্রোতেই ভেসেছিল
ভেদ বিভেদের মাটির ঢেলা ॥

১২

For Miss Anima (H.M.V.)

মল্লার

মেঘ-মেদুর গগন কাঁদে হুতাশ পবন
কে বিরহী রহি' রহি' দ্বারে আঘাত হানো।

শাঙন ঘন ঘোর ঝরিছে বারি অঝোর,
কাঁপিছে কুটীর মোর দীপ-নেভানো॥

বজ্রে বাজিয়া ওঠে তব সঙ্গীত,
বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁখি-ইঙ্গিত,
চাঁচর চিকুরে তব ঝড় দুলানো।
ওগো মন-ভোলানো॥

এক হাতে, সুন্দরি, কুসুম ফোটাও,
আর-হাতে নিঠুর, মুকুল ঝরাও!

হে পথিক, তব সুর অশান্তি বায়
জন্মান্তর হতে যেন ভেসে আসে হায়,
বিজড়িত তব স্মৃতি প্রাণ-কাঁদানো॥

ইস্লামী সঙ্গীত

মেষ-চারণে যায় নবি কিশোর রাখাল বেশে।
নীল রেশমী রুমাল বেঁধে তার চারু চাঁচর কেশে।
তাঁর রাঙা পদতলে
পুলকে ধরা টলে,
তাঁর রূপ-লাবনীর ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে॥
তাঁর মুখে রহে চাহি মেষ-শিশু তৃণ ভুলি
বিশ্বের শাহানশাহ্ আজ মাঠে গোঠের দুলি।
তাঁর চরণ-নখরে
ঐ চাঁদ কেঁদে মরে,
তাঁরে ছায়া করে চলে আকাশে মেঘ এসে॥
কিশোর নবী গোঠে চলে —
তাঁর চরণ-ছোঁওয়ায় পাথরে পাথর
মোম হয়ে যায় গলে।
অসীম জানায় পাহাড়
চরণে ঝুঁকে তাঁহার,
নারঙ্গী আঙ্গুর খর্জুর দেয় নজরানা দেয় হেসে।

১২৮ কীর্তন

মোর নন্দ-কুমার বিনে সই
নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
আজি বৃন্দাবন অন্ধকার।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি গোকুলের অশ্রু বারি।
(সখি লো)
পীরিত জানিয়া মেঘ-বরন শ্যামের শরণ লইয়া সই
তৃষিত চাতকী জ্বলে মরি সখি বিরহ-দাহনে জ্বলি সই
পীরিত মেঘে অশনি থাকে
কে জানিত সখি সজল কাজল পীরিত মেঘে অশনি থাকে।
(সখি লো)
ব্রজে বাজেনাকো বেণু আর চরেনা ধেনু;
আর পড়েনা গোকুলে শ্যাম চরণ রেণু।
তার ফেলে-যাওয়া বাঁশী নিয়ে শ্রীদাম সুদাম
হায় মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
হায় উড়ে গেছে শুক সারি, কৃষ্ণের নাম
আর শুনিনাকো, চল সখি যথা মোর শ্যাম।

কীর্তন

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি,
তুমি ব্রজের বালারে রাইকিশোরীরে
ভুলাইলে যে রূপ ধরি ॥
হরি বাজায়ে বাঁশরী সেই সাথে
যে বাঁশী শুনিয়া ধেনু ছোটে যে
উজান বাহি যমুনাতে।
যে নূপুর শুনে ময়ূর নাচিত, এস হে সেই
নূপুর পরি ॥
নন্দ-যশোদা-কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিত ক্ষীর ননী খেয়ে
এস সেইরূপে ব্রজ-দুলাল।
যে পীত বসনে কদম তলায় নাচিতে, এস সে বেশ পরি ॥
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি এস সেইরূপে
এ ত্রিবিধে,
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সেই বিরাট রূপ ধরি ॥

যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা
তখন তুমি এলে।
ভাটার স্রোতে ভাসল যখন ভেলা
ঘাটের অতিথি এলে॥

দীপ নেভাতে এসে কি বাদল
ঝড়ের পাখা মেলি॥

তখন তুমি এলে।

তখন তুমি এলে।

৪ II 7th
Sm. Kamala Debi
H. M. V.

কীর্তন

যা সখি যা তোর গোকুলে ফিরে।
যে পথে শ্যামরায় চলে গেছে মথুরায়
কাঁদিতে দে যায় সেই পথ-ধূলিরে॥
এ ত ধূলি নয় ধূলি নয়
হরি-চরণ-চিহ্ন-আঁকা এ যে হরি-চন্দন
ধূলি নয় ধূলি নয়।
আমি এই ধূলি মাখিয়া
হয়ে পাগলিনী, ফিরিব শ্যাম শ্যাম ডাকিয়া,
হব যোগিনী এই ধূলি-তিলক আঁকিয়া।
শুনিয়াছি দূতীমুখে প্রিয়তম আছে সুখে
সেই মোর পরম প্রসাদ।
শুনিয়া এ রাধিকায় সে যদি সুখ পায়
তবে সে সুখে সাধিব না বাদ।
আমার দীর্ঘশ্বাসে উৎসব-বাতি তার যদি নিভে যায়,
তাই তো ললিতা (সোমা) রব ধূলি-দলিতা
যাবনা গো তার মথুরায়।
সখি মথুরায় যাবনা.
মন হারানো মানিক সখি আর ফিরে পাবনা।
হারানো মানিক ~~সখি~~ তবু ফিরে লোকে পায়

* সে চিরতরে হারায়।
হৃদয় যে হারায় সে চিরতরে হারায়।
প্রেম যে হারায় সে চিরতরে হারায়॥

ডুয়েট

পু॥ যাও হেলে দুলে এলোচুলে কে গো বিদেশিনী।
কাহার আশে – কাহার অনুরাগিণী॥
স্ত্রী॥ আমি কনক-চাঁপার দেশের মেয়ে
এনু ঊষার রঙের গাঙে নেয়ে,
আমি মল্লিকা সে পল্লীবাসিনী॥

পু॥ চিনি চিনি ঐ চুড়ি কাঁকনের রিনিঝিনি
তুমি ভোর বেলা দাও স্বপনে দেখা।
স্ত্রী॥ তোমার রঙে, কবি আঁক আমার ছবি
তুমি দেবতা রবি আমি তব পূজারিণী॥

পু॥ এস ধরণীর দুলালী আমার দেশে
যথা তারার সাথে চাঁদ গোপনে মেশে।
স্ত্রী॥ আমি আলোক-তরী আমি যাইব ভেসে।
উভয়॥ চল যাই ধরণীর ধূলির ঊর্ধ্বে
যথা বয় অনন্ত প্রেম-মন্দাকিনী॥

১৪

পাহাড়ী — কাহার্বা

যাবার বেলায় ফেলে যেয়ো একটী খোঁপার ফুল।
আমার চোখে চেয়ে যেয়ো, একটু চোখের ভুল ॥
অধর-কোণের শরৎ হাসির ঝিলিক আলোকে
রাঙিয়ে যেয়ো আমার মনের গহন কালোকে,
চমকে দিও আঁধারকে মোর দুলিয়ে হীরের দুল ॥

একটী কথা কয়ে যেয়ো, একটী নমস্কার,
ওই কথাটী গানের সুরে গাইব বারবার।
হাত ধরে মোর বন্ধু বলো, একটু মনের ভুল ॥

ইসলাম।

যার হৃদয়ে আল্লার নাম সদাই জেগে রয়
আল্লার ঘর কাবা শরীফ তাহারই হৃদয়॥

আল্লার নাম জিকির করে যে জন নিরালায়
নাই গেল সে হজে, রে ভাই মক্কা মদিনায়
ঘরে বসেই হয় সে হাজী, আউলিয়া সে হয়॥

আপনাকে যে দিয়েছে ভাই খোদার নামে সঁপে,
কাজের মাঝেও মনে মনে আল্লা আল্লা জপে
তাহার মতন সুখী রে ভাই ফেরেশতাও নয়॥

(সে) যথায় বসে জিকির করে, সেই হয় মসজিদ,
(সে) যেখানে যায় সেইখানে ভাই আসে খুশির ঈদ,
বেহেশতের সে আশ রাখে না,
(তার) নাই দোজখের ভয়॥

ভজন (হিন্দী)

য়্যাকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরুঁ শ্যাম
তুম বিনা রহে না যায়।
তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়ি
প্রীত সে তোড়ন না যায়॥
[illegible] তরসত [illegible]
আয়ে মিলো কিরপা করো স্বামী
নিঁদ নাহি রৈনা, দিন নাহি চৈনা
বিরহী চিত [illegible]॥

রাগেশ্রী মিশ্র — আদ্ধা কাওয়ালী

রহি রহি কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে।
ভুলিতে তায় চাই যত তত স্মৃতি কেঁদে মরে॥
দিয়াছি তাহারে বিদায় আসেনি নয়ন নীর
সেই আঁখি-নীর আজি মোর নয়নে ঝরে॥
হেনেছি যে অবহেলা পাষাণে বাঁধি হিয়া,
তারি ব্যথা পাষাণ সম রহিল বুকে চাপিয়া॥
সেই বসন্ত যবে আসিবে গো ফিরে ফিরে,
আসিবে না আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে॥

Radha Rani

নারায়ণী — মধ্য কাওয়ালী

রহি রহি কেন সেই মুখ পড়ে মনে।
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে॥
উদাসী মেঘের দুয়ারে
মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে,
সে· বনপথে সে ভিখারীর বেশে
করুণা জাগায়েছিল অকরুণ নয়নে॥
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা, মোর চোখে ছিল বারি,
পিয়াসী চাতক-জল জল চাহিল গো
চিনিতে পারিনি হায় জলদ নেহারি।
তার অঞ্জলির ফুল পথে দলিতে
হেরেছি, সেই ব্যথা নারি ভুলিতে,
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন
অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে॥

১৮

মালকোষ মিশ্র - দাদরা

রাত্রিশেষের যাত্রী আমি
যাই চলে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার
চোখের জলের লেখা ॥
ফোটার আগেই ঝরে যে ফুল
সঙ্গী আমার সেই সে মুকুল
ছায়াপথে জাগে আমার
বিদায়-পথ-রেখা ॥

অনেক ছিল আশা আমার, অনেক ছিল সাধ,
ব্যর্থ হল না পেয়ে তোর আঁখির পরসাদ।

দীপ-নেভানো শূন্য ঘরে
এসো না আর খুঁজতে মোরে
তারার দেশে চন্দ্রলোকে
হবে আবার দেখা ॥

১৪ Dacca

রূপ নয় গো, এযে রূপের শিখা।
কে বিদ্যুল্লতা তুমি, কে গো সাহসিকা॥
বহ্নি-জায়া স্বাহা সমা
কে গো তুমি তন্বী রমা?
সবাই হেরি' জ্বলে তোমার
সবিতারই টীকা।
কে গো সাহসিকা॥
মনের তিমির পলায়, হেরি'
তোমার সিঁথির জ্যোতি।
নীল গগনের শুকতারা গো
ভোরের জ্যোতির্মতী।

তোমার রূপের মানিক রাতে
চাঁদের আলো রবির করে,
রাঙা ফুলের লাল আখরে
লেখনি গান শিখা॥

সরযূ নদীর জল-ছলছল কান্তি
মেলে যাই, ললাটে প্রশান্তি,

wrong

৫৯

ভজন

লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছ আমার সনে।
লুকাতে চাও বৃথাই হে শ্যাম, ধরা পড় ক্ষণে ক্ষণে॥
গহন মেঘে লুকাতে চাও অমনি রাঙা চরণ লেগে
যে পথে যাও সে পথ ওঠে ইন্দ্রধনুর রঙে রেঙে,
চপল হাসি চমকে বেড়াও বিজলীতে নীপ বনে॥
রবি শশী গ্রহতারা তোমার কথা দেয় প্রকাশ,
ঐ হেরি তোমার রূপের জ্যোতি মুখের হাসি,
হাজার কুসুম ফুটে ওঠে লুকাও যখন শ্যামল বনে॥
মনের মাঝে যেমনি লুকাও ধ্যান হয়ে যায় অমনি মুনি,
কোথায় তোমার নূপুর বাজে, আঁধার রাতে
বংশী শুনি।
চক্ষু হয়ে দৃষ্টি হয়ে আছ আমার এই নয়নে॥

৭৮

মার্চের সুর

শঙ্কা-শূন্য লক্ষ কণ্ঠে শঙ্খ বাজিছে ঐ।
পূণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ পথের যাত্রী কই॥
[illegible]
[illegible]
জীবন মোরা হবই হব জয়ী॥
জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা,
ভাষাহীন মুখে ভাষা,
রে নবীন, খোঁজ নব পথের দিশা—
কেহ নাই দেশে মানুষ তোরা বই॥
স্বর্গ রচিতে মৃত্যুহীন চল ওরে বীর চল নবীন,
দৃপ্ত চরণে নৃত্য-দোল জাগাও মরুতে রে বেদুইন।
নিশি নাই ওরে আর, ডাকে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই,
জাগে ঊর্ধ্বে দেবী জননী শক্তিময়ী॥

শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে।
হে বিরহী! গেলে চলে, শুনলে নাকো তারে॥
আমার বুকের যে কথা হায়
শুনতে এলে অনেক আশায়,
ফুটছে সেই কথার মুকুল
বিজন মল্লিকারে॥
যে কথা হায় বলতে এলে, গেলে নাকো বলে,
মালা গাঁথার ফুলগুলিরে গেলে পায়ে দলে।
সেই ফুলে আজ মালা গাঁথি
তোমার আশায় জাগি রাতি,
তোমার চলে যাওয়ার পথ ছুঁয়ে দিই
আকুল নয়ন-নীরে॥

সিন্ধু মিশ্র – কার্ফা

শিউলি ফুলের মালা দোলে
শারদ রাতের বুকে ঐ।
এমন রাতে একলা জাগি
সাথে জাগার সাথী কই॥
বকুল বনের বুনো পাখী
আকুল হ'ল ডাকি ডাকি
আমারও প্রাণ থাকি থাকি
তেমনি ডেকে ওঠে ঐ॥
কবরীফুল কবরীতে পরে প্রেম-গরবিনী—
ঘুমায় বঁধূ বাহুপাশে. ঝিমায় জোনাক নিশিথিনী
ডাকে আমায় দূরের বাঁশী
কেমনে আর ঘরে রই॥

৭১ Film miss dila (H. M. V.)

ঠুংরী — আদ্ধা কাওয়ালী

শূন্য বাতায়নে একা জাগি
সুদূর অতিথি তোমারে মাগি ॥
মম জাগার সাথী
একা বিস্মৃতি বাতি
জ্বলে শিয়রে রাতি
(মম) ব্যথার ভাগী ॥

(মোর) বিফল মালার কুসুমগুলি
করিনু ধূলায় (হায়) অঞ্জলি খুলি।
আর কত জনম
কাঁদি হে প্রিয়তম
এ দুরাশা মাগি ॥

শোনালো, শ্রবণে শোনা শ্যাম নাম।

খেউর

সখি আমিই না-হয় মান করেছিনু তোরা ত সকলে ছিলি
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি কেন নাহি ফিরাইলি॥

(আখর!—) ওরে ফিরাস নে পায়ে ধরি
ওরে পায়ে পায়ে ফের হরি,
পরিহরি মান অভিমান, তারে কেন নাহি ফিরাইলি॥

তোরা ত হরির স্বভাব জানিস,

ওর স্ব-ভাবের চেয়ে পর-ভাব বেশী, তোরা ত হরির স্বভাব জানিস,

মগ্ন হয়ে পর-ভাবে পরের ভাবনা ভেবে মোর হরি, হায়
চন্দন বলি' পর-পুরুষের কলঙ্ক মাখিয়াছে গায়।

ওর স্বভাব জেনেও রহিনি স্ব-ভাবে, ডাকিলিনা পর-কোটি-

তোদের পরম পুরুষে পর কোটি হ'ল, ডাকিলিনা পর-কোটি-

ওরে প্রাণেও কেন চিনিলে সই-

তোরা ত চিনিস হরিরে কেন ডাকিলিনা পর-কোটি-

হরি প্রহরী হইয়া রহিত রাতির.. সখিং অনুরাগে।

অনুরাগে কেন বেঁধিলে সই?

তোরা যে সবাই অনুরাগিণী, তোরা রাধার অনুবর্তিনী।
তোরা অনুরাগে কেন বাঁধিলিনা সই, ডাকিলিনা পর-কোটি!

৪৪

কীর্তন

সখি কই গোপী-বল্লভ শ্যামল পল্লব-কান্তি।
সখি আমার হরি বিনে হরি-চন্দনে নাহি শান্তি॥
ঐ দেখ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে
ওলো নহে কদম (সিয়ালি তমাল), প্রিয় মোর ঐ দাঁড়িয়ে।
ওলো নহে তরুর শাখা, ওলো মোর বঁধু আসে বাহু বাড়িয়ে।
ফুল্ল আগলি তরু কি কখনো দুলে গো অমন করিয়া,
ওলো বনমালা গলে বনমালি মোর নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া
ঐ যে শ্যামের মোহন চূড়া,
ওয়ালি বনের ময়ূর নহে ও, ঐ ও শ্যামের মোহন চূড়া।
তোরা দেখে যা তোরা দেখে যা,
অভিমানে শ্যাম আসিছে না কাছে
ডেকে যা তারে ডেকে যা।
তারি বিলসিত নীল শাড়ী কি ঐ
যমুনার কালো জলে,
বিজলির আঁখি হানিছে সে কি
ডাকে মোরে মেঘ-দলে।
তোরা ছেড়ে দে মোরে ছেড়ে দে
আর দিসনে বাধা,
ঐ গহন কালোতে গাহন করিয়া
ফুরাক আলোক-রাধা॥

Anjurbala (H.M.V.)

ভৈরব

সজল কাজল শ্যামল এস
তমাল কানন ঘেরি
কদম তমাল কানন ঘেরি।
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া নাচুক তোমারে হেরি॥
ফোটাও নীরস চিত্তে সরস মেঘ-মায়া
আনো তৃষিত নয়নে শ্যামলী ছায়া,
বাজাও কিশোর কাঁদের বাঁশরী-
ব্যাকুল বিরহেরই॥
দাও পদ-রজঃ হে ব্রজ-বিহারী মনের ব্রজ-ধামে (হরি)
রুনুঝুনু বাজুক নূপুর চরণ ঘেরি।
— কদম তমালকানন ঘেরি॥

Kumari Parul Sen

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়
কাজল আকাশ ঘিরে।
তুমি এস ফিরে॥

তুমি এস ফিরে॥

আকাশ কাঁদে আমি কাঁদি
বাতাস কেঁদে সারা
তুমি কোথায় কোথায় তুমি

তুমি এস ফিরে

সন্ধ্যা হ'ল, ওগো রাখাল! এবার ডাকো মোরে।
বেণুর রবে বেণুবনে ডাকো যেমন ধেনুরে ॥
সংসারেরই গহন বনে
ঘুরে ফিরি শূন্য মনে,
ডাকো তেমন বাঁশীর স্বনে
আমার আপন ঘরে ॥
প্রাণের মেলা, ভাঙল মায়ার খেলা,
(মোরে) ডাকো এবার তোমার পাশে, আর কেন হেলা ॥

খাম্বাজ — দাদ্‌রা

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের ক্ষেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল-হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে॥
টইটুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক জ্বলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগন-তলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে॥
নটকান রং শাড়ী প'রে কে বালিকা
ভোর না হ'তে যায় কুড়াতে শেফালিকা।
আনমনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়,
মৌমাছিদের সাথে সে চায়
কমল-বনের তীর্থে যেতে॥

[illegible] –

সাগরে যে জোয়ার জাগে জানেনা তা চাঁদ ।
চাহি' চাঁদ কোন্ লোকে [illegible] আছে ফুলের ফাঁদ ॥
দখিন-হাওয়া গোপনিয়ায়
যায় কাননে ফুল হেন মুঞ্জরে,
কুসুম ভাবে — এল বলে এ কোন্ পরমাদ ॥

কুঁড়ির বুকে শিশির ঝরি' [illegible] দুলিয়ে গেলে ফুল,
নবীন ফুলের বার্তা আনে ঝড় নিমেষের ভুল ।
~~আমি এলাম তেমনি করে~~
~~আমি [illegible] তেমনি [illegible]~~
আমি এলাম তেমনি করে
ঝড়ের বেগে তোমার ঘরে,
শান্ত বনে ফুল-ফুটানো কেনে চরণ-ছুঁয়া ॥

[illegible]

ধ্রু॥ সাজে অভিনব সাজে রাই শ্যাম-পাগলিনী॥
দো॥ নয়ন টিপিয়া হাসে চারিপাশে সহচরিনী॥

অন্যমনে মনের ভুলে
বাঁধে চূড়া বেণী খুলে,
দো॥ সিঁথি-মৌর ফেলে, পরে শিখি-পাখা বিনোদিনী॥

(রাই) সাজে এ কি সাজে রে,
(তারে) হেরিয়া কি বনে শ্যাম লুকাইল লাজে রে।
গাগরী বিসরি বাজায় সে বাঁশরী॥
পায়েলা-পরা পায়ে নূপুর বাজে রে।

পরিহরি নীল শাড়ি এল পীত-ধড়া পরি
হেরিয়া কিশোর হরি মুখে বলে, হরি হরি॥
(উদিল রূপের ছটায় কোটি রবি শশী জিনি॥)

আয় [illegible] যা রে দেখে,
আয় [illegible] যা রে দেখে,
কালাচাঁদে তোরা দেখেছিস,
এবার গোরাচাঁদে যা রে দেখে॥

[illegible]

৭২
Pen
Manada

ঠুংরী

সুনয়না, চোখে কথা কয়ে যায় ||
মনের বাণী দুটী মুখে শুনি
নয়ন-ফাঁদে প্রাণ লুকিয়ে চায় ||
দেহ-দেউলে দুটী দীপ দুলে,
মোর সারা অন্তর তায় ||

[illegible]

'Chitta + Amaresh + Shefali Bini

সুরধুনী-ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে।
মাগো! তোমার ত্রিভুবনের সকল জড় জীবের পরে॥
যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময় নতুন আলো,
সকল জীব হোক শুদ্ধ শিব, মা
সেই সুধাতে সিনান করে।
তোর শক্তি-প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর-দেবা
দিব্য জ্যোতির্দেহ পাবে, দানব অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথা-হত
শ্বেত-শতদলের মত
মা, তোর পূজাঞ্জলি হয়ে উঠবে ফুটে
সেই সাগরে।

মিয়ামল্লার — তেতালা (H.M.V.)

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এস মালবিকা।
অর্জুন-মঞ্জরী-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা
এস মালবিকা ॥
এস ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা,
শ্যাম জম্বু-বনে এস অমিতা,
আনো কুন্দ মালতী যুঁই ভরি' থালিকা —
মালবিকা ॥
ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এস সজল রেবা নদীর তীরে।
পরি' হংস-মিথুন আঁকা সাড়ি ঝিলিমিল,
এস ডাগর চোখে মাখি' সাগরের নীল,
ডাকে বিদ্যুৎ-ইঙ্গিতে দিগ্‌-বালিকা —
মালবিকা ॥

সাঁওতালী নাচ

হলুদ-গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে বাঁধব না বাঁধব না চুল।
কুস্‌মী-রং শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ারি-
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাব্‌লা ফুল আমের মুকুল॥

ঝিরকুট পাহাড় শাল-বনের ধারে
বসবে মেলা আজি বিকাল বেলায়-
দলে দলে পথে চলে সকলে হ'য়ে
সাঁওতাল সাঁওতালনী নূপুর বেঁধে পায়-
দেখ্‌ দে এসাথে বাঁশী সুরের সুরে পড়বে নাচবে॥
মহুয়া-কুঁড়ির মালা গেঁথেছি বিরলে হলুদ গায়
মাথে-সিঁদুর দেখে ঠিকানা আসব থেকে রেখেছি খোঁপায়।
পলাশ মালা নাই
কী যে পরি ছাই-
গাঁয়ের মেলারে এনে দে এনে দে এনে দে রে শিমুল ফুল॥

(অসমাপ্ত)

খাম্বাজ — কাওয়ালী

হাওয়াতে নেচে নেচে যায় ঐ তটিনী।
পাহাড়ের পথ-ভোলা কিশোরী নটিনী॥
তরঙ্গ-আঁচল দুলায়ে
বনভূমির মন ভুলায়ে
চলিছে চপল পায়ে
একাকিনী উদাসিনী॥
বেঁকে বেঁকে থমকে গিয়ে
হরিণীরে চমকে দিয়ে
ছুটিয়া যায় সে দূরে
আয় আয় আয় বলি' ডাকে কূলের বঁধূরে।
কূলে কূলে ফুটিয়ে ফুল
টগর জবা পলাশ শিমুল,
নেচে চলে পথ-বেভুল
ঘর-ছাড়া বিবাগিনী॥

Dilip Sinha

হাসি মুখে বাসিফুল ফেলে দাও ভোরে,
(মোর) মন নিয়ে ফেলে দিও তেমনি ক'রে ॥

কেন ডেকেছিলে তব উৎসব-সভাতে,
অবহেলা-ভরে যদি ফেলে দিবে প্রভাতে।
অকারণ অকরুণ বাণ হানিতে কেন
বনের পাখীরে ধরেছিলে পিঞ্জরে ॥

গান গেয়ে চলেছিনু আপনার পথে,
কেন তব হৃদয়ে ঠাঁই দিলে আমারে
এনে পথ হতে।
পুতুল খেলার মত মোরে লয়ে খেলিলে,
বাকী, রাঙিয়ে লোটে পায়ে দলে
ফেলিলে।
দেবতার পূজা-শেষে বিসর্জন দিয়ে
ডুবাইলে নদী-জলে নিঠুর ক'রে ॥

8ঘ
for Satya bala
(Twin)

ভজন

হে চির-সুন্দর বিশ্ব চরাচর
তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অপরূপ কায়া॥
দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননীর রূপে তুমি আমাদের চাও চুমি'
তব স্নেহ প্রেম রূপ কন্যা জায়া॥
হে বিরাট শিশু এ যে তব খেলনা,
নিতি নব ভাঙা গড়া দুখ সুখ বেদনা।
শ্যামল পল্লীর সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ মাধুরী দুলে ঢেউ-রঙ্গে,
বিশ্বের চক্ষে তব মহা লাবণী।
মায়াময়! অপরূপ বিছাও মায়া॥

R

দাদ্‌রা ৩

হেরি আজ শূন্য নিখিল
প্রিয় তোমারি বিহনে।
কোথা হায় তুমি কোথায়
উঠিছে কাঁদন পবনে॥
কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে॥
কান্তা-বিরহে হেথা ক্লান্ত কপোত কাঁদে
সে কোথায় গেছে উড়ে সাথী মোর কোন্ গগনে
আঁধার ঘরে মম কেন জ্বালালে বাতি,
যদি নিভায়ে দেবে ছিল গো তোমার মনে॥
ভাসিয়া চলেছি আজ শোকের কুসুম সম
নিরাশার পাথার-জলে তোমারি অন্বেষণে॥

নাচ

হেসে হেসে কলসী নাচায়ে কিশোরী চলে।
রিনিঝিনি কলস কাঁকনে কি কথা বলে॥
নেচে চলে যেন ঝরনা চম্পা-বরনা
বাহু দুলাইয়া
নয়ন-কুরঙ্গ জাগায় গো তরঙ্গ নদীর জলে॥

এ রূপ কেহই নয়নে হেরেনা
তারে দেখি কি করে
বিঁধি দিল রয়েছে দুটী আঁখি
তাহে অধীর পলক পারে।

গ্রামের পথে চাহে তারে
বাঁশী ডাকে বন-পারে
গিরি দরী চাহে যারে
চাহি তারে কোন্ ছলে॥

For Kamala (Jharia) ৪৩

হোরী

হোরি খেলে নন্দলালা।
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা॥
বিশ্ব-রাধা সে সাথে
রঙের খেলায় মাতে-
রঙে ত্রিভুবন হয়
রাঙা আলোক আবীর ছড়ায়
ভরি চন্দ্র-সূর্য থালা॥

আজি বনে বনে মনে মনে হোরী।
ধরার মরুতে লতায় ফুটে
রাঙা ফুল ফোটে মরি মরি।
আজি প্রাণে প্রাণে দুলে দোল,
দোল-পূর্ণিমা রাতি
রাঙা ফুল ওড়না রাতি-
ঝরীতে আকাশে প্রবালা॥

For Achenyaman

১৭

রসিয়া - হোরী

হোরীর রং লাগে আজি গোপিনীর তনু মনে।
অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু- বদনে ॥
ফাগের লালী আনিল কে
কাজল - কালো চোখে,
কামনার আবীর ঝরে রাঙা নয়নে ॥
অশোক রঙন ফুলের রাঙা
জাগে ডালিম-ফুলী গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি রসিয়ার নাচের তালে।
তাম্বুলী-রাঙা ঠোঁটে
ফাগুনের ভাষা ফোটে,
প্রাণের খুশীর রং লেগেছে রাঙা বসনে ॥

কবিতা

গোপন প্রিয়া

(১)

পাইনি ব'লে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রাণী।
মধ্যে সাগর, এ-পার ও-পার করছি কানাকানি।
আমি এ-পার তুমি ও-পার
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হতে হাওয়ায় দাও তুমি হাত-ছানি,
আমি মরু পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি!

(২)

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়।
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয়!
এই-পারী ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউর দোলা তোমার করলনা কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে — তোমার ধারে নয়!

(৩)

চেনার বন্ধু! পেলামনাক' জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দুদিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাকবেনাক' — থাকবে পাখীর স্বর!
উড়ব আমি — কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর!

(৪)

তোমার পায়ে বাজেনি কখন্ আমার পায়ের ঢেউ,
অ-জানিতা ! কেউ জানেনা, জানবেনাক কেউ !
উড়তে গিয়ে পাখা হ'তে
একটী পালক পড়লে পথে
তুলে প্রিয়-তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও !
ও কি সখি ? আপনি তুমি ফেলবে খুলে এ-ও !

(৫)

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী ?
মনের মনে নিশীথ-রাতে-
চুম দেবে কি কল্পনাতে ?
স্বপ্ন দেখে ~~জাগিবে কেঁদে~~ উঠবে জেগে, ভাববে কত কি !
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী !

(৬)

দূরের প্রিয়া! পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল,
কূল মেলে না তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল!
তোমায় পেলে থামত বাঁশী
থামত মরণ সর্বনাশী,
পাইনি ক' তাই ভরে আছে আমার বুকের কোল!
বেণুর হিয়া শূন্য বলে উঠছে বাঁশীর বোল!

(৭)

বন্ধু, তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও!
দূরে যত রও, এ প্রাণের তত নিকট হও!
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে,
যত গোপন তত মধুর, নাইবা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি, নয়ন-পাতে রও!

(৮)

ওগো আমার আড়াল-থাকা! ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ আমি আছি এই তো খুশী মোর।
কোথায় আছ কেমনে রানী
কাজ কি খোঁজে, নাই বা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর!
চাইনা জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।

(৯)

রাত্রে যখন একলা শোব, চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড় ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ
দুখের সুরায় মস্ত হয়ে
থাকবে এ প্রাণ তোমায় লয়ে
কল্পনাতে আঁকব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে — সেই তো চরম সুখ!

(২০)

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান;
থামলে আমি গানগাওয়ার তোমার অভিমান!
শিল্পী আমি আমি কবি
তুমি আমার-আঁকা ছবি,
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।
চাইব নাক, পরান ভরে করে যাব দান!

(২১)

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে? তুমি কেবা আমায়-অন্তর জানিবির।
গোপন তুমি আসবে নেমে
কাব্যে আমার - আমার প্রেমে,
এই সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী গান গেয়ে যাই, নাই বাঁধিলাম নীড়!

(৩২)

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে নাকি, সেইত মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠব বেঁচে — সেইত আমার প্রাণ!
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম গেয়ে গেলাম গান!

নজরুল ইসলাম

চট্টগ্রাম
২৮-৭-২৯
(মেঘে-ঢাকা দুপুর)

সিন্ধু

[প্রথম তরঙ্গ]

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির-বিরহী!
হে অতৃপ্ত! রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়।
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি?
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্দ্ধে নীলা, নিম্নে বেলা-ভূমি, —
কথা কও হে দুরন্ত, বল
এ বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল?
কিসের এ অশ্রান্ত গর্জ্জন?
দিবা নাই রাত্রি নাই — অনন্ত ক্রন্দন
থামিলনা বন্ধু তব!
কোথা তব ব্যথা বাজে? মোরে কও; কারে নাহি কব!
কারে তুমি হারালে কখন্?
কোন্ মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন?
কে সে বালা, কোথা তার ঘর?
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ ভালো?
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো?

অভিমান করেছে সে ?
মানিনী ঝিমায় সুখে নিশীথিনী-কোলে ?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে ? —
চাঁদের চাঁদনী বুঝি তাই এত টানে
তোমার সাগর-প্রাণ, জাগায় জোয়ার ?
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার,
বল বল বল !
ও কি গান ? ও কি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলছল —
ও কি হুহুঙ্কার ?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার ?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ ? ও কি অনুরাগ ?
জান না কি ? তাই
তরঙ্গে আছাড়ি মর আক্রোশে বৃথাই ?.....

মনে লাগে, তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ।
অশান্ত! প্রশান্ত ছিলে।
এ নিখিলে
জানিতেনা আপনারে ছাড়া।
তরঙ্গ ছিলনা বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নিক নাড়া।
বিপুল আরশী সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর! —

তপস্বি! ধেয়ানী!
তারপর চাঁদ এলো! কবে, নাহি জানি!
তুমি যেন উঠিলে শিহরি'!
হে মৌনী! কহিলে কথা, "মরি মরি
সুন্দর সুন্দর!"
"সুন্দর সুন্দর" গাহি' জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ সেই আদি কথা।
সেই বুঝি নির্জ্জনের সৃজনের ব্যথা!

সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দুজন!

কোথা সে উদিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে —
সে কথা জানে না কেউ, জানিবে না, চিরকাল নাহি-জানা রবে।
এতদিনে ভার হল আপনারে নিয়ে একা থাকা,
কেন যেন মনে হয় — ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কি নাই!
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই! — —
জাগিল আনন্দ-ব্যথা, জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি!
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি।
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা-উদ্বাস।
বিস্ময়ে বাহিরি এল নব নব নক্ষত্রের দল,
রোমাঞ্চিত হল ধরা,
বুক চিরে এল তার ফুল ফল!
এল আলো, এল বায়ু, এল তেজ, প্রাণ, —
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কী অভিনব গান! —
একি মাতামাতি ওগো একি উতরোল!
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল?

শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন চিনাজানা
কত সে আপনা!
জলে জলে মাতামাতি চলিছে বেগে,
ফুলে ফুলে চুমোচুমি, চরাচরে বনা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল—
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল!

বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিল জাগি', ব্যথা করি' উঠিল ও-বুক!
কী যেন সে খুশি জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গলে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
নিয়া নেশা নিয়া ব্যথা নিয়া সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু, উৎসুক উন্মুখ!

কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া—
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!
সিন্ধু ওগো বন্ধু মোর!
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হাহাকারে—!
বারেবারে

বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্ধ্বে প্রিয়া স্থির!
ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!
কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত!
নিখিল বিরহী কাঁদে, সিন্ধু, তব সাথে।
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে,
এক দুখে এক বেদনায়
বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, এক যাতনায়!
সেই অশ্রু — সেই লোনাজল —
তব চক্ষে — হে বিরহী বন্ধু মোর! — করে টলমল!
এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া! —

নজরুল ইসলাম

(বৃষ্টি-ঝরা সকাল)
চট্টগ্রাম
২৯-৭-২৬

সিন্ধু
(দ্বিতীয় তরঙ্গ)

হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী!
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-ভঙ্গে মাত উদ্দাম লীলায়!
হে উন্মত্ত, কেন এ নর্তন?
হে দুরন্ত! নিষ্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড় আছাড়িয়া?
সর্ব্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে তিলে!
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে। ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা!
হে চঞ্চল,
বারেবারে টানিতেছ দিগন্তিকাবধূর অঞ্চল।
কৌতুকী গো! তোমার এ কৌতুকের অন্ত যেন নাই!—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে
কার যেন পদ-রেখা!— কে নিশীথে এসেছিল ভুলে.

তব তীরে গর্বিতা সে নারী,
যত বারি আছে চোখে সব দিলে পদে তার ঢারি',
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায়!
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরাল কঙ্কনের ঘায়!
— গেল চলে নারী!
সন্ধান করিয়া ফের হে সন্ধানী তারি
দিকে দিকে তরঙ্গের জিহ্বা দিয়া,
গর্জনে গর্জনে কাঁদ — "পিয়া, মোরি পিয়া!"

বল বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিঁড়িল মালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান!

হে "মজনুন" কোন্ সে "লায়লী"র
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি? — বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ-ঘোষণা, সিন্ধুরাজ!
কোন্ রাজ-কুমারীর লাগি? কারে আজ
পরাজিত করি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি'? — সারে সারে

দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা!

ঝটিকা তোমার সেনাপতি—
আদেশ হানিয়া চলে উর্দ্ধ্বে অগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
মাইন তোমার চোরা পর্ব্বত নিপুণ!
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে সাবমেরিন,
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন!
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি চলিয়াছে বীর-
উদ্দাম অস্থির!
কখন্ আনিবে জয় করি—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
তোমার হেরেম-বাঁদী শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে
মুক্তা-বুকে মালা রচি নীচে!
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর—তোমার প্রিয়ার!
বধূ তব দ্বীপান্বিতা আসিবে কখন্
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।...

চট্টগ্রাম
৩০-৭-২৬

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী কপোত!
নাচায়ে আদর কর পাখীরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার!
হে মধুর! উচ্ছ্বাসে তোমার জল উছলিয়া উঠে,
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চু-পুটে?
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তট-ভূমি টেনে চলে তব আশা-তরণীর গুণ!
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব! — কী তুমি একাকী
ভাব কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন!
ফিরে চল ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে!—
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
প্রাণ যেন ভেসে যেতে চায় কোন্ দূরে — আরো দূরে
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে।
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি স্রোতে।

নিরুদ্দেশ! শুনে কোন্ আড়ালীর ডাক–
ভাটিয়ালী পথে চল একাকী নির্বাক্ ;
অন্তরের তলা হ'তে শুন কি আহ্বান ?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি' যেন,
চাহে তব প্রাণ!
বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায় — ব্যথায় — অপমানে!

তারপর, বিরাট পুরুষ, বোঝ নিজ ভুল–,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি' ওঠ, ভেঙে চল কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ।
বল, 'প্রেম করেনা দুর্বল ওরে, করে মহীয়ান!'
আনন্দে নাচিয়া ওঠ দুখের নেশায়, বীর, ভোল সব জ্বালা।
বারুণী-সাকীরে কহ, 'আনো সখী সুরার পেয়ালা!'
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হ'য়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।
হে শিব, পাগল,
তব-কণ্ঠে-ধরি রাখ সেই জ্বালা – সেই হলাহল!

×

হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হ'ল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা!

কত কথা আছে—কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে—সিন্ধু, বন্ধু গো আমার!
এস বন্ধু, মুখোমুখি বসি!
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুইপাশি
ঢেউ নাই যথা—শুধু নিতল সুনীল!—
তিমিরে কহিয়া দাও—সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি'।
সেইখানে কব কথা। যেন রবি শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি রবে—আমি রব—আর রবে ব্যথা!

সেথা শুধু ডুবে রব কথা নাহি কহি',—
যদি কই—
নাই সেথা দুটী কথা বই,—
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!'

চট্টগ্রাম
৩১-৭-২৬

(তৃতীয় তরঙ্গ)

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি!
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি!
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু! তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?
মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ — এক ভাগ বাকী!
সুরা নাই — পাত্র হাতে কাঁপিতেছে সাকী! —

হে দুর্গম! খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরিদরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী-ফুলে ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী!
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল।
পশেনা শ্রবণে তব ধরণীর শত দুঃখ গীত;
দেখিছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ,
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা ঋষি, উদাসীনবৎ!

ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মত
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ, – ভূমানন্দে হেরিছ সতত!–

হে পবিত্র! অজিত সুন্দর ধরা অজিত মহান–
সদ্য-ফোটা পুষ্প সম, তোমাতে করিয়া নিত্যস্নান।
জগতের যত পাপ গ্লানি–
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি!

ধরা তব আদরিণী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আস মেঘ বেয়ে!
হেসে ওঠে ফুলে ফলে দুলালী তোমার–,
কালো চোখ বেয়ে তার ঝরে কত আনন্দাশ্রু-ধার!
জলধারা হয়ে নাম, দাও কত রঙীন যৌতুক,
ভাঙ, গড়, দোলা দাও,–
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক!–
হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়!

হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরনীর কটিতট আছ আঁকড়িয়া

ইন্দ্রনীলকান্তমণি- মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলায় সাথে দোল অনুপম!

বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে দোলায়ে ওঠে সুরার মতন!
কত মৎস্য-কুমারীরা নিত্য তোমা' যাচে
কত জল-দেবীদের শুক্ত মালা পড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন!
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন!

মন্থন-মন্দর দিয়া দস্যু সুরাসুর-
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর-,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত সুধা — তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল
আছে জ্বালা-আছে স্মৃতি- ব্যথা-উতরোল।
ঊর্ধ্বে শূন্য - নিম্নে শূন্য - শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

হে মহান! হে চির-বিরহী!
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
নমস্কার!

নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ — আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ!

হে দুস্তর! আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার, নাহি কূল, — শুধু অশ্রু, ভুল!

মাগিব বিদায় যবে, নাহি রব আর
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া

—

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার — সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

চট্টগ্রাম —
২-৮-২৭

নজরুল ইসলাম

উচ্ছ্বসিয়া ওঠে কি যাহা আছে ওর বুকে?

খুঁজিতে আসিনি বন্ধু, বুঝেছি এবার
দেখিতে আমার রূপী বিরহ-বিথার!
~~সেবার আসিয়াছিনু সাথে কৌতুক,~~
~~ফিরিয়া গিয়াছি আঁখি ভরি লোনা জল,~~

সেবার আসিয়াছিনু হয়ে কুতূহলী-,
বাঁধিতে আসিয়া, দিনু আপনারে বলী!
কুলহারা সম ~~[illegible]~~ আজ আসিয়াছি ফিরে-
~~[illegible]~~ হারায়েছি মণি যথা সেই সিন্ধু-তীরে!
যেমন তা যা হারায়, ~~[illegible]~~ মণিহারা ফণী-
তবু ফিরে ফিরে আসে! বন্ধু গো, তেমনি
হেথা এসেছি ~~[illegible]~~ চোরা বালুচরে! —
যে চিতা ~~[illegible]~~ জ্বলিয়া, যায় নিভে চিরতরে
~~[illegible] মানুষের পোড়া মানুষের মন সেই সে শ্মশান~~
পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মশানে
তবু ঘুরে মরে কেন — কেন যে কে জানে!

~~[illegible] ঢাকিয়া আসি' কবরের তলে,~~
~~তারি লাগি' সারা রাত অভিসারে চলে-~~

প্রভাতে ঢাকিয়া আসি' কবরের তলে
তারি লাগি' সারা-রাত অভিসারে চলে-

সবুঝ মানুষ হায়! — ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝিবে কি তুমি কোনোদিন!
হয়ত হারানো মণি ফিরে তারা পায়,
কিন্তু হায়, যে অভাগা হৃদয় হারায় —

হারায় সে চিরতরে! এ জনমে তার-
দিশা নাহি মিলে বন্ধু!... তুমি পারাবার,
পারাপার নাহি তব, অনন্ত অতলে
যা ডোবে তা চিরতরে, ডুবে আঁখিজলে!...

জানিনা সাঁতার বন্ধু, হইলে ডুবুরি,
কুড়াতাম করে তব বক্ষ হ'তে চুরি
রত্নহার! কিন্তু হায়, জীবনে শুধু মালা
কি হইবে বাড়াইয়া সন্দেহ জ্বালা?
বন্ধু তব রত্নহার মোর তরে নয়,
মালার সাথে যদি না মেলে হৃদয়!

x x x

যার লোভে — অতিদূর অস্ত-দেশ হতে
ছুটে এসেছিনু — এই উদয়ের পথে! —
ওগো মোর লীলা-সাথী অতীত-বর্ষার,
আজিকে শীতের রাতে — নব অভিসার —!
চলে গেছে আজি সেই বরষার মেঘ,
আকাশের চোখে নাই অশ্রুর উদ্বেগ,
গরজেনা গুরুগুরু গগনে সে বাজ,
উড়ে গেছে দূর বনে ময়ূরীরা আজ,
রোয়ে রোয়ে বহেনাক পূবালী বাতাস,
শ্বসেনা ঝাউএর শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস,
নাই সেই চেয়ে থাকা বাতায়ন খুলি'
সেই পথে — মেঘ যথা যায় পথ ভুলি,
না মানিয়া কাজলের ছলনা নিষেধ
চোখ ছেপে জল ঝরা, — কপোলের স্বেদ
মুছিবার ছলে আঁখিজল আছে সেই —,
নেই বন্ধু, আজি তার স্মৃতিও সে নেই!

থরথর কাঁপে আজ শীতের বাতাস,
সেদিন আশার ছিল যে দীরঘশ্বাস

আজো তাহা নিরাশায় ~~শুধু কেঁদে যায়~~ কেঁদে বলে, হায়,
ওরে মূঢ় — যে যায় সে চিরতরে যায়!
যাহারে রাখিবি তুই অন্তরের তলে,
সে যদি হারায় কভু সাগরের জলে --
কে তাহারে ফিরে পায়? নাই ওরে নাই,
অকূলের কূলে তারে খুঁজিস বৃথাই! ---

~~সেদিন যে ফুল হায় কাননের মাঝে~~
~~ফোটেনি, ফুটিবে কি সে শিশিরের আশে~~

যে ফুল ফোটেনি ওরে তোর উপবনে
পূবালী হাওয়ার শ্বাসে বরষা-কাঁদনে
সে ফুল ~~ফোটেনি কি কভু~~ ফুটিবেনা রে আর শাখাতে,
দু ফোঁটা শিশির আর অশ্রুজল পাতে! —

~~আমার সান্ত্বনা নাই, জানি বন্ধু জানি, —~~

আমার সান্ত্বনা নাই, জানি বন্ধু জানি,
শুনিতে পাচ্ছি তব — যদি কানাকানি-
হয় তব কূলে কূলে — আমার সে জ্বালা!
এ কূলে বিরহ-রাতে কাঁদে চক্রবাক,
ও কূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ বিরহ এ কি শুধু বিরহ একার?

কুহেলি-উত্তরী টানি' শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, নিঃশব্দ সঙ্গীতে
ভরে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে জাগি'
ব্যথিয়া ওঠে না বুক কভু কারো লাগি'?
উত্তরী খুলিয়া কভু সেই অর্ধরাতে
ফিরিয়া চাহ না তব কূলে কল্পনাতে?

চাঁদ সে ত আকাশের, এই ধরা-কূলে
যে চাহে তোমায় তারে চাহনা কি ভুলে?
তব তীরে অগস্ত্যের সম লয়ে তৃষা,
বসে আছি, চলে যায় কত দিবা নিশা!

যাহারে করিতে পারি চুমুকেতে পান,
তার পদতলে বসি' গাই শুধু গান!

আমি বন্ধু, এ চিরার মৃৎপাত্রখানি
ভরিতে নারিল যাহা, তারে ~~[illegible]~~ আমি মানি
~~ধরিবনা ভরিবনা ধরিবনা এ অধরে মম বেদি~~
ধরিবনা এ অধরে, এ মম হিয়ার
বিপুল শূন্যতা আর ~~ভরিবো কভু ভরিবো~~!
নাহি ভরিবার!

আসিয়াছি কূলে আজ, কাল ~~[illegible]~~ যাব ফিরে–
কূল ছাড়ি চলে যাব দূরে বহু দূরে!---

~~বল বন্ধু, বল জয় এ দুখের জয়,~~

বল বন্ধু, বল জয় বেদনার জয়!
যে-বিরহে কূলে কূলে নাহি পরিচয়—
কেবলি অনন্ত প্রেম অনন্ত বিচ্ছেদ,
হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ!
যে-বিরহে গ্রহতারা শূন্যে নিশিদিন
ঘুরে মরে। গৃহবাসী হয় উদাসীন.
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
উল্কা যায় ছুটে যায় অসীমের পথে;
~~[illegible]~~ ছোটে নদী দিশাহারা গিরি চূড়া হ'তে!

বারে বারে যেথা ফুলে [illegible] পাখায়,
বারেবারে ছিঁড়ে যায় তবু না ফুরায়—
মায়া পাখী যে-বিরহে! যে বিরহে জাগে
চকোরী আকাশে আর কুমুদী তড়াগে,
তব বুকে লাগে নিতি জোয়ারের টান,
যে বিষ পিইয়া কণ্ঠে ফুটে ওঠে গান, —

বন্ধু, তব জয় হোক!—এই শুধু চাহি'
হয়ত আসিব পুনঃ তব কূল বাহি',
হেরিব নতুন রূপে তোমারে আবার,
গাহিব নতুন গান! নব অশ্রুহার-

গাঁথিব গোপনে বসি, নয়নের ঝারি-
বোঝাই করিয়া, দিব তব তীরে ডারি!

হয়ত আসিবে পুনঃ তব তীরে তীরে-

ফুটিবে মঞ্জরী নব শুষ্ক তরু-শিরে।
আসিবে নতুন পাখী- শুনাইতে গীতি,
আসিবে না শুধু এ একা অতিথি!

যেদিন ও-বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে দগ্ধ মরুস্থল
পুড়িবে একাকী তুমি, মরুতৃষ্ণা হয়ে
আসিব সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে!...

আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো, বিদায়!

আজাদ-মঞ্জিল
চট্টগ্রাম
১৬-৭-১৯২৬
কবি

ওগো ও চক্রবাকী!
তোমারে খুঁজিয়া অন্ধ হ'ল যে চক্রবাকের আঁখি!
কোথা কোন্ পারে বাহিলে লো তারে ভুলে?
হেথা সাথী তব ডেকে ডেকে ফেরে বিরহীর কূলে কূলে!
দিবসে ঘুমালে সব ভুলে যার পাখায় বাঁধিয়া পাখা,
চক্ষুতে যার আজিও তোমার চক্ষুর চুমা আঁকা,
"রোদ লাগে" বলে যার ডানাতলে লুকাইতে নানা ছলে,
থাকিয়া থাকিয়া উঠিতে কাঁদিয়া তবু কেন পলে পলে,
আদরের পারা সাদরের বারা আঁচলা যাহার কাছে
কায়ার পিছনে ছায়াটির মত ফিরিত পাছে পাছে,

আজ সে যে হায় কাঁদিয়া তোমায় দিকে দিকে খুঁজে মরে;
ভীরু মোর পাখী! আঁধারে একাকী কোথা কোন্ বালুচরে?

অসীম আকাশ ~~[illegible]~~ হাসে মোর পাশে, ~~[illegible]~~
তারার দীপালি জ্বালি,
বলে, "পরবাসী! কোথা কাঁদ আসি? হেথা শুধু চোরাবালি!
তোমার কাঁদনে আমার আঙনে নিবে যায় তারা-বাতি,
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এস হব মোরা সাথী!"...
মানে না পরান, গেয়ে গেয়ে গান কূলে কূলে ফিরি ডাকি',
কোথা কোন্ কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী?

কভু না পোহায়, চাই ওপারের তীরে;
~~কেন [illegible] না চায়~~, বিরহের রাতি এই দীরঘ কি রে?
~~না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, [illegible]~~
~~[illegible]~~
বিরহের
~~না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, [illegible]~~
~~পড়ে যায় মাঝে [illegible], নিভে যায় [illegible]-শিখা~~!

না মিটিতে সাধ বিধি সাধে বাদ, বিরহের যবনিকা
পড়ে যায় মাঝে, নিভে যায় সাঁঝে মিলনের মরু-শিখা!
মিলনের কূল ভেঙে ভেঙে যায় বিরহের ~~[illegible]~~, বন্যায়,
অধরের হাসি বাসি হয়ে ওঠে বুক-ভাঙা বেদনায়!

তোমারি মালায় রেখে যাই প্রিয় ঝরা মালকের স্মৃতি—
এই বালুচরে ঝাউয়ের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!

যদি পথ ভুলে আস এই কূলে কোনোদিন রাতে রানী,
প্রিয় ওগো প্রিয় তুলে নিও এ ঝরা-মালক মালখানি!

বাংলার "আজীজ" *

পোহায়নি রাত, আজান তখন দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন, আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগলে, তুমি, গাইলে জাগার গান!
ফজর-বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার-'পর
ঘুম-টুটানো আজান দিলে — "আল্লাহু আকবর!"
কোরান শুধু পড়ল সবাই বুঝলে তুমি একা
লেখার যত ইসলামী-জোশ তোমায় দিল দেখা!
খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার;
আলোয় তোমার উঠল নেচে দু-ধারী তলোয়ার!
চমকে সবাই উঠল জেগে, কচলে গেল চোখ,
নৌ-জোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্ত হ'ল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ-শাবক দল —
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর দুশমন দর্দার;
লায়লা চিরে আনলে নাহার — রাতের তারা-হার!
শীতের জরা দূর হয়েছে ফুটছে বাহার-ফুল,
গুলশানে ফুটল যখন, নাই তুমি বুলবুল!

* অবসর-প্রাপ্ত স্কুল-ইন্সপেক্টর- মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজিজ বি. এ. সাহেবের ; ২৫ —

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ-জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।—

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো," নিশি আর নাই বাকী!
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায়-ঢুলুঢুল
ফিরে ফিরে চায়, দু' হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশ্বাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছ স্বপন-চারী,
নিশীথ-রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

সারারাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে,
তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে।

জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি এসেছে যখন ঘুম
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল
আমার প্রিয়ার! — তোমার শাখার পল্লব-মর্মর
মনে হ'ত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আঁখির কাজল-লেখা,
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা
তব ঝির্‌ঝির্ মির্‌মির্ যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির সাড়ির আঁচলখানি।
— তোমার পাখার হাওয়া
তারি অঙ্গুলি-পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া। —

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া পড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি — তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

শিশু যাদুকর*

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর।

কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।

নবনীত-সুকোমল লাবনী লয়ে
এলি কি রে ধরণীর দিগ্‌বিজয়ে।

কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি
নির্মল নভে তুই চাঁদ পাহেলি।

প্রজাপতি- অন্যমনে
উড়ে এলি শ্যাম কান্তার-কাননে।

পাখা-ভরা মাখা তোর ফুল- ধরা ফাঁদ
কাঁদে আলো চোখে কালো — কলঙ্কী চাঁদ।

* নজরুলের হস্তাক্ষরে কবিতার নাম লেখা ছিল না, তবে এই নামেই 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩) গ্রন্থে প্রকাশিত।

অন্ধকারের প্যাঁচা

ওরে অন্ধকারের প্যাঁচা!
তুই চেনাক দিনের রবি যতই কেন চ্যাঁচা ॥
ঝরছে রসের পাগলি-ঝোরা
তা কি ~~[illegible]~~
তাড়িখানার মাতাল তোরা
বুঝবি না সে রসের

স্তব্ধরাতে

থেমে আসে রজনীর গীত-কোলাহল,—
ওরে মোর সাথী আঁখিজল,
এইবার তুই নেমে আয়
অতন্দ্র এ নয়ন-পাতায়!

আকাশে শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল,
রূপের পালঙ্ক বেয়ে ঝরে এলোচুল,—
কোন্ গ্রহে কে জড়ায়ে ধরিছে প্রিয়ায়
উল্কার মানিক ছিঁড়ে ঝরে পড়ে যায়,—
আঁখিজল তুই নেমে আয়
বুক ছেড়ে নয়ন-পাতায়!...

ওরে সুখবাদী!
অশ্রুতে পেলিনে যারে, হাসিতে পাবি কি তার সাদি?
আপনারে কতকাল দিবি আর ফাঁকি?
অন্তহীন শূন্যতারে কত আর রাখিবি রে কুয়াশায় ঢাকি?

ভিখারী সাজিলি যদি, কেন তবে দ্বারে
এসে এসে ফিরে যাস নিতি অন্ধকারে?
পথ হ'তে আন-পথে কেঁদে যাস লয়ে ভিক্ষা-ঝুলি,
প্রসাদ যাচিস যার তারেই রহিলি শুধু ভুলি?
সকলে জানিবে তোর কথা,
শুধু সে-ই জানিবেনা কাঁটা-ভরা ক্ষত তোর কোথা?
ওরে ভীরু, ওরে অভিমানী,
যাহারে সকল দিবি তারে তুই দিলি শুধু বাণী?
সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্ম-দাহ তোর,
গানের গহীনে ডুবে কতদিন লুকাইবি আঁখি-লোর?

কেবলি গাঁথিলি মালা, কার তরে কেহ নাহি জানে,
অকূলে ভাসায়ে দিস, ভেসে যায় মালা শূন্য পানে।
সে-ই জানিলনা শুধু যার তরে এত মালা গাঁথা,
জলে আঁখি তোর, ঘুমে ভরা তার আঁখি-পাতা!
কে জানে কাটিবে কিনা আঁধিয়ার অন্ধ এ নিশীথ,
হয়ত হবেনা গাওয়া আধ-গাওয়া গীত,
হয়ত হবেনা বলা বাণীর বুদ্বুদ যাহা ফোটে নিশিদিন,
সময় ফুরায়ে যায়,
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা কুহেলি-মলিন।

সময় ফুরায়ে যায়, চল ওরে, বল্ 'আঁখি হলি,'—
ওগো প্রিয়, আমি যাই, এই লই মম ভিক্ষা-ঝুলি!
ফিরেছি সকল দ্বারে, শুধু তব ঠাঁই—
ভিক্ষাপাত্র লয়ে করে কভু আসি নাই!
ভরেছে ভিক্ষার ঝুলি মানীকে মানিতে,
ভরে নাই চিত্ত মোর; তাই শূন্য চিতে

এসেছি বিবাগী আজি! ওগো রাজ-রানী,
চাহিতে আসিনি কিছু, সঙ্কোচে যতেক মুখে দিয়াছ টানি!

জানাতে এসেছি শুধু,—অন্তর-আসনে
সব ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে যাহারে গোপনে
চলে গেছি বন-মাঝে একদা একাকী—
বুক-ভরা কথা লয়ে জল-ভরা আঁখি,
চাহিনিক হাত পেতে তারে কোনোদিন,
বিলায়ে দিয়াছি আরো সব, যাচিনিক ফিরে পেতে।
ওগো উদাসীন
এ সমাজ নাই চলে, হাটে বিকি-কিনি!
কারো প্রেম ধরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারী করিয়া দেয় বহু দূরে ঠেলে।

জানিতে পারিনি আমি — নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছি কি না সেই নদীকূলে
যার ঢেউ-জলে
ভেসে যায় তরী মোর দূর শূন্য পানে।

তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যথা করে বুক,
সুখ ফিরি করে ফিরি তবু নাহি সুখ যায়,
এ দুখের সুখ।
আর কারে ছলিয়াছি?
তোমারে ছলিনি কোনো দিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ঋণ
দিয়া গেনু যখন

আকতার মামুন
চট্টগ্রাম
২০-৭-১৯২৯
কবি ২৩শে

দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ

১

সুন্দর তুমি, নয়ন তোমার মানস-নীলোৎপল,
তনু-ভরা কালো রূপ-তরঙ্গ চন্দ্রমা-ঢলঢল।
চাহিছে আকাশ আনত-নয়ন সুন্দর তব চোখে,
রজনী-গন্ধা তব মুখে চেয়ে বিকশে কানন-লোকে।
আকাশ-গঙ্গা নামিয়া এসেছে সন্ধ্যা-রানীর রূপে,
তব রূপ-শিখা চুরি করে চায় প্রভাতী তারকা চুপে।
টলটলে তব লাবনী- কোমল যৌবন-পরাগ মাখা,
জোড়া ভুরু যেন গাঙচিল ওড়ে — নয়নে সাগর ঢাকা।
শুভ্র তোমার ললাটে শোভিছে ওটি কি সন্ধ্যা-তারা,
নয়নে তোমার কাজল পরাতে ঘোরে মেঘ দিশাহারা?
তুমি সুন্দর স্রষ্টার যেন মানসী কন্যা প্রিয়,
গোধূলি আসে দোলে কি গগনে তোমারই উত্তরীয়?
নামিয়া আসিলে দিবালোকে ভুলে, হে স্বপন-বিহারিনী।
মম গানে মম সুরে ও বয়ানে, হে রানী, তোমারে চিনি।

* কবিতাটিতে কবির হস্তাক্ষরে কোনো নাম দেয়া ছিল না। তবে এটি অগ্রন্থিত রচনা হিসেবে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী' নবম খণ্ডে 'দার্জিলিঙে রচিত কবিতাগুচ্ছ' নামে প্রকাশিত।

২

আমার হিয়ার-কমলে আলতো রাঙিয়া চরণখানি-
উদিলে বিশ্ব-রমা কি গো আজ, রূপ ধরে এলে বাণী?
কত বিনিদ্র বরষ মাস অদেখা যে লক্ষ্মীরে
রচিয়া তুলেছি কবিতায় গানে — সে কি আজ এল ফিরে?
আমারে বেদনা হানিয়া যাহারা চলে গেছে দূর পথে,
তাদের গোপন বেদনা তুমি কি এলেই উজান স্রোতে?
গানের দীপালি জ্বালিয়া, ছিলাম যার পথ পানে চাহি'
দীপ নিবে যায় — হায় এতদিনে সে এল স্বর্গ বাহি'?
নয়নের জল গিয়াছে শুকায়ে, বুকে দাহ সাহারার,
আজ কেন এলে হে শেষ অতিথি পার হয়ে পারাবার?
নয়নের কূলে অশ্রুর চর গানের চখা ও চখী-
ডাকে অনুখন — অনন্ত নিশি! তার মাঝে তুমিও কি
তুমি-[illegible] মোর কোন জনমের সাথী এলে সেই তীরে
প্রভাত হলো, হেথা শুধু রাত্রি, সাথী মোর, যাও ফিরে!

২ II

ওর ঘুম-নীড়ে যাও ফিরে, এযে বেদনা-বিহার-লোক,
অশ্রু কাহারে কয় জানেনা ও আজও ও চোখ!
বিয়ানে বিরিঙে যারে — মনে হয় বুঝি ওর তৃষা লাগে
সে কেন আসিবে দিনের আলোকে এই কণ্টক-বাসে? ...

তুমি ত তোমারে জাননা, তুমি যে কবির প্রথম গান,
নীহারিকা-লোক হ'তে ভাঙিয়াছি ঘুম, গাহি' সত গান।
আমার বাণীর পদ্ম-সনে, হে ভোরের হিম-কণা,
আনমনে আস আনমনে যাও — চঞ্চল কল্পনা!
চোখে লাগে বড় দিবসের দাহ স্বপ্ন-দুলানো আলো,
অন্তর-ছায়ালোক-বিহারিণী! আঁধারেই আমার ভালো।
চিনিতে-না-দেওয়া চির-হারা-ধন মায়া-লোকে থাক তুমি
কল্প-লোকের ক্লান্ত পথিক ঘুমালে 'ডাকিও তুমি'।
গানের প্রদীপ হাতে করে খুঁজি বেদনা-আঁধারে পথ,
এ মোর নিয়তি! হে রানী, ফিরায়ে লয়ে যাও এ রথ।

১

কতদিন হ'ল — মনে লাগে যেন বহু সে জনম আগে —
তোমারি মত সে এসেছিল এক বিজয়িনী অনুরাগে;
সেদিন ছিলনা ভিক্ষার ঝুলি, নিরাশ ছিল চোখ,
সব হারা সেই ক্ষ্যাপা-খ্যাপাটি চলে গেলি নিয়ে শোক।
শুধাইয়াছিনু তাহারে — 'আমারে কি দিবি তোমার দান?'
চলে যেতে যেতে বলে গেল — 'জল চক্ষে, কণ্ঠে গান!'
বন-পথ ছিল ছায়া-ঘন, ছিল মন-পথ অমলিন,
জাগিয়া হেরিনু ছায়া গেছে কোথা, রৌদ্র-দগ্ধ দিন।
স্বপন-জড়িত চোখে আঁখিরে দেখিতে পাইনি তারে,
ভাসালিনু শুধু কেঁদে ক্ষণিক নীরবের পারাবারে।
কণ্ঠে কণ্ঠে খুঁজি সেই সুর, সকল কণ্ঠে তাই
তরু-কিশলয়-পথে [illegible] নাই [illegible] কোথা নাই।
তুমি কি [illegible] এনেছ সেই মানসীর কেহ?
আমি যে আছি এখনো স্মৃতি, তবু আশা মরে!

দার্জিলিং
১৩-১-৩১

সুন্দর তনু, সুন্দর মন, হৃদয় পাষাণ কেন?
সেই ভুলে-যাওয়া অবহেলা এলে সুন্দর রূপে যেন!
নারী কি দেবতা? কেবলি কি তারা পাষাণ নির্বিকার?
পদতলে তার- পূজার অর্ঘ্য নিতি হয়ে ওঠে ভার।
কত সে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ, রানী?
ধরা নাহি দিলে, তোমারে খুঁজিছে কত সে কবির বাণী?
আমার গানের একা তরণীতে- আজো আছে আছে ঠাঁই,
~~[illegible]~~
তোমার পরশে সোনা হয়ে যাবে, এড়ায়ে চলিছ তাই?
আমার- সুরের শতদলে তব চরণ রাখিলে কেন,
না ছুঁতেই যদি চলে যাবে দূর- ভুলে-যাওয়া লোকে হেন?
ন[illegible] থাকুক আমার — সে মোর বন্ধু প্রিয়,
থাক [illegible] গান — যদি মনে লাগে গানেরে ভালোবাসিও।

[illegible] ২৬-৬-৩১

৪

আমার অশ্রু-বর্ষার শেষে ইন্দ্রধনুর মায়া-
কেন এলে, যদি তুমিও লুকাবে গগনে রচনি কায়া?
আমি ত তোমারে চাহিনি আমার সাজাতে বাসর ঘর,
আমি চেয়েছিনু করিতে তোমারে আরো সুন্দরতর।
যত রঙ আছে মোর মনে, প্রাণে আছে মোর যত গান,
রঙে রূপে-গানে সুরে ও লেখায় তোমারে করাব স্নান —
ইহার অধিক চাহিনিত কিছু; আমার কাব্যে গীতে
আমি চেয়েছিনু তোমারে হে প্রিয় চির-অমরতা দিতে।
চলে যাব যবে এই ধরা ছাড়ি অজানা পারের দেশে
রবে শুধু মোর কবিতা ও গান, মোর স্মৃতি যাবে ভেসে —
সেদিন সকলে খুঁজিবে আমার অতীত কাহিনী কথা,
গাহিবে কে গান আমার সোনালী বীণায় হানিয়া ব্যথা।
অশ্রুমতী কে কবির প্রিয়া সে — যারে তনু মন ঘিরে-
গেয়েছে কবি এ গান বসি' বেদনা-সিন্ধু-তীরে।

আমি জানি তব নিরশ্রু চোখে সেদিন নামিবে ঢল,
দূর তারা-লোকে খুঁজিবে আমায় বাণীহীন বেদনায়।...

কানন যখন ভ'রে ওঠে রাঙা ফুলে ফলে পল্লবে,
বিহগ-কণ্ঠ ভ'রে ওঠে, কেন কে জানে, গানের সুরে।
বাধা ত হানেনা কানন তাহারে। আমিও তেমনি করি'
তোমার শাখায় বসেছিনু তারে গানে গানে দিতে ভরি'।
চৈতী নিশীথে আকাশে যখন ওঠে গো পূর্ণ শশী,
চকোর-কণ্ঠে তারো অজানিতে ওঠে গীত উচ্ছ্বসি'।
ঘন ঘটা ঘোর ঘিরিলে গগন চাতক ফুকারি ওঠে,
ধরনী ভরিয়া সেই আনন্দে কত না কুসুম ফোটে।
তেমনি পুলকে তোমারে হেরিয়া গেয়ে উঠেছিনু গান,
সুন্দর হেরি' বীণা সম বেজে উঠেছিল মোর প্রাণ।
কোনো স্তুতি তব করিনি ত প্রিয়, বহে সে উর্দ্ধে তব–
তোমার উদয়ে ভরত পাখীর মত গেয়েছি স্তব।

কেন থামাইলে সে গান আমার, কেন দিলে অবহেলা?
তুমিও কি ~~[illegible]~~ মোর সন্ধ্যা-আকাশে ক্ষণিক রঙের খেলা?

আমি জানি, তব বন্ধু যাহারা আছে তব মন ঘিরে,
কোলাহল করি' বায়সের মত ~~[illegible]~~ নিজ নীড়ে যাবে ফিরে।
সেই কোলাহলে ডুবে যায় মোর ক্ষীণ কণ্ঠের গান,
তবু এই গান করিবে তোমারে চির-অমরতা দান।
কোলাহল তারা জানে শুধু, তারা জানে না অমৃত-সুধা,
তাহারা মিটাতে পারিবে না তব অন্তরতর ক্ষুধা।

তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন করি' ফিরিছে মোর যে গীতি,—
কমল-কাননে মধুপ যেমন গান করে ফেরে নিতি,—
সে গান বাজিবে আমাদেরও পরে বাণীর কমল-বনে,
অনাগত যুবা যুবতী ~~[illegible]~~ প্রেমিক প্রেমিকা গোপনে [illegible]
গাহিবে সে গীতি; আমার সহিত স্মরিবে তোমারে তারা,
হয়ত মোদেরি স্মরিয়া তাদের ঝরিবে ~~[illegible]~~ নয়ন-ধারা।
আমরা বাঁচিয়া থাকিব তাদের প্রণয়ে — অশ্রুজলে।
~~[illegible]~~ প্রিয় তারি [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] কাহিনী [illegible]।

দার্জিলিং
[illegible]

৩

ওপার হইতে আসিয়াছে ভেলা, বাজিছে বিদায়-বাঁশী,
প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম মোর, আজ তবে যাই আসি!
কত সে দিবস নিশীথ ধরিয়া কত শত অপরাধ
করেছি আমারো অজানিতে, কত হানিয়াছি সুখে বাদ।
কত অশান্তি সৃজিয়াছি, করি' দিবানিশি কোলাহল
শান্ত তোমার কুলায় মাঝারে করিয়াছি চঞ্চল।
আজ চলে যাই — রাখিয়ো না মনে অপরাধ যত মোর,
ঝড় এসেছিল নিশীথে, আবার আসিবে তোমার ভোর।
দুঃস্বপ্নের সম এসেছিনু, স্বপ্ন টুটায়ে যাই,
ভুলে যেয়ো যদি সে দুঃস্বপ্ন যায় ব্যথা হানিয়াই!
যদি ভুল করে মোরে মনে পড়ে ব্যথা করে ওঠে বুক,
সে ব্যথা ভুলিও — আমি এসেছিনু কেবলি হানিতে দুখ।
আমি চলে যাই — রাখিয়া গেলাম আমার তপ্ত শ্বাস,
শ্বসিয়া ফিরিবে সে শ্বাস আমার গিরি-র চারিপাশ।

আকাশ নিঙাড়ি' ঝরিবে যখন আকুল বরিষা-ধারা,
মনে করো, প্রিয়, জল নয় — মোর অশ্রু-সলিল তারা।
পূরবী বাতাস হু হু করে এসে আঘাত হানিবে দ্বারে,
মনে করো আমি লুটাইয়া পড়ি' কাঁদিতেছি হাহাকারে!

আমার রচিত কোনো গান যদি শোনো গো কাহারো কাছে
মনে করো — ঐ কণ্ঠে আমারি ব্যথিত কাঁদন আছে!
না জানিয়া আমি না জানি তোমার পায়ে কত হানিয়াছি,
রাহুর মতন তোমারে কেবলই চাহিয়াছি কাছাকাছি।
আজ ভুলে যেয়ো সে সব, আজিকে বিদায়-বিধুর ক্ষণে
ভুলে যাও এই রাহুর ছায়ায় রেখো নাকো কিছু মনে।
আজ রাহু-গ্রাস মুক্ত আমার মাধবী রাতের শশী!
যারে এ কলঙ্ক হানিল গো যদি, হাসিবে গগনে বসি'।
নিশীথে যখন ঘুমাবে এ-ধারে, রজনী রবে ও ধারে,
আমারে ডাকিয়া পাইবে না সাড়া, তখনো আকুল স্বরে—

ডাকিবে কি আর? হয়ত ডাকিবে, পাবে নাকো উত্তর,
হয়ত আমার স্মৃতি-কণ্টক ঝিঁঝির ও অন্তর।
বন-সে গানের পাখী—আসে; এসে গান গায় বন-কোনে,
উড়ে যায় পুনঃ অজানা অদূরে — কে বাঁধে তাদের ধরে?
আমি এসেছিনু তোমার কাননে তেমনি গানের পাখী,
গান-শেষে পুনঃ উড়ে যাই দূরে, সে গানের স্মৃতি রাখি
তোমার কণ্ঠে দিয়ে যাই মোর গানের কণ্ঠহার,
তারপর যদি বহে গো বুকে মাঝে সাত পারাবার।
ও কূলে থাকিয়া তোমার স্মরণে গাহি নিতি নব গীতি-
তোমারে স্মরিব। এপারে তোমার থাকুক শুক্লা তিথি।
হৃদয়ে তোমার না-ই যদি পাই, কণ্ঠে দিলাম মালা,
সেই সুখে প্রিয় ভুলিব আমার নীল কণ্ঠের জ্বালা!
থাকুক আমার আঁখির নিশীথ, কণ্ঠে শেষের বিষ,
তুমি সুখী হও, মম প্রেম রবে ঘিরিয়া অহর্নিশ।

দার্জিলিং
২৯-৬-৩১.

৬

— তুমি বুঝিবে না মোরে,
স্বপন-কুমার-স্বপ্নে আসিয়া চলে যাই ঘুম-ঘোরে।
গানের বিহগ এসেছিনু — ফুল ফুটেছিল তব বনে,
ডেকেছিলে তুমি তোমার ফুলের সুরভি-নিমন্ত্রণে।
মিটিয়াছে সাধ — শুনিয়াছ গান, ফুরায়েছে প্রয়োজন,
বাসি ঘ্রাণে আজ তব কানে মোর সঙ্গীত-গুঞ্জন।
ধরার মানবী — অমরাবতীর তুমি ত অমরা নহ
ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছ তাই শুনি' গীত অহরহ।
হে আমার ভীরু! আমার সহিত উর্দ্ধে পক্ষ মেলি'
উড়িতে তোমার ভয় জাগে মনে, তাই মোর অবহেলি'
চলেছ নিম্নে মাটির-দেশের ভঙ্গুর প্রেম মাগি'
তুমি বন্দিনী — নাই তব তৃষ্ণা স্বর্গ-অমৃত লাগি'।
হে প্রিয়, বিদায় দাও!
স্মৃতির শুষ্ক বৃন্ত তুলি' মোর বিদায়-পথে বিছাও।...

তার কপোলের মত ওর গালে ঘন-কমলীর আভা,
ভুরু দুটী যেন গগনের রেখা দূর দিগন্তে নাবা।
তোমার কপোলে পরাগ মাখাতে যত বন উপবন
যুগ যুগ ধরি' যেন গো কুসুম ফোটায় অনুক্ষণ।
তোমার ও রাঙা কপোল-পরশ নাহি পেয়ে অভিমানে
ফুটিয়া তাহারা ঝরে ঝরে পড়ে যেন গো হতাশ প্রাণে।
অধরে তোমার আঁকিত যেন গো অধরার সুধা মাখা,
কোন্ সে দেবতা-কবির গভীর রাঙা অনুরাগ-আঁকা।
চৈতী সাঁঝের পাণ্ডুর চাঁদের মত সে রুচির শুচি
তোমার শুভ্র হাসিখানি, তাহে ঝরে জোছনার রুচি।
নিশ্বাসে তোমার ফেনিল মদির অধরার তীব্রতা,
মদালস করে তনু মন প্রাণ সে সুরভি-বিধুরতা।
তোমার ভাষায় ভালো যে বাসায় চির-উদাসীরে, প্রিয়!
কবির হৃদয়-রক্তে ছোপানো তোমার উত্তরীয়।
মেঘলা-সাঁঝের তমাল-বনের গভীর-কাজল-ছায়া
তোমার দীঘল আঁখি-পল্লবে বিছায়েছে তার মায়া।

দৃষ্টিতে তোমার সৃষ্টিরে যেন কর সুন্দরতর,
সে যেন কুসুম ফুটাতে পারে গো বন্ধ্যা তরুর 'পর।
বিষাদ-বরষা নামে যবে মোর শ্রাবণ-গগন ভরি'
ঈষৎ চাহিয়া ফোটাও ইন্দ্রধনু সে মেঘের 'পরি।
মৃত্যু-বিধুর বিশ্ব যেন গো ভয়ে উড়ে যেতে চায়,
তব সুন্দর বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
শুভ্র শিশির-রাশি কে যেন গাঁথিয়াছে গোড়ে মালা,
গড়ায়ে পড়েছে দুধারে তোমার — তব দুটী বাহু, বালা!
আনিয়াছ তুমি নব পারিজাত-কোরক করিয়া চুরি-
স্বর্গ হইতে, রাখিয়াছ তাহা গোপনে বক্ষে পুরি'।
ও যেন তোমার সোনার হৃদয়-দেউলের হেম-চূড়া,
অথবা কুসুমে ঢেকেছ তোমার বক্ষ বেদনাতুরা।
চরণে তোমার অলক্ত পরাতে মেঘে ঐ রং ফোটে,
তোমারে হেরিতে তারা-দল নভে উল্কা হইয়া ছোটে।
নিষ্কলঙ্ক তব রূপ হেরি' কলঙ্ক হ'ল চাঁদে,
হিংসায় সে-গো কলঙ্ক-মাখা মুখ ঢাকি' রাতে কাঁদে।

এ রূপ যার — শোভা-সম্ভার বিশ্বের বিস্ময়,
মৃন্ময়ী ধরা ধরিয়া যাহারে হইয়াছে চিন্ময়,
যাহার রূপের জ্যোতিতে বুঝিবা দেব-লোক হয় ম্লান,
কে জানিত হায় সে অপরূপায় শুধু রূপ, নাহি প্রাণ!
সুন্দর এই সোনার দেউলে, কে জানিত, দেবী নাই,
এ শুধু রূপের মরু-শিখা — হরনে ছলনা সর্ব্বদাই।
রূপ নয় এ যে রূপের শিখা গো, কেবলি দাহন করে,
দলিত হৃদয়ে রাখিয়া চরণ নেচে চলে লীলা-ভরে! ....

মনে পড়ে সেইদিন —
মেঘ-লোক হ'তে তুমি নেমে এলে মায়া-কুহেলিকা-লীন।
তুষার-মাখানো তনুতে তখনো শুভ্র মেঘাবরণ,
রহস্য-লোক পার হয়ে এলে — রহস্য-ভরা মন।
চাঁদের কিরণ জমাট বাঁধিয়া তোমার ও তনু গড়ি —
পথ ভুলে যেন নামিল ধরায় চাঁদের সতীন পরী!

চোখ-ভরা শুধু জিজ্ঞাসা যেন, খোঁজে কোন্ বন্ধুরে
~~আসিয়াছি যেন গাহিয়া~~
পাখনা নয়নে মেঘের কাজল, পল্লব-মায়া মায়া,
রূপের সিন্ধু-তরঙ্গ যেন তোমাতে পেয়েছে কায়া।
— সহসা ডাকিলে মোরে
আঁখি খুলে আঁখি জাগরণে ডাকে স্বপন যেমন করে।
না-দেখা তোমার বন্ধুরে দেখা পাইলে কি মোর মাঝে?
শুধাইতে যাই — ভাষা নাহি পাই, মরি মনে মনে লাজে।
রূপের কুমার আমি নই, আমি রূপের দেশের পাখী,
রূপের কুমারী হেরিলে তাহারে সঙ্গীতে শুধু ডাকি।
সুন্দরে হেরি' কণ্ঠে আমার গানের জোয়ার জাগে,
তবে কি আমারে ডেকেছিলে তুমি মোর গীত-অনুরাগে?
সুরের দেশের পথ-ভোলা পরী — হয়ত কণ্ঠে [illegible] মম
তোমার দেশের সঙ্গীত-রেশ শুনিয়াছ নিরুপম।
বুঝিলাম — মোরে বাস নাই ভালো, ভালোবাসিয়াছ
কণ্ঠের মোর সঙ্গীত, মোর কবিতা-কানন-ভূমি।

বুক-ভরা ব্যথা অভিমান লয়ে তবু গাহিলাম গান,
আমার সে সুর-সুরধুনী-স্রোতে তোমারে করানু স্নান।
তোমার রূপের শিখারে স্নিগ্ধ করিলাম আঁখি-জলে,
বসালাম মোর কবিতা-কুঞ্জে- ঘন তৃণ-বীথি-তলে।
বলিলাম — "প্রিয়, রূপ নাই আজ, রূপের ভস্ম-শেষ,
আসিয়াছ শেষ অতিথি আমার- ভগ্নাবশেষ দেশ!
রূপ নাই, আছে রূপের তৃষ্ণা, রূপ-সৃষ্টির প্রাণ,
বুক-ভরা আছে অ-লেখা কবিতা, কণ্ঠে না-গাওয়া গান।"
তবু তুমি এলে, বসিলে কাননে, তব কর-ইঙ্গিতে
কানন আমার কাঁদায়ে তুলিনু সকরুণ সঙ্গীতে।
যত ফুল ছিল গানের কাননে — তারা সব ঝরি' ঝরি'
সঙ্গীত মোর- পড়িল তোমার রাঙা চরণের 'পরি।
কোনোটিরে তার- আদর করিয়া খোঁপায় তুলিয়া নিলে,
কোনোটিরে লয়ে ছোঁয়ালে অধরে, কোনোটি ফেলিয়া দিলে।
গানের নেশায় গাহিলাম গান — খুঁজিয়া সে দোষ নাই-
সে গান আমার পাইল আশায় অথবা গাহি বৃথাই।

আমার গানের সুর-হিন্দোলে, বাণীর পুষ্প-রথে
তোমারে লইয়া উধাও হ'লাম অমরাবতীর পথে।
সহসা পিছনে চাহি —
তুমি নাই — কবে নামিয়া গিয়াছ ধরণীর পথ বাহি'। —
গন্ধর্ব-দেশের কুমার সে কাহার অভিশাপে
ধরা-মাঝে কোনো লভিছি জনম, হেথা দিবা-দাহ-তাপে
কল্পনা মোর ম্লান হয়ে যায়, সারামন লাগে ধূলি,
কত না যতনে বাঁচাই কল্পলোকের কুসুমগুলি,
সে কুসুম লয়ে যারে দিতে চাই সে-ই হানে অনাদর,
হায় রে ধরণী — চাহেনাকো ফুল, চাহে শুধু ফুল-শর! —
আমার পুষ্প-রথ চলে একা অমরাবতীর পথে,
জানি ধরণীর কন্যার নাই নাই ঠাঁই সেই রথে।
গানের দেশের যে-সাথীরে খুঁজি ধরণীর কূলে কূলে,
দেখি নাই তারে, হয়ত জীবনে দেখিব না তারে ভুলে।

তুমি হেরি' শুধু ভুল করি — এই পারিজাত মোর বুঝি,
ঝরে যায় ফুল, ভেঙে যায় ভুল, আবার সাথীরে খুঁজি।
বন্ধু, করিও ক্ষমা!
আমি উড়ে যাই — কণ্ঠে তোমার মোর গান থাক জমা।
দূর আকাশের উদাসী বিহগ — গাহিতে আসিয়া গান-
আহত কণ্ঠে চলিলাম ফিরে আমার দূর বিমান!
হয়ত নিশীথে, ম্লান সন্ধ্যায়, সকরুণ নিশিভোরে —
সহসা হেরিবে আমারে আমার করুণ কণ্ঠস্বরে।
হয়ত পড়িবে মনে — কোনোদিন এই যে গানের পাখী-
তোমার চাঁপার ডালে বসে গেছে কত প্রিয় নামে ডাকি'
চোখে জল ভরে আসে যদি, ওর বন্ধুর নেশা করি'
ভুলিতে ভালবাসিয়ো আদর আরো আরো বেশী করি'।
হৃদয়ের রিক্ত- পান্থ-শালায় কত মুসাফির আসে,
কেহ গাহে গান, কারো অভিমান, কেহ আঁখি-জলে ভাসে।

মুসাফির চাঁদ যায় নিত্য পথে, হৃদয়-পান্থশালা
নূতন পথিকে লয়ে চলে পুনঃ হাসিকান্নার পালা।
কি হবে কাঁদিয়া মিছে —
সুমুখে হাসিছে সুখ-ইঙ্গিত, দুঃখ কাঁদুক পিছে।
আমার মনের রাঙা রঙ দিয়ে তোমার শুভ্র রূপ
রাঙায়ে গেলাম বিদায়-গোধূলি-মেঘ সম নিশ্চুপ।
আসিবে নতুন পথিক তোমার এই রাঙা রূপে ভুলি',
মানুষ-তোমারে আঁকিয়াছে নব রূপে সে আমার তুলী।
হয়ত জাননা তুমি, জানে সবে — আজিকার রূপ তব
শুধু তব নয় — উহারে দিয়াছি আমি রঙ রূপ নব।
বেদনার দিনে স্মৃতি যদি বেঁধে — করিও অহংকার —
কাব্য-আসনে বসেছ কবির লভেছ কণ্ঠ-হার!

৮-৮-'৩১.

4

রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসে তোমার আসিনি সজল মেঘের ছায়া,
তৃষ্ণা-আতুর হরিণীর চোখে কি হবে হানিয়া মরীচি-মায়া!
আমি কালো মেঘ — নামি যদি তব বাতায়ন-পাশে বৃষ্টি-ধারে,
বন্ধ করিয়া দিবে বাতায়ন, যদি ভিজে যাও নয়নাসারে!
সুখ-বিলাসিনী পারাবত তুমি, বাদল-রাতের পাপিয়া নহ,
তব তরে নয় বাদলের ব্যথা — নয়নের জল দুর্বিসহ।
ফাল্গুন-বনে মাধবী-বিতানে যে পিক নিয়ত কুহরি' ওঠে,
তুমি চাও সেই কোকিলের ভাষা তোমার রৌদ্র-তপ্ত ঠোঁটে।
জানিনা সে ভাষা, হয়ত বা জানি, ছল ক'রে তাই হাসিতে চাই,
সহসা নিরখি — নেমেছে বাদল রৌদ্রোজ্জ্বল গগন বাহি'।

ইরানী-গোলাব-আভা আনিয়াছ চুরি' করি' তরি' ও রাঙা তনু,
আমি ভাবি — বুঝি আমারি বাদল-মেঘশেষে এল ইন্দ্রধনু।
ফণীর ডেরায় কাঁটার কুঞ্জে ফোটে না কেতকী; তাহার ব্যথা
বুঝিবে না তুমি; বিরহীর তব ঘর নহে, এলে ভ্রমিতে হেথা।
ভ্রম ক'রে তুমি ভ্রমিতে হেথায় এসেছ ফুলের দেশের পরী,
জানিতে না হেথা সুখ-দিন শেষে আসে দুখ-রাতি আঁধার-ভরা
রাঙা প্রজাপতি উড়িয়া এসেছ, চপলতা-ভরা চিত্র-পাখা
জানিতে না হেথা ফুল ফুটে ফুল ঝরে যায়, কাঁদে কানন ফাঁকা।
যে লোনা-জলের সাত সমুদ্র গ্রাস করিয়াছে বিপুল ধরা,
সেই সমুদ্রে জনম আমার — আমি সেই মেঘ সলিল-ভরা।
ভাসিতে যে আসে আমার সলিলে, তাহারে ভাসায়ে লইয়া চলি
সেই অশ্রুর সপ্ত-পাথারে, পারায়ে ব্যথার শতেক গলি।
ভুল ক'রে প্রিয়া এ ফুল-কাননে এসেছিলে, জানা ছিল না তব
এ বন বাদল-অশ্রু যূথীর; এ নহে মাধবী-পুষ্প সব।

আঁখির ঝরনা-সিক্ত এ মন, যেথা নিশিদিন যে ফুল ঝরে—
তারি বেদনায় ভরে আছে মন, হাসিতে তাদেরি অশ্রু ঝরে।
সেই বেদনায় এসেছিলে তুমি ক্ষণিক স্বপন, ভুলের খেলা,
জাগিয়া তাহারি স্মৃতি লয়ে কাটে সুখের সকাল সন্ধ্যা-বেলা।
এ মোর নিয়তি, অপরাধ নাহি আমারও তোমারও — স্বপন-রানী!
আমার বাণীতে তোমার মূরতি বীণাপাণি নয় — বেদনা-পাণি।
তোমার নদীতে নিতি কত তরী এপার হইতে ওপারে চলে,
কাণ্ডারীহীন ভাঙা তরী মোর ডুবে গেল তব অতল-জলে।
ওরা শুধু ও বুক বেয়ে যায় সুখের আশার বণিক ওরা,
আমি ডুবে তব দেখিলাম তল — তল-শেষ চোরাবালুতে ভরা।
ভয় নাই প্রিয়, মগ্ন এ তরী — তব বিস্মৃতি-বালুকা-তলে
দুদিনে পড়িবে ঢাকা, উদাসিনী তুমি বয়ে যাবে চলার ছলে।

কুড়াতে এসেছ দুখের ঝিনুক ব্যথার আকুল সিন্ধু-কূলে,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায়ে হয়ত ফেলে দিবে কোথা মনের ভুলে।
তোমাদের ব্যথা কাঁদন যে বুক সে শুধু বিলাস, পুতুল-খেলা,
পুতুল লইয়া কাটে চিরদিন, আদর করিয়া ভাঙিয়া ফেলা।

মোর দেহ মনে নয়নে ও প্রেমে অশ্রু-সজল নীরদ মাখা,
কি হবে ভিজিয়া এ বাদলে, রানী, তব হাসি ঐ চন্দ্র রাকা।
সে চাঁদ উঠিছে গগনে তোমার, আমার সন্ধ্যা-তিমির-লোকে,
আমি যাই সেই নিশীথিনী-পারে যেথা সকল আঁধার মেলা।
আমার প্রেমের বরষা ধুয়ে এ হৃদি হ'ল সুনীলতর,
সে গগনে যবে উঠিবে গো চাঁদ — উজ্জ্বলতর তাহার কর।
যদি সে চন্দ্র-হাসি-নিলয়ে বিষাদ জাগে তোমার চোখে,
তোমার অতীত-তোমারে খুঁজিও আমার বিস্মৃতি-গানের লোকে।

সেথা ব্যথা রবে, রবে সান্ত্বনা, রবে চন্দন-সুশীতলতা,
যে ফুল-জীবন ঝরেনা — সে ফুল হইয়া ফুটিবে তোমার ব্যথা।
আমার গানের বিষ-দাহ যাহা সে আছে মোর নীলকণ্ঠে, ধূমায়[?]
বিষ-শোধে নব যে অমৃত-বাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম!
আমার শাখায় কণ্টক থাক, কাঁটার ঊর্ধ্বে তুমি যে ফুল,
আমি ফুটায়েছি প্রেমেরে[?] কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায়-বেলায়, এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরী,
তোমার[?] চেয়েও এ বন্ধুরে ভালোবাসি যেন এ বিধি[?] ধরি'!

এপারেতে একলা আমি, মধ্যে আমার বাণীর ধারা,
বন্ধু আমার বাণীর পারে একলা ফেরে সঙ্গীহারা।
তোমরা সবাই তরী নিয়ে ভাস আমার বাণীর স্রোতে,
দেখেছ কি — সে বাণী বয় কোন্ বেদনার উৎস হ'তে ?
আমার বাণীর কূলে কূলে শ্যামল ছায়া কুঞ্জবীথি,
সেই সে উদাস বালুচরে একলা ঘুরে আমার সাথী।
লেখার রেখায় রইল আভাস আমার আমি দ্বীপের রেখা,
ইন্দ্রধনুর রঙের পিছে যেমন বাদল-দিনের লেখা।
আমার বাণীর আকুল স্রোতে যে ফুল ভাসে সেই সে ফুলে—
হয়ত পরিচয় পাবে মোর — সে ফুল যদি নাই তুলে।

কাজী নজরুল ইসলাম

কলিকাতা
১৫-৭-৩১.

কল্যাণীয়া
শ্রীমতী মীরা চৌধুরী
চিরায়ুষ্মতীষু

শুভার্থী — কবিদা'

নজরুল হস্তাক্ষরে কবিতাটির কোনো শিরোনাম ছিল না।

সংগীত-গবেষণা

৭ ছায়ানটের পর আসে নিঝুম নিশি। বিহগ যখন ঘুমায়, বেহাগ তখন জাগে। শুদ্ধ মধ্যমই এর আসল মা। কড়ি মা — এর সংগে। দুই মধ্যমে এর যে অপরূপ শ্রী ফুটে ওঠে তার তুলনা নেই।

বেহাগ — ত্রিতাল

নিশি নিঝুম, ঘুম নাহি আসে।
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে॥
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে
[illegible]
[illegible]
ফুরায় দিনের কাজ, ফুরায় না রাতি;
শিয়রে দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি;
কহিতে নারি যে ঝুরিছে আঁখি,
বিষাদ-মগন ঘুম ভেঙে দেখি,
দিন যায় দিন গুনে, নিশি যায় নিরাশে॥

Written by Nazrul Islam.

নৌরোচ্‌কা

[illegible]

... পারস্য, আরব

টার্কি, মিশর প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতে

আমাদের দেশের দক্ষিণী ১৬ ও ২০ ঠাটের

মিল দেখা যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের সাথ

কবির তবলা-চর্চা

গীতি-আলেখ্য

হৃদয়ের এই তীর্থ-ক্ষেত্রে সব-চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য — উদাসীন পুরুষ এবং বিরহিণী নারীর — মঞ্জুমতী নদীর তীরে মিলন। নিতি বিরহের বেদনায় পুরুষ হয় বিমুখ, হয় উদাসীন বৈরাগী। সেই নিতি বিরহ নারীকে করে প্রেমময়ী। পুরুষ যে বিরহে হয় মরুভূমি, নারী সেই বিরহে হয় যমুনা। তরুণ প্রেম-পথ-যাত্রী সেই বিরহ-যমুনার কূলে দাঁড়িয়ে গায় —

(গান) — [Samaresh]

আমার মন লুকিয়ে থাকে আমারি মানের আড়ালে।
সেই গোপী কাহার লাগি কে গো এসে দাঁড়ালে॥
শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথী
সারা গেয়ে ওই কাঁদে দিবা রাতি
সেই হৃদয়ের গভীর বনে
কে তুমি পথ হারালে॥
হৃদয় দিয়ে [illegible] হয় যেখানে পরিচয়।
[illegible] আমার মনের পরিচয়।
সে বেদনার আগুন বুকে নিয়ে
জ্বলি আমি প্রদীপ-শিখা হয়ে
সেই বেদনা জুড়াতে মোর
কে তুমি হাত বাড়ালে॥

এই তীর্থ-ভূমির গোপন বেদনা-লোকে বসে ভীরু কিশোরী — ডাকে তার প্রিয়তমকে — রাতের রজনী-গন্ধা যেমন ডাকে আকাশের চাঁদকে। সবাই যখন ঘুমায়, সে তখন জাগে। সবাই যখন জাগে, তার প্রেম তখন সন্ধ্যার অবগুণ্ঠন টেনে লুকিয়ে থাকে। নীরব আঁখি-পাতে শুধু শোনা যায় তার কুণ্ঠিত মনের সুর: —

(গান) [Kusum Goswami]

চাঁদের মত নীরবে এস প্রিয় নিশীথ রাতে।
ঘুম হয়ে পরশ দিও, হে প্রিয়, নয়ন-পাতে॥
তব তরে বাহির-দুয়ার মম
খুলিবে না এ জনমে প্রিয়তম,
মনের দুয়ার খুলি' গোপনে এস.

নাটক

2

কল্পনা ॥ ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, আমাকে-
চিনতে পার কিনা।

কাঞ্চন ॥ না — হাঁ — তোমায় যেন কোথায় দেখেছি।
অথচ ঠিক মনে করতে পারছিনে।

কল্পনা ॥ আচ্ছা, আমি মনে করিয়ে দিই।
কাল রাত্রে ছাদে বসে চাঁদের দিকে
চেয়ে চুপ করে কি ভাবছিলে, মনে আছে?

কাঞ্চন ॥ হাঁ, মনে পড়েছে। ভাবছিলাম, আমি যদি
ঐ চাঁদের দেশে এক নিমেষে উড়ে যেতে
পারতুম, তো হলে কী মজাই না হ'ত! তারপর
মনে হ'ল, আমার মনের ভিতর কে যেন-
এক ডানা-ওয়ালা সুন্দরী পরী আছে, সে যেন
যাদু জানে, সে যেন এক-নিমেষে আমায়-
যেখানে ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেতে পারে।

কল্পনা ॥ ঠিক হয়েছে! এখন চেয়ে দেখ দেখি,
আমি সেই পরীর মত কিনা।

কাঞ্চন ॥ আরে, ঠিক সেই ত! একেবারে হুবহু
মিল! আমার মনের সেই পরী তুমি।
তোমার নাম কি বললে?

মেনু ।। মাটির পৃথিবী। আমি এই পৃথিবীর সুর-
ভালোবাসি। এর চেয়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে
করে না। ~~আমার ইচ্ছে করে~~ — [illegible]

[illegible] ।। আচ্ছা. এই পৃথিবীতে তোমার কী হতে ইচ্ছে করে?

মেনু ।। আমার হতে ইচ্ছে করে —

আমি হব সকাল বেলার পাখী।
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি'।
সূর্য্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে.
"হয়নি সকাল. ঘুমো এখন", মা বলবেন রেগে।
বলব আমি. "আলসে মেয়ে. ঘুমিয়ে তুমি থাক
হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?"
আমরা ~~আমি~~ যদি না জাগি মা. কেমনে সকাল হবে?
তোমার মেয়ে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে।"
ঊষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে
দেখব নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে!
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়
বলব আমি, ভোর হল যে. সাগর ছুটে আয়!
ঝর্ণা-মাসি বলবে হাসি' "খুকি এলি নাকি?"
বলব আমি. "নইক খুকী. ঘুম-জাগানো পাখী!"

আধ্যাত্মিকতা

Al - Lah

"Ruyat" continued

If He is Omnipotent. He is potent to manifest Himself in any manner anywhere. & at any time He likes.

"Mutazila" & the "Shia" doctors are opposed to "Ruyat" (beholding).

Ruyat - in term (ON) = Complete beholding.

Light of Essence = His pure & colourless self.

Beholding of God is of five Kinds. (1) in dream with the eye of heart. (2) beholding Him with his ordinary eyes. (3) Beholding in an intermediate state of Sleep & wakefulness. (4) Beholding in Special determination. (5) beholding the One Self in the multitudinous determination of the internal & external worlds.

Perfect manifestation = Mazhar-ke-Alam

ঐশীবাণী = Wahi. Divine revelations.

Saluk = (Journey) - Tarikat (Path)

Absolute = Mutlak. Determined = মুকাইয়াদ।

Arif = Knower of Allah. Ma'rifat = আল্লাহর জ্ঞান Knowledge of Allah

He is manifest in all. And everything has emanated from Him. He is the first & the last & nothing exists except Him -

চিঠি

৪-২-২৭ তারিখে হবীবুল্লা বাহারকে লেখা চিঠি (শেষাংশ)

হবীবুল্লা বাহার এবং শামসুন নাহারকে লেখা চিঠি

17-7-42.

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে লেখা চিঠি

INDIA
POST
WRITING SPACE

Moulvi Abdul Gafur
Saheb,
Vill. Bamshore,
P.O. Bhatar,
(Burdwan)

মৌলবি আবদুল গফূরকে লেখা চিঠি

বেতার ভাষণ

বিবিধ

আলো ও ফুল

আলোর মত জ্বলে ওঠ। উষার মত ফোটো।
তিমির চিরে জ্যোতির মত প্রকাশ হয়ে ওঠ।

১০-৭-২৬

'সিন্ধু-হিন্দোল' কবিতাগ্রন্থের শুরুর পৃষ্ঠায় লিখিত দুটি পঙ্‌ক্তি

আমার এই লেখাগুলি— আমার আদরের—
ভাই-বোন বাহার ও নাহার কে
দিলাম।

কে তোমাদের ভালো?
বাহার আন গুল্‌শানে গুল্‌, নাহার আন আলো।
বাহার এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান!
তোমরা দুটী ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী,
একটী বোঁটায় ফুটলি এসে — নয়ন ভুলালি!
নামে নাগাল পাইনে তোদের, নাগাল পেল বাণী,—
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি!

নজরুল ইসলাম

চট্টলা—
৩১-৭-২৬

'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭) গ্রন্থের উৎসর্গপত্র

কবিতার খাতার তৃতীয় পৃষ্ঠা
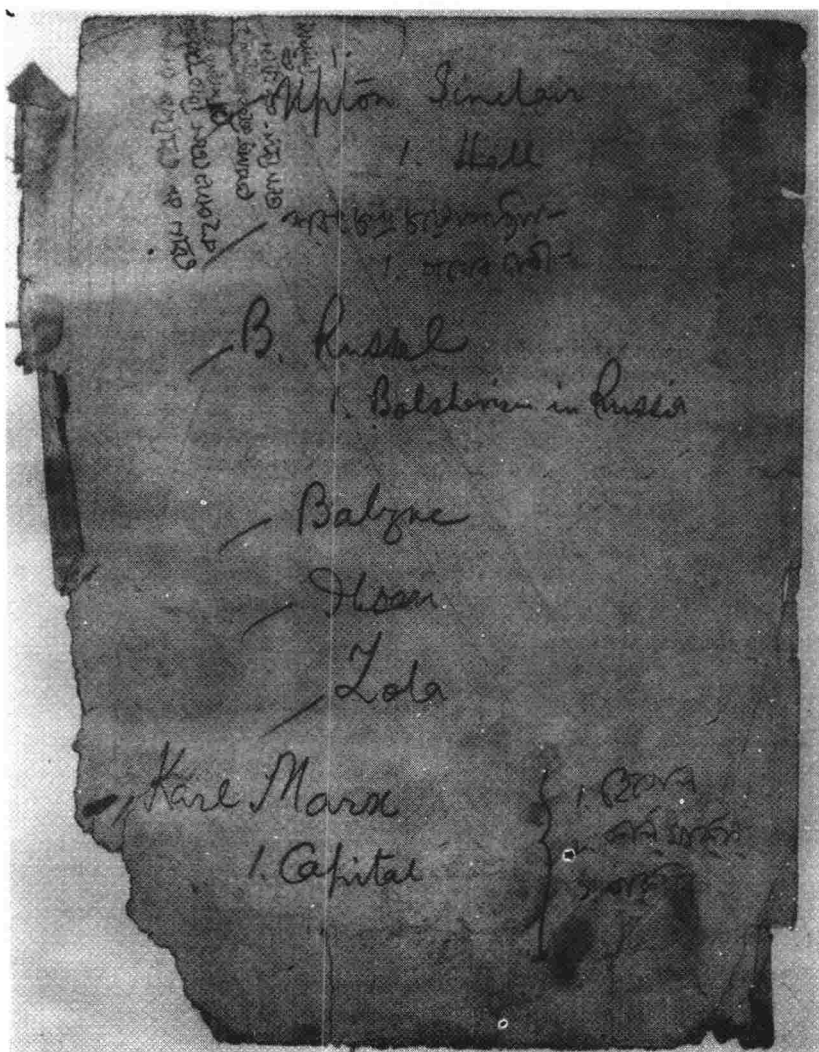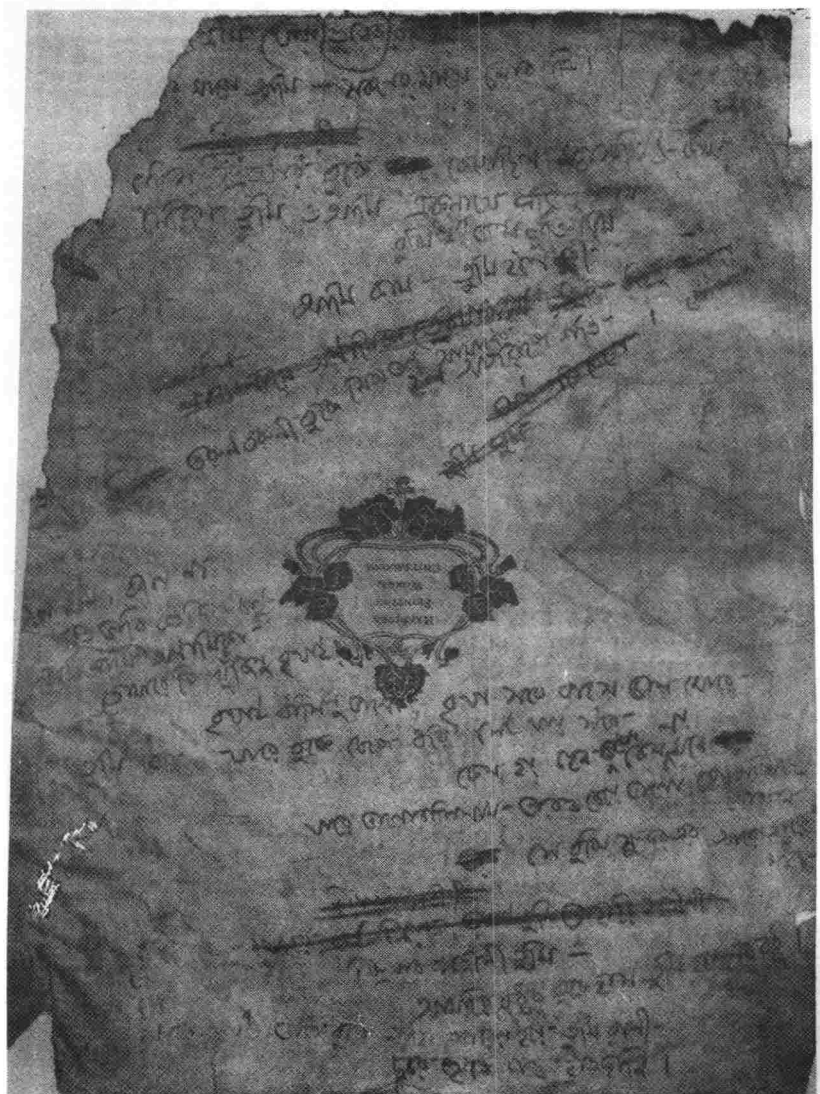
কবিতার খাতার চতুর্থ পৃষ্ঠা

Songs Composed for
Senola
Columbia
+
Regal
by
Kazi Nazrul Islam

ইংরেজি গানের খাতার প্রথম পৃষ্ঠা

'বন্ধুরা এসো ফিরে' কবিতার অংশ বিশেষ

'আর কতদিন?' কবিতার অংশ বিশেষ

'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ

'তোমারে ভিক্ষা দাও' কবিতার অংশ বিশেষ

'পূরববঙ্গ' রচনার অংশ বিশেষ

১

ষট্ কল্যাণ

— কাজী নজরুল ইসলাম

শুধ্-কল্যাণ

কল্যাণ রাগ সন্ধ্যার সময় গীত হয়। কল্যাণের নামের মতই এই রাগ শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর, উদার। প্রথমে "শুধ্-কল্যাণ" অর্থাৎ "শুদ্ধ-কল্যাণ" রাগ গাওয়া হচ্ছে।

এর আরোহী:- সা, রে, গা, পা, ধা সা।

অবরোহী:- র্সা, (নি) ধা, পা, (মা) গা, রে, সা

অবরোহীতে শুধু নি-র সঙ্গে বিবাদী হিসাবে গীত হয়। প্রথম থেকে সন্ধ্যার মীড় লাগে। কেউ গান্ধার বাদী, ধৈবত সম্বাদী বলেন। কেউ রেখাব বাদী পঞ্চম সম্বাদী করেন। কল্যাণের পূর্বাঙ্গ প্রধান অর্থাৎ আরোহ দিকে সুরের জোর বেশী দেখান হয়।

'ষট্ কল্যাণ' গীতি আলেখ্যর 'শুধ্-কল্যাণ' রাগের বর্ণনা

শঙ্করী রাগের বিষয়ে কিছু কথা এবং
টৌড়ি রাগে তেতালা ছন্দে রচিত একটি গানের কয়েকটি লাইন

রেকর্ডের কাভারে লেখার একটি নমুনা

অগ্নি-বীণা
কাজী নজরুল ইসলাম
দোলন চাঁপা

ভাঙার গান
নজরুল ইসলাম
চিত্তনামা।
ছায়ানট

সর্বহারা
ফণি মনসা
নজরুল ইসলাম
বাঁধন-হারা
নজরুল ইসলাম
সঞ্চিতা

নজরুল
নজরুল

প্রলয় শিখা
কুহেলিকা
নজরুল ইসলাম
শিউলি-মালা

কাব্য-আমপারা

মরু-ভাস্কর
বুলবুল
রুবাইয়াৎ-ই
ওমর
খৈয়াম
কাজী নজরুল ইসলাম

সন্ধ্যামালতী
কাজী নজরুল ইসলাম
মায়ামুকুর
কাজী নজরুল ইসলাম
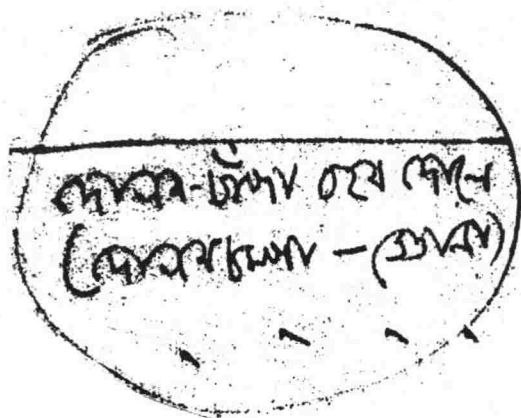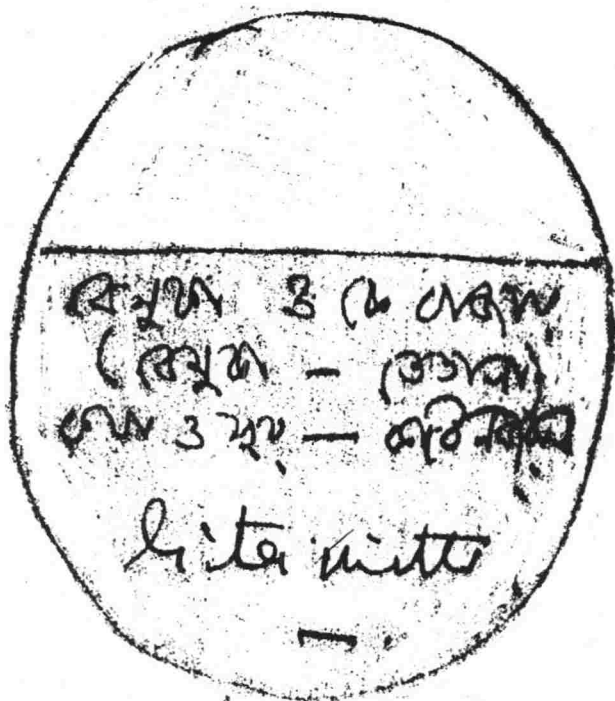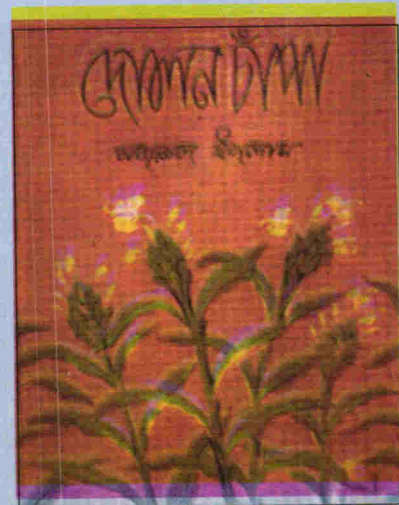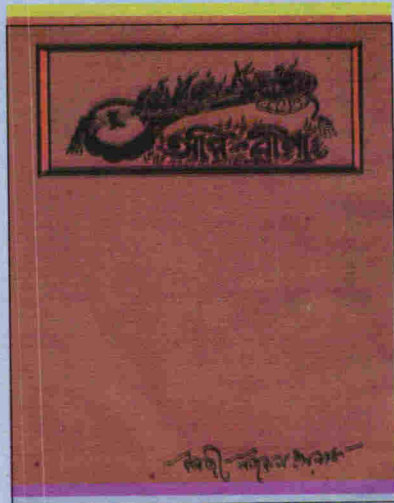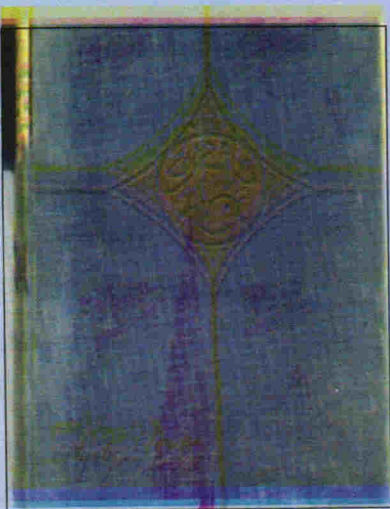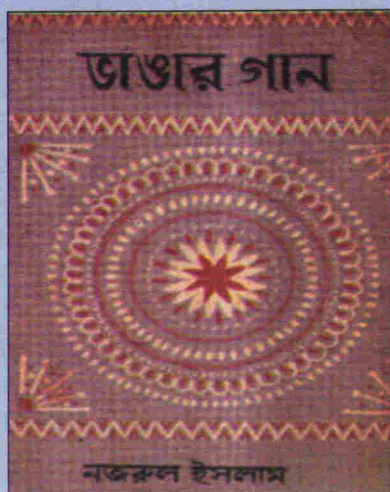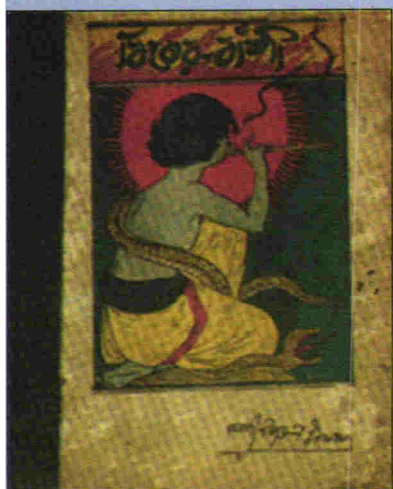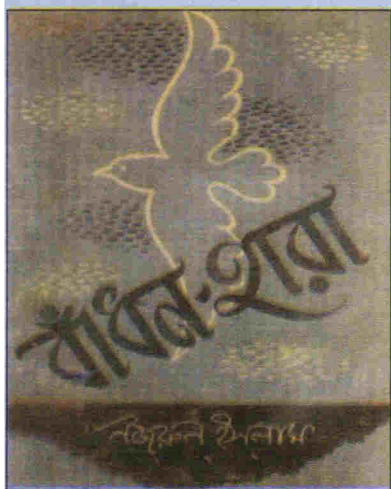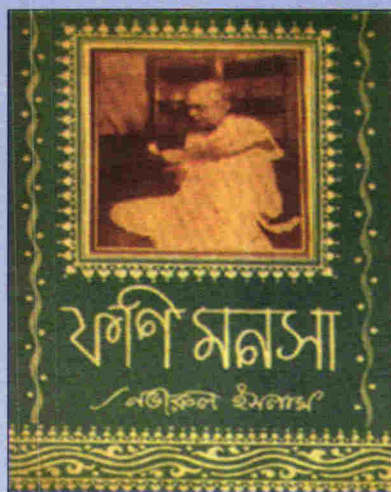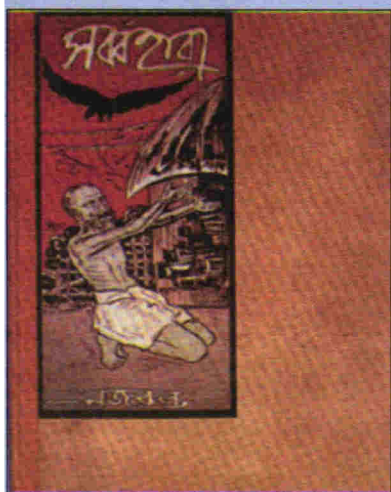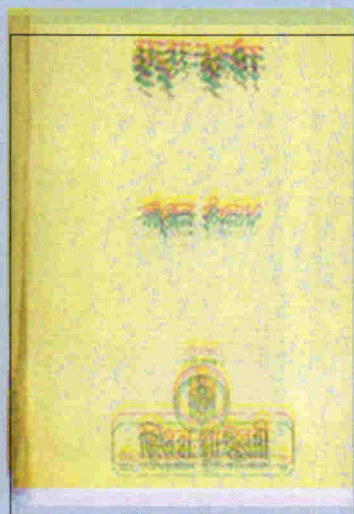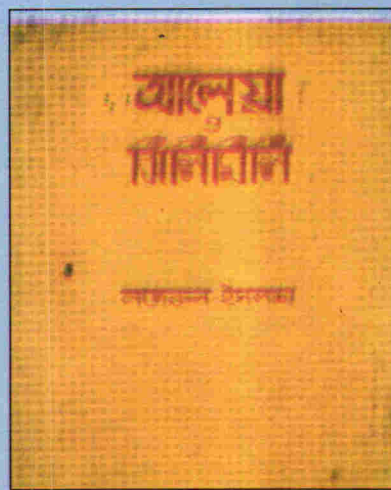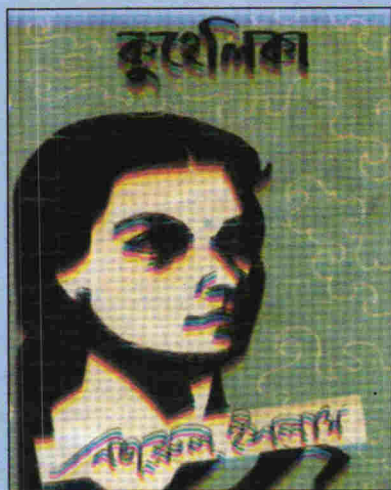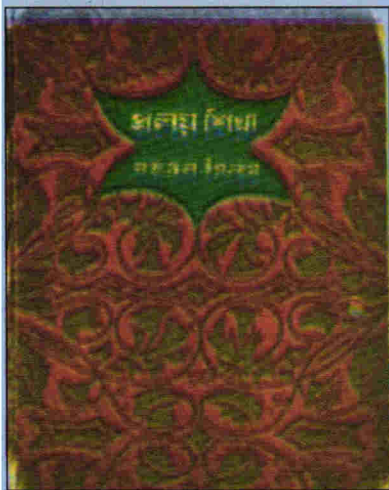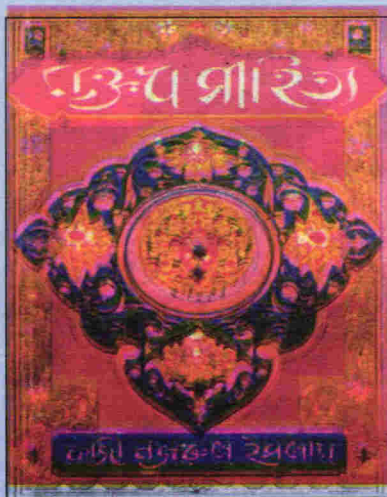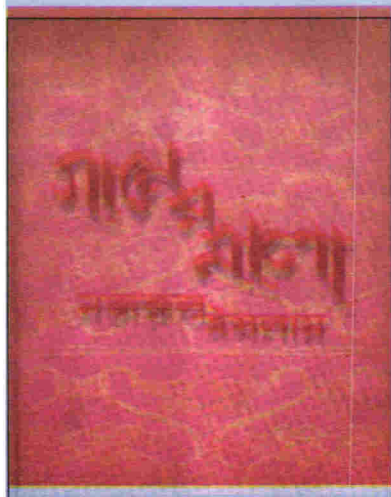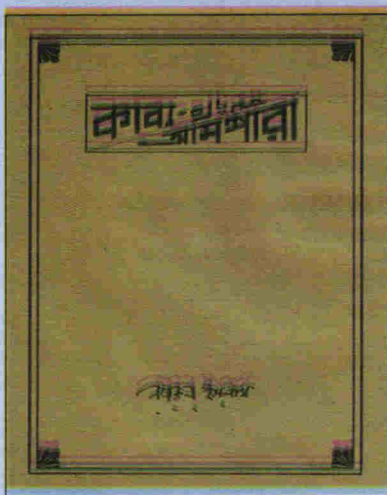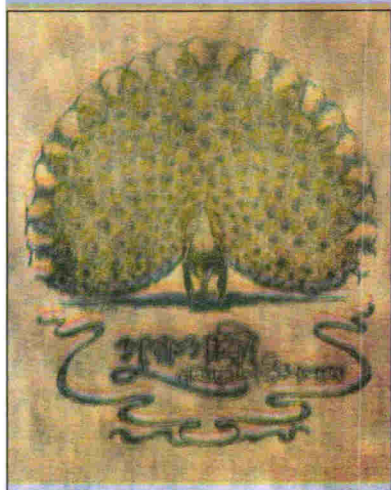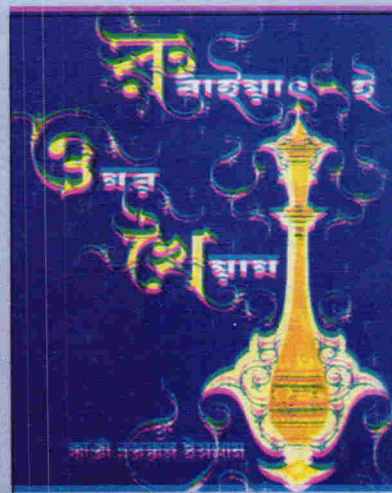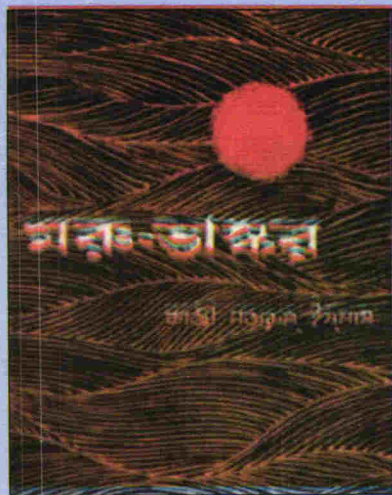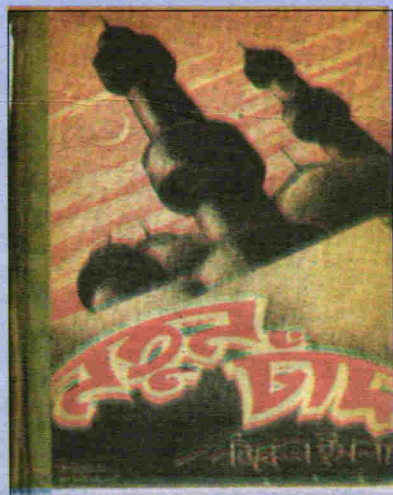
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি
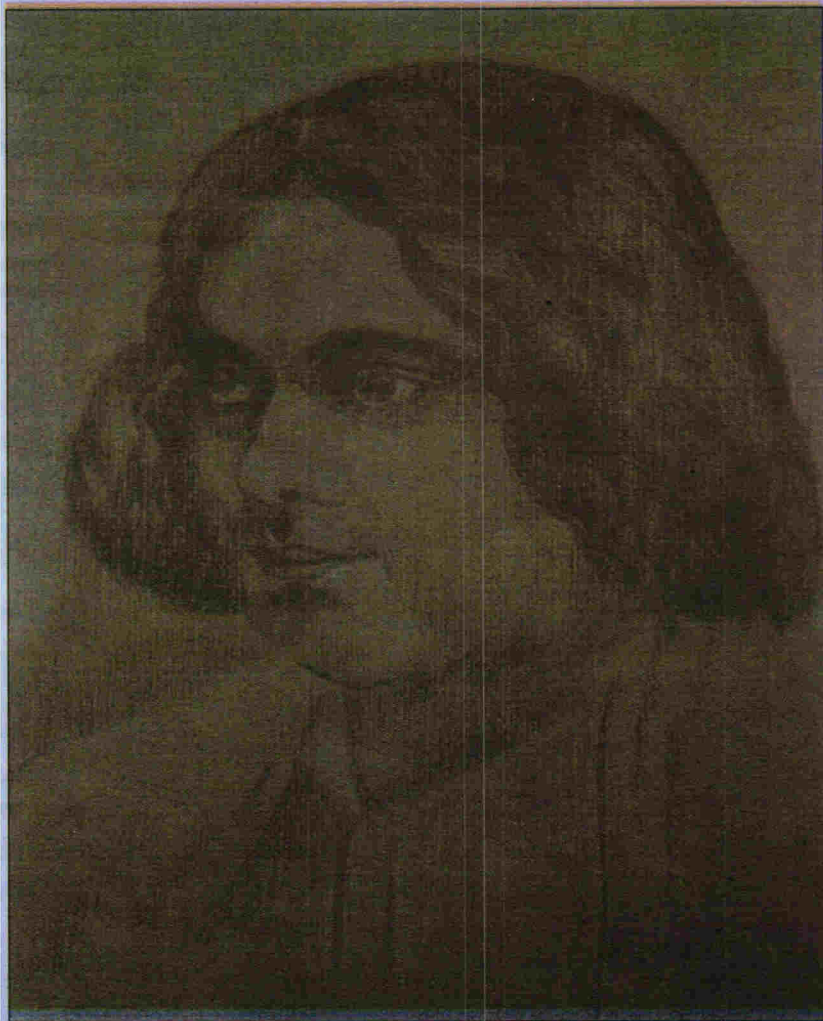
শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি
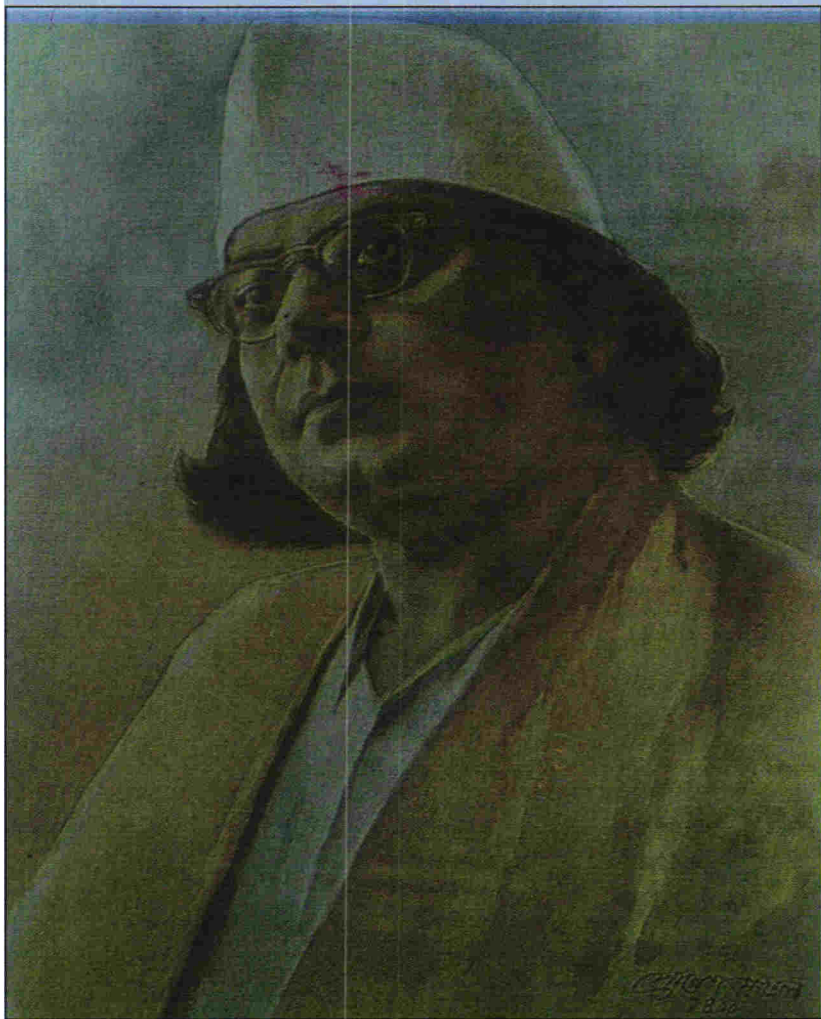
শিল্পী প্রাণেশ মণ্ডল অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী রফিকুন নবী অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি
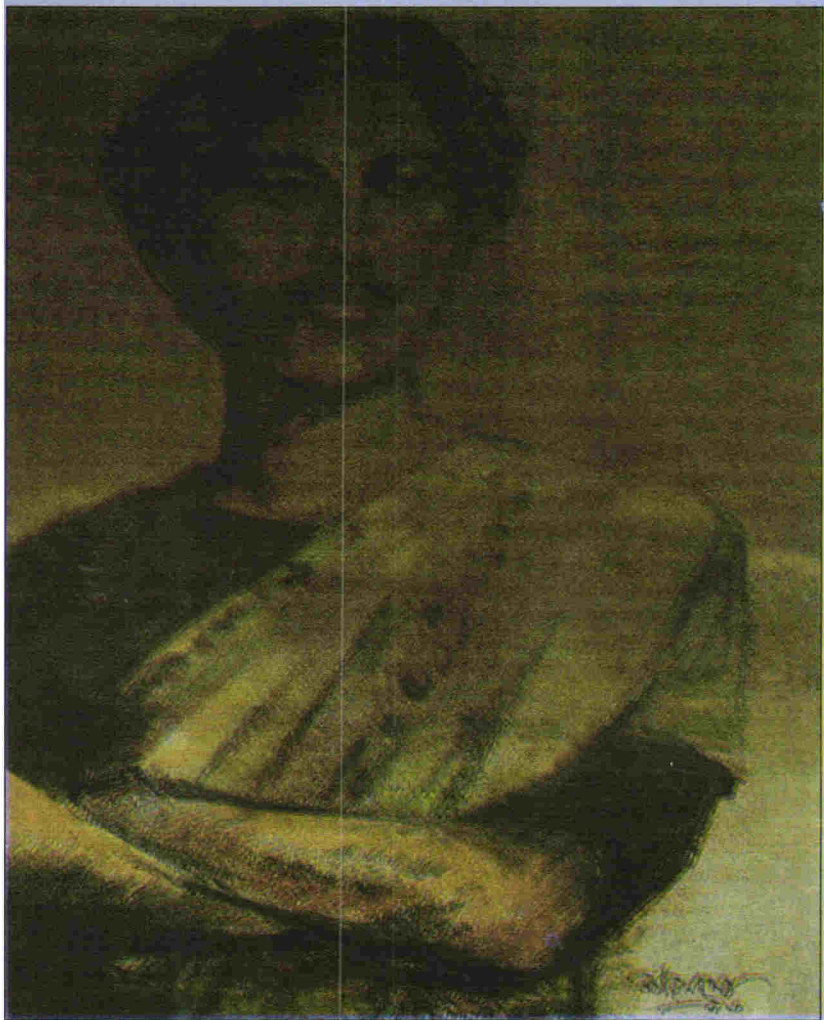
শিল্পী বীরেন সোম অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী চন্দ্রশেখর দে অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি

শিল্পী আলপ্তগীন তুষার অঙ্কিত নজরুল প্রতিকৃতি